চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 122 Monday, 3 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১২২ সংখ্যা ❋ ১৯ চৈত্র, ১৪২৯, সোমবার, ৩ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ দিল্লিতে বিরোধী বৈঠক
কংগ্রেসের সঙ্গে হাজির থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসও

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে আবার বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা। এবার উদ্যোগী তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তাঁর ডাকেই আজ রাজধানীতে একছাতার তলায় আসতে চলেছে বিজেপি বিরোধী প্রায় সব দল। এই বৈঠকে যোগ দেবে তৃণমূলও। ফেডারেশন ফর সোশ্যাল জাস্টিসের ব্যানারে এই বৈঠকে বিরোধী শিবিরের তাবড় তাবড় নেতার উপস্থিত থাকার কথা। উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, আরজেডি সুপ্রিমো তেজস্বী যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুখ আবদুল্লাহও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে অকংগ্রেসি আঞ্চলিক জোটের পক্ষে জোরাল সওয়াল করা তিন দল তৃণমূল, আম আদমি পার্টি এবং ভারত রাষ্ট্র সমিতিও এই বৈঠকে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাবে। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে হাজির থাকবেন ডেরেক ও ব্রায়েন, আম আদমি পার্টির তরফে থাকবেন সঞ্জয় সিং এবং বিআরএসের তরফে থাকবেন কেশব রাও। ডিএমকের ডাকা বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে এক মঞ্চে এই তিন দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, রাহুলের সাংসদ পদ খারিজের পর কংগ্রেস অন্যান্য আঞ্চলিক দলকে নিয়ে খানিকটা হলেও সুর নরম করছে। তেমনি আপ, তৃণমূলের মতো দলগুলিও এখন কংগ্রেসের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। আসলে স্ট্যালিন কংগ্রেসের জোটসঙ্গী হলেও অন্যান্য সব বিরোধী দলের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ আছে তাঁর। কিছুদিন আগে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেন্নাইতে গিয়েই স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই স্ট্যালিন চেষ্টা করায় সব বিরোধীকে এক মঞ্চে আনার কাজটা অনেক সহজে হচ্ছে। যদিও ডিএমকের দাবি, আজকের বৈঠক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক।

রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা আর নয়!
‘মোদি’ মন্তব্যে শাস্তি বাতিলের দাবিতে আবেদন রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা আর নয়! অপরাধমূলক মানহানির মামলায় শাস্তি খারিজের দাবিতে গুজরাটের সেশনস কোর্টে আবেদন করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আজ সোমবারই তাঁর আবেদনের শুনানি। এমনটাই দাবি বলে শোনা গিয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৯ সালে ‘মোদী’ পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে ওই বছর দায়ের হওয়া মানহানি মামলায় গুজরাটের সুরাটের এক আদালত রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। সেই মামলায় রাহুলকে দু বছরের সাজা শোনান বিচারক। যদিও ওই দিন জামিনও পেয়ে যান কংগ্রেস সাংসদ। আদালতের সেই সাজা ঘোষণার পর লোকসভার স্পিকার কংগ্রেস নেতার সাংসদ পদ খারিজ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিজেপির চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই লোকসভার অধ্যক্ষ রাহুলের সাংসদপদ খারিজ করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটকের কোলারে এক র‍্যালিতে অংশ নিয়ে রাহুল গান্ধী কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে ২০১৯ সালে গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক পূর্ণেশ

মোদী কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় আদালত রাহুলের সাজা ঘোষণা করে।অপরাধমূলক মানহানির মামলায় গত ২৩ মার্চ রাহুল গান্ধীকে ২ বছরের কারাদণ্ড দেয় সুরাটের নিম্ন আদালত। সুরাট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের সেই সিদ্ধান্তের জেরে একদিন পরেই সাংসদ পদ খোয়াতে হয় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিকে। যদিও সাজা শোনানোর পরই রাহুলকে ৩০ দিনের জন্য শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়, এই ৩০ দিনের মধ্যে উচ্চতর আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করারও সুযোগ পাবেন তিনি। কিন্তু সেই রায়ের ১০ দিন পরও রাহুল কোনও আবেদন করেননি। বস্তুত, নিজের সাংসদ পদ বাতিল হয়ে যাওয়াকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিলেন রাহুল। বিজেপির ভাষায় এই ১০দিন নিজেকে ‘শহিদ’ প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। অবশেষে তিনি সুরাটের সেশনস কোর্টে আবেদন করেছেন বলে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি। জানা গিয়েছে, গুজরাটের সেশনস কোর্টে রাহুল নিজের সাজা মকুব করার আবেদন জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করার দাবিও জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। তবে যতদিন না মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে, ততদিন শাস্তি খারিজ করার দাবিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চলেছেন কংগ্রেস সাংসদ। সেটা না হলে সাংসদ পদ ফেরত পাবেন না রাহুল।

বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকাঠামো তৈরির জন্য বরাদ্দ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকাঠামো তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের ৬টি দফতরকে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। এবারই প্রথম এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সেচ, পূর্ত, পঞ্চায়েত, মৎস্য, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতর এবং কলকাতা পুরনিগম এই ৬টি দফতরকে মোট ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। জানা গেছে, বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকাঠামো গড়তে সবক’টি দফতরকে এ বছর বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের ২০ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে এই খাতে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মত রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের গোড়ায় রাজ্যের সমস্ত দফতরকে বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে দফতরগুলি কী কী কাজ করতে চায় এবং তার জন্য কত টাকা প্রয়োজন তা জানতে চেয়ে চিঠি দেয়। এরপরে ওই দফতর গুলিকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতর বিপযয় প্রবণ এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বেশ কিছু হস্টেল মেরামতির জন্য টাকা চেয়ে আবেদন করে। পূর্তদফতর এসব এলাকায় কিছু নতুন রাস্তা তৈরি করবে বলে জানায়। পঞ্চায়েত দফতর বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চালাতে অর্থের আবেদন করে। এরকম নানা কাজের জন্য ওই ৬টি দফতরকে মোট ৩৫০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। সামনেই বর্ষার সময় সেই জন্যই এই ভাবে বিশেষ বরাদ্দ বাড়িয়ে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। তাছাড়াও প্রশাসনের তরফে পুলিসকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। দেখা যাক সরকারের চেষ্টা কতদূর সফল হয়। তবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সরকারকে ধন্যাবাদ জানাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

ভারত নিয়ে নাক গলানোর বদঅভ্যেস আছে, পশ্চিমী দেশগুলিকে তোপ জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ পশ্চিমী দেশগুলি মনে করে ভারতের বিষয়ে মন্তব্য করার ঐশ্বরিক অধিকার রয়েছে তাদের। স্পষ্ট ভাবে এমনটাই জানিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার পশ্চিমী দুনিয়ার আক্রমণের মুখে পড়েছে কেন্দ্র সরকার। আমেরিকা, জার্মানির পর পুরো ইস্যুর দিকে নজর রাখার বার্তা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। সেই বিষয় নিয়েই প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী একথা বলেছেন বলে খবর মিলেছে। রবিবার একটি আলোচনাসভায় অংশ নিয়েছিলেন জয়শংকর। বিজেপি আয়োজিত এই সভায় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, রাহুল ইস্যুতে পশ্চিমী দুনিয়ার মতামত নিয়ে জয়শংকর কী মনে করেন? প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রী জানান, পশ্চিমী দেশগুলি অন্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মতামত দিতে অভ্যস্ত। তারা মনে করে অন্যদের বিষয়ে কথা বলার ঐশ্বরিক অধিকার রয়েছে তাদের। কিন্তু সেই দেশগুলির মনে রাখা দরকার, এই অভ্যেস চালিয়ে গেলে তারা সমস্যায় পড়বে। তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও অন্যরা মতামত দেবে, সেটা মোটেও ভাল লাগবে না তাদের। এই আলোচনা সভাতেই জয়শংকর আরও জানান, এই দেশগুলিকে আসলে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়। নাম না করে রাহুল গান্ধীকে বিঁধে বিদেশমন্ত্রী বলেন, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের সমস্যা তুলে ধরা হচ্ছে। সেই দেশগুলিকে মতামত প্রকাশ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমস্যা দুই দেশের তরফেই রয়েছে। দুপক্ষকেই শুধরাতে হবে। প্রসঙ্গত, আমেরিকা, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দেবে। যদিও বিজেপি পরপর রাহুল ইস্যুতে বিদেশি হস্তক্ষেপকে কংগ্রেসেরই ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আগেই জানিয়েছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ চাইছে কংগ্রেস।

শিবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে হুঁশিয়ারি অনুরাগ ঠাকুরের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ এপ্রিল ঃ শিবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা ঠিক না করা হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। আগে থেকে যদি অশান্তির খবর ছিল তাহলে পর্যাপ্ত পুলিশ কেন সেখানে মোতায়েন করা হয়নি বলে সওয়াল করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। শিবপুরের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আভাস থাকলে যথেষ্ট পুলিশ কেন ছিল না, এর অর্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেশুনেই চোখ বন্ধ করে ছিলেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সচেতন না হলে কঠোর পদক্ষেপ হবে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, রাম নবমীর দিন মিছিল করে অশান্তি করার চক্রান্ত করছে বিজেপি। রামনবমীর দিন থেকে অশান্ত হাওড়ার শিবপুর। সেখানে দফায় দফায় অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল বলে অভিযোগ বিজেপি। ঘটনার পরেই রাজ্যপালকে ফোন করেন অমিত শাহ। কী ঘটনা ঘটেছে তার রিপোর্ট তলব করে এরপর ৩-র পাতায়

‘কংগ্রেস ফাইলস’
ইউপিএ জমানার দুর্নীতি ফাঁস করতে নয়া ‘সিরিজ’ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ লক্ষ্য ২০২৪-র লোকসভা নির্বাচন, সেই উপলক্ষ্যে বিজেপি বিশেষ পরিকল্পনা করতে ইতিমধ্যেই শুরু করেছে বলে জানতে

পারা গিয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে এবার তারা হাতিয়ার করার ফন্দি এঁটেছে বলে জানা গিয়েছে, তা হল ‘কংগ্রেস ফাইলস’। বিরোধী দলকে আক্রমণ করার জন্য নতুন ভিডিও সিরিজ শুরু করতে চলেছে বিজেপি বলে জানা গিয়েছে। ইউপিএ আমলের দুর্নীতিগুলিই এই ভিডিওতে তুলে ধরা হবে। রবিবার এই ভিডিও সিরিজের প্রথম এপিসোডটি প্রকাশ করেছে তারা। আগামী দিনে আরও বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশিত হবে বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের। রবিবার তিন মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশিত হয় বিজেপির টুইটার হ্যান্ডেলে। সেখানে লেখা হয়, কংগ্রেস আর দুর্নীতি সমার্থক। ৭০ বছর তারা সাধারণ মানুষের বিপুল অর্থ লুট করেছে। ৪ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কংগ্রেস। এই অর্থ সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে ২৪টি আইএনএস বিক্রান্ত বা ৩০০টি রাফালে জেট কেনা যেত। তবে কংগ্রেস জমানার শেষ ১০ বছরের ঘটনাবলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে বিজেপির এই ভিডিওটিতে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালকে ‘লস্ট ডেকেড’ আখ্যা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। কয়লা, ২জি নেটওয়ার্ক, কমনওয়েলথ গেমস, মনরেগা একাধিক ইস্যুতে দুর্নীতির কথা তুলে ধরেছে বিজেপির এই ভিডিও। সিরিজের প্রথম এপিসোডে সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিংকে ‘মুখ্য ভূমিকা’য় দেখা গিয়েছে। এই ভিডিওর শেষেই বলা হয়েছে, এটা কংগ্রেসের বিশাল দুর্নীতির ‘ট্রেলার’। পুরো সিনেমা এখনও বাকি রয়েছে। আগামী দিনে এই ভিডিওর বেশ কয়েকটি এপিসোড মুক্তি পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে কংগ্রেসের তরফে এই ভিডিও নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই আদানি ইস্যুতে কেন্দ্রের দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ করেছে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি। তার পালটা এবার কংগ্রেস ফাইলস আনল বিজেপি। এখন দেখা যাক কংগ্রেস এর পল্টা দেয় কিনা।

জয়েন্ট পাশ না করেও ‘কোটা’য় ডাক্তারি! বাম আমলের তালিকা চাইলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ বাম আমলে চিরকুটে চাকরি হত বলে অভিযোগ উঠল রাজ্যজুড়ো। একের পর এক ‘সুপারিশে চাকরি’র তালিকা প্রকাশ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। বামেদের বিবৃতি দাবি করছে তারা। এবার সেই তালিকায় জুড়ল মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় ডাক্তারি পড়ে চিকিৎসক হওয়ার অভিযোগ। কারা এই সুযোগ পেয়েছে, তাই তালিকা প্রকাশের দাবি জানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। রবিবার সকালে ফের টুইট করেন কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বামফ্রন্ট জমানায় ডাক্তারি পড়তে মুখ্যমন্ত্রীর কোটা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়েন্টে সুযোগ না পেয়ে কোটায় ডাক্তারি পড়তে ঢোকার অভিযোগ উঠত কেন? তৃণমূল মুখপাত্রের প্রশ্ন, বাম জমানায় মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় ক’জন এবং কারা ডাক্তারি পড়েছিলেন? এই কোটায় ডাক্তার হওয়া সকলের নামের তালিকা প্রকাশ করার দাবি করেছে সিপিএম।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর এই কোটা ২০১১’র পর তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এপ্রসঙ্গে বামেদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। এদিকে প্রাক্তন বাম নেতা তথা বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহও কোটায় ডাক্তারি পড়া ইস্যুতে সরব হয়েছেন। তাঁর কথায়, জ্যোতি বসুর কোটায় সুযোগ পেয়ে ডাক্তার হয়েছে এক বাম নেতার ছেলে। এর আগে ‘চিরকুটে চাকরি’ নিয়েও সরব হয়েছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে তোলপাড় রাজ্য। একদল সরব হয়েছে, টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে চাকরি। অন্য দল বলছে, চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছে বাম ঘনিষ্ঠরা। ইতিমধ্যে ইমেল করে বাম আমলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ জানাতে বলেছে তৃণমূলের আইটি সেল। গত কয়েকদিন ধরে চিরকুটে চাকরি পাওয়া বামনেতার পরিজনদের নামের তালিকা প্রকাশ করে লাল শিবিরকে নিশানা করেছেন দেবাংশুরা। সেই তালিকায় এবার জুড়ে গেল কোটায় ডাক্তারি পড়ায় সুযোগ পাওয়াদের তালিকাও।

আনপড় প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারেন না ঃ কেজরিওয়াল

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল ঃ ‘আনপড় প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারেন না। দেশ চালাতে শিক্ষাদীক্ষা থাকা প্রয়োজন। একজন আনপড় প্রধানমন্ত্রীই পারেন নোটবন্দি, কালো কৃষি আইনের মতো হঠকারী পদক্ষেপ নিতে। দেশে আজ যা চলছে, তা এরই ফসল।’ আজ রবিবার গুয়াহাটির ভরলুমুখে সোনারাম ময়দানে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনের দামামা বাজাতে এসে আয়োজিত দলীয় সমাবেশে বলেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আম আদমি পার্টি (আপ)-প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আজ অসম সফরে এসেছেন আপ-প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। দলের দুই শীর্ষ নেতা আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে গেছেন। কেজরিওয়াল তাঁর ভাষণ শুরু করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ওপর হামলা করে। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ফের প্রধানমন্ত্রী মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন আজ। বলেন, সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীকে বাছাই করা হয় কেন? এজন্যই শিক্ষিত প্রার্থী বাছাই করা হয়, যাতে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ভালোভাবে পরিচালিত হয়। সেভাবে দেশের সর্বোচ্চ পদেও একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে চায় দেশ। নইলে নোটবন্দি, কালো কৃষি আইনের হঠকারী গ্যাঁড়াকলে পড়তে হবে। অতএব আগামী লোকসভা নির্বাচনে ‘ঝাড়ু’ (আপ-এর নির্বাচনী প্রতীক)’তে বোতাম টিপতে অসমবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

‘দাঙ্গাবাজদের উলটো করে ফাঁসিতে ঝোলাব’, হুঙ্কার দিলেন অমিত শাহের

পাটনা, ২ এপ্রিল ঃ ক্ষমতায় ফিরলে দাঙ্গাকারীদের উলটো করে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে বিহারে গিয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়েছে বিহারের বেশ কয়েকটি এলাকায়। একজনের মৃত্যুও হয়েছে এই সংঘর্ষের ফলে। এহেন পরিস্থিতিতে বিহারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শাহ। বিহারের হিসুয়ার একটি জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দাঙ্গা বিধ্বস্ত সাসারামে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তাঁকে সফরের অনুমতি দেওয়া হয়নি। শাহ বলেন, বুলেট, কাঁদানে গ্যাস চলছে ওখানে। মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। পরের বার বিহারে এলে অবশ্যই সাসারামে যাব। এরপরেই

বিহারের মহাজোটের সরকারকে তোপ দাগেন তিনি। সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আশা করি সাসারামে পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি শান্ত হয়ে যাবে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তো কোনও লাভ নেই। আমি আজ সকালেই রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে আবার নেতাদের দাবি, আমি বিহারের বিষয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছি। আমি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিহারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাও আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এরপরেই বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন অমিত শাহ। জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ২০২৪ সালে মোদিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিন, আর ২০২৫ সালে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিন। যারা এখানে দাঙ্গা বাধাচ্ছে, তাদের উলটো করে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষক নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার

রাজ্যজুড়ে সমস্ত আয়ুষ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য হাজারের বেশি যোগ প্রশিক্ষক নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্যদফতর ইতিমধ্যেই এই পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে বর্তমানে রাজ্যে মোট ৫৪০টি আয়ূষ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন করে পুরুষ ও একজন মহিলা যোগ প্রশিক্ষক নেওয়া হবে। এই নিয়োগের জন্য প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। জেলাশাসক ছাড়াও সেখানে আছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা আয়ূষ আধিকারিক, যোগ কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট আয়ূষ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আয়ূষ চিকিৎসক। সূত্রের খবর, এক বছরের চুক্তিতে এই নিয়োগ করা হবে। পুরুষ যোগ প্রশিক্ষক পাবেন মাসে ৮ হাজার টাকা এবং মহিলা যোগ প্রশিক্ষক পাবেন্ন মাসে ৫ হাজার টাকা।

তিন শেল কোম্পানির সঙ্গে আদানিদের ‘নিয়মবিরুদ্ধ’ লেনদেন! সেবির তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়দিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকে সময়টা ভাল যাচ্ছে না আদানি গোষ্ঠীর। এবার সংস্থার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে চলে এল। সেবির তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ১৩ বছরে তিনটি অনথিভুক্ত সংস্থার সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর লেনদেন বেশ সন্দেহজনক। এই লেনদেনগুলি নিয়মবিরুদ্ধও হতে পারে। যদিও এই পুরো বিষয়টিতে কাঠগড়ায় মূলত গৌতম আদানির দাদা বিনোদ আদানি (ঔটসেএঞ কএঞ্জটট)। সূত্রের খবর, বিদেশে বিনোদ আদানির তিনটি অনথিভুক্ত অর্থাৎ শেল কোম্পানি রয়েছে। এই তিনটি সংস্থার মধ্যে ক্রুশাল ইনভেস্টমেঃট, গার্ডেনিয়া ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেঃট নামের সংস্থাদুটি মরিশাস স্থিত। ইলেক্ট্রোজেন ইনফ্রা নামের একটি সংস্থা দুবাই স্থিত। সেবি সূত্রের খবর, এই তিনটি সংস্থার সঙ্গে গত ১৩ বছর ধরে আদানির একাধিক সংস্থার লেনদেন চলছে। সেবির দাবি, সরাসরি যুক্ত না হলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

এই তিনটি সংস্থার সঙ্গেই জড়িত গৌতম আদানির দাদা বিনোদ আদানি। এগুলি মূলত তাঁরই অনথিভুক্ত সংস্থা। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, বিনোদ যেহেতু আদানি পরিবারের সদস্য, ফলে এই পদক্ষেপকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সংস্থার মধ্যে লেনদেন হিসেবে ধরার কথা সেবি আইনে। যা বেআইনি। ইতিমধ্যেই বিনোদের সংস্থা এবং গৌতমের (ক্সজ্বত্ম-তজ্বডড কএঞ্জটট) সংস্থার মধ্যে এই লেনদেন ঘিরে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। যদিও আদানি গোষ্ঠীর তরফে এখনও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এদিকে এই সংস্থায় এলআইসির বিপুল বিনিয়োগ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে দেশ জুড়ে। শুধু এলআইসি নয়, আদানি গোষ্ঠির শেয়ার বিনিয়োগের তালিকায় রয়েছে ইপিএফও। আদানি গ্রুপ নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের পর মনে করা হচ্ছিল আদানির শেয়ারে নতুন করে বিনিয়োগ করবে না রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে আদানি গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজ ও আদানি পোর্টসে বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই বিনিযোগে প্রক্রিয়া ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

শক্তিগড়ে খুন বিজেপি ঘনিষ্ঠ কয়লা মাফিয়া

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ এপ্রিল ঃ অভিযোগ কয়লার কালো কারবারি। তাঁর নাম ছিল প্রথম সারিতে। নাটকীয় জীবন যাত্রা। সিপিএমের হাত ধরে উঠে আসা। গত ভোটে বিজেপির হয়ে জান লড়িয়ে দেওয়া। সেই একদা কয়লা মাফিয়া, বর্তমানে নানা ব্যবসার মালিক রাজেশ ওরফে রাজু ঝার জীবনটাও শেষ হল একেবারে হিন্দি সিনেমার ক্লাইম্যাক্সের মতো। যে জেলায় তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খেত, সেই বর্ধমানের শক্তিগড় ল্যাংচা হাবের সামনে প্রকাশ্যে গুলিতে তাঁকে খুন করে কলকাতার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে পালিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যার সময়, যখন চারদিক পরে গম গম করছিল, স্থানটি ছিল শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাব। সেখানে একটি বিখ্যাত দোকানের সামনে আচমকা একটা গাড়ি থেকে কয়েকজন নেমে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা ফরচুনার গাড়ির সামনে আসে। কার্যত ‘পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ’ থেকে পর ছয় থেকে সাতটা গুলির শব্দ। চালকের পাশের সিটে লুটিয়ে পড়েন রাজু। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। শক্তিগড় থানার পুলিশ এসে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি ও তাঁর সঙ্গীদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার স্পেশ্যালিটি উইং অনাময় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে রাজুকে মৃত ঘোষণা

করেন চিকিৎসক। তবে তাঁর সঙ্গীদের উপর হামলা না হওয়ায় স্পষ্ট, লক্ষ্য ছিলেন শুধু রাজুই। কম করে সাতটি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে রাজুকে। শুধু তাই নয়, এই খুন পূর্ব পরিকল্পিত ও পরিচিতদের কাজ। কারণ, ওই সময় দুর্গাপুরের বাসিন্দা রাজু শক্তিগড়ে আসবেন তা সহজে কারও জানার কথা নয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুর্গাপুরের দিক থেকে গাড়ি নিয়ে আসছিলেন রাজেশ ঝাঁ। চালক ছাড়াও আরও দু’জন ছিলেন গাড়িতে। শক্তিগড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাওয়া দাওয়া করছিলেন তাঁরা। চালক ঝালমুড়ি খাচ্ছিলেন। রাজেশবাবু গাড়ির সামনের সিটে বসেছিলেন। পিছনের সিটেও একজন বসেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীল রঙের একটি চারচাকা গাড়ি এসে থামে। কয়েকজন নেমে এসে পর পর গুলি চালায়। রাজু গাড়িতেই লুটিয়ে পড়েন। পিছনের সিটে থাকা রাজুর সঙ্গী ভয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আঘাত লাগেনি। এরপর দুষ্কৃতীদে গাড়িটি কলকাতার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে পালায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কল্যাণ সিংহরায়, ডিএসপি রাকেশকুমার চৌধুরী ছুটে আসেন। ঘটনাস্থল থেকে রাজুর গাড়ি ও সঙ্গীদের অনাময় হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে কাচের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্য আতঙ্কও ছড়িয়েছে। ভর সন্ধ্যায় এভাবে গুলিবর্ষণে চাঞ্চল্য এলাকায়।

বুনো মাশরুম না খাওয়ার পরামর্শ হাইলাকান্দি স্বাস্থ্য বিভাগের

হাইলাকান্দি (অসম), ২এপ্রিলঃ রাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে প্রচারিত এক আবেদনে জনসাধারণকে বুনো মাশরুমকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে সম্প্রতি ডিব্রুগড়ে এক ব্যক্তির প্রাণ যাওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ডিব্রুগড়ে সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতর থেকে জেলাবাসীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

নৌবাহিনীর নতুন ভাইস চিফ পদে দায়িত্ব নিলেন সঞ্জয় জসজি সিং

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃভারতীয় নৌবাহিনীর নতুন ভাইস চিফ হিসেবে নিযুক্ত হলেন ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় জসজি সিং। রবিবার দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পৌঁছে সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপরে সাউথ ব্লকে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। তিনি ভাইস অ্যাডমিরাল সতীশ কুমার নামদেও-র স্থলাভিষিক্ত হলেন। নৌবাহিনীতে ৩৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করার পর ৩১ মার্চ অবসর গ্রহণ করেন। এর আগে সঞ্জয় জসজি সিং ডেপুটি চিফ অফ ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ (অপারেশনস) এর দায়িত্বে ছিলেন।ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় জসজি সিং জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমির একজন স্নাতক। তিনি ১৯৮৬ সালে নৌবাহিনীর নির্বাহী শাখায় নিযুক্ত হন। তিনি ২০০৯ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীর মেরিটাইম ডকট্রিন, ২০১৫ সালে ভারতীয় সামুদ্রিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রধান ছিলেন। তিনি ১৯৯২ সালে ন্যাভিগেশন এবং দিকনির্দেশনায় বিশেষায়িত হন। ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যে অ্যাডভান্সড কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্স করেন।নৌবাহিনীতে করা অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে ভাইস অ্যাডমিরাল সুরজ বেরি শনিবার চিফ অব পার্সোনেল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন কন্ট্রোলার পার্সোনেল সার্ভিসের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ভাইস অ্যাডমিরাল অতুল আনন্দ ডিরেক্টর জেনারেল নেভাল অপারেশনস হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ফের বাড়ল দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিলঃফের দেশে বা।ছে দৈনিক করোনা সংক্রমণ। শনিবারের তুলনায় রবিবার ২৭ শতাংশ বেড়েছে করোনা সংক্রমণ। আজ রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৩,৮২৩ জন। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। সুস্থ হয়েছেন ১,৭৮৪ জন। করোনা অ্যাকটিভ কেস ২,০৩৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪,৪৭,২২,৬০৫। মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৮৮১ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৭৩,৩৩৫ জন।

রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল-এর ডিএসপি রেকর্ড উৎপাদন করে নজির সৃষ্টি করল

দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল ঃবিলগ্নিকরনের চোখ রাঙানি। তার মধ্যে গত অর্থবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি) কারখানায় রেকর্ড উপাদন করে নজির সৃষ্টি করল। আর এই ইতিহাস সৃষ্টি কারী উপাদন করে 'উড়ন্ত রং' বলে দাবী করেছে সংস্থা।ডিএসপি মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু (বিবি রায়) রায় জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে হট মেটাল, ক্রুড ইস্পাত এবং বিক্রযযোগ্য ইস্পাতের উৎপাদনের হার ছিল লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে ১০৮, ১০৫ ও ১০৪ শতাংশ। মোট ২.৫৭ টন হট মেটাল, ২.২৯ টন ক্রুড ইস্পাত এবং ২.১৮ টন বিক্রযযোগ্য ইস্পাত উপাদিত হযেছে। ব্লেন্ড মিক্স, সিস্টার, টোটাল কাস্টার, মার্চেন্ট মিল, এমএসএম, ফিনিশড স্টিল প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রেকর্ড উৎপাদন হযেছে ডিএসপি তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ১০৭ শতাংশ ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন এবং ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। এবং গত বছরের তুলনায়.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে হট মেটালের। যার বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২.৫৭ মেট্রিক টন। ক্রুড ইস্পাতের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২.২৯ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার ছাড়িয়ে উৎপাদন হয়েছে ১০৪ শতাংশ এবং গত বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রযযোগ্য ইস্পাতের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২.১৮ মেট্রিক টন। এবং গত বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লেন্ড মিক্স, সিঃটার, হট মেটাল, ক্রুড স্টিল, টোটাল কাস্টার, মার্চেন্ট মিল, এমএসএম, ফিনিশড স্টিল, বিক্রযযোগ্য ইস্পাত এবং বিশেষ ও মূল্য সংযোজন ইস্পাত সহ সর্বকালের সেরা বার্ষিক উপাদন

রেকর্ড করা হযেছে। একই ধরনের কৃতিত্ব ডিএসপি রেকর্ড উৎপাদন করেছে ব্লেন্ড মিক্স, সিন্টার, হট মেটাল, মার্চেঃট মিল এবং ফিনিশড স্টিলের ক্ষেত্রে। ডিএসপি গত অর্থ বছরে একটি গ্র্যান্ড গ্রাহক মিটের আয়োজনের মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে। মুকুটে সংযোজন হিসাবে, ডিএসপি সমস্ত গ্রেড কভার করে টিএমটি বার উপাদনের জন্য মেসার্স CII থেকে গ্রিনপ্রো সার্টিফিকেশন পেয়েছে।ইস্পাত শিল্পের পরীক্ষাগারের অভুতপুর্ব সাফল্য পেয়েছে। বিশ্বমানের স্বীকৃতি পেয়েছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিযা. লিমিটেড (সেইল)র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (ডিএসপি) মুকুটে। সংস্থার পরীক্ষাগার ন্যাশনাল অ্যাক্রিডেশন বোর্ড ফর টেষ্টিং (এনএবিএল) পেল তাদের ল্যাবরটরি টেস্টিং ফ্যাসিলিটির জন্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেকানিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল টেস্টিং বিভাগ ইস্পাত পণ্যের ওপর তাদের ল্যাবরটরি টেস্টিং ফেসিলিটির জন্য এই স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত বছরখানেক আগে দেশজুড়ে 'আজাদি কি অমৃত মহোসব' উপলক্ষ্যে সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাত পরিদর্শন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তকালীন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং। ওইসময় কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং বলেছিলেন, দেশে ৩০০ মিলিয়ন টন ইস্পাত উপাদন হয়। যার মধ্যে গুরুত্ব পুর্ন ভুমিকা রয়েছে দেশের পাবলিক সেক্টরগুলির। পাবলিক সেক্টরগুলির জমি, মেধা দক্ষতা রয়েছে। তারমধ্যে সেইল ৫০ মিলিয়ন টন উৎপাদন করবে।তিনি আরও বলেছিলেন, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কিছু বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। সৌরবিদ্যু উৎপাদনে নজির গা।ছে। দেশে হাইড্রোজেন এনার্জির উৎস্য রয়েছে, তার সম্ভাবনাও রয়েছে। হাইড্রোজেন মিশন ব্যাবহার করা হবে। ইলেক্ট্রোরাইসিস প্রসেসে করা হবে। পাইলট প্রজেক্ট হবে। ২০২৫ সালে দেশে পরিবেশবান্ধব ইস্পাত উপাদন হবে। যদিও ইতিমধ্যে বঃেদ ভারত ট্রেনের চাকা তৈরী করে নজির গড়েছে। তার গুনগত সুনাম পেয়েছে ডিএসপি।

সিপিএম রাজনৈতিক দল নয়, একটা সভা, তোপ ব্রাত্যের

কলকাতা, ২ এপ্রিলঃসিপিএম রাজনৈতিক দল নয়। একটা সভা। অ্যাটিটিউড। যার প্রধান লক্ষণ কাজ না করে বড় বড় কথা বলা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।সিপিএমকে একের পর এক তোপ দেগে তিনি বলেন, ' ভাবে এটা করেছি। সিপিএম রাজনৈতিক দল নয়। একটা সভা। অ্যাটিটিউড। যার প্রধান লক্ষণ কাজ না করে বড় বড় কথা বলা। অন্যের কাজে খুঁত ধরা। এই কুসা করার ট্যাডিশন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী রয়েছেন, এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় সঙ্গে করে গিয়েছে।''শুধু তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা কেন? ক্যাগ রিপোর্টে প্রকাশিত বাম আমলে নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি পরিসংখ্যান দিয়ে জানতে চান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর প্রশ্ন, ' আমলেও তো ৪৬ হাজার নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ক্যাগ (কম্পট্রোলার অডিট জেনারেল অব ইন্ডিয়া)-এর রিপোর্টে। কই আমাদের সরকার তো তাদের নিয়ে কোনও অভিযোগ করেনি। ভদ্রতা কি আমাদের দুর্বলতা?''একই সঙ্গে সিপিএমকে হুঁশিয়ার করেই বলেছেন, ' ঘরে বসে ঢিল ছোড়া উচিত নয়। স্কুলে নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে সিপিএম এখন আমাদের সরকারকে হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু এসএসসি তো আর ২০১১ সাল থেকে চালু হয়নি। সেটা ভুললে চলবে? ওরা কি বলতে চায়, ওদের আমলে কারও স্কুল কলেজে অনিয়মের চাকরি হয়নি? আমি ব্যক্তিগত ভাবেই অনেককে চিনি, যাঁদের এ ভাবে চাকরি হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল এক বারও এ নিয়ে কিছু বলেনি।'' এর পরেই সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর চাকরি নিয়ে মুখ খোলেন।

অসমে ডিলিমিটেশনের মহড়া স্থগিত রাখতে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২এপ্রিলঃ অসমে ডিলিমিটেশনের মহড়া আগামী তিন বছরের জন্য স্থগিত রাখতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস।আজ সোমবার গুয়াহাটির রেডিসন ব্লু হোটেলের ব্যাঙ্কুয়েট হল-এ বেলা একটায় ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আহূত বৈঠকে অংশগ্রহণের আগে অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রিপুন বরা জানান, গত ২২ মার্চ ইসিআই-এর কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি স্মারকপত্র জমা দিয়েছেন তাঁরা। ওই স্মারকপত্রে তাঁরা কমিশনকে আগামী তিন বছরের জন্য চলমান ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন। এতে তাঁরা আগামী ২০২৬ সালে গোটা দেশের সঙ্গে অসমে এই মহড়া

চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।তিনি জানান, স্মারকপত্রে তৃণমূল জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) এবং জনসংখ্যার আদমশুমারির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, অসমে সীমানা পুনর্নির্ধারণের মহড়া ২০০৩-২০০৪ সালে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা হয়েছিল। সে সময় সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া সংশোধিত এনআরসি প্রকাশের পর চালানোর কথা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।অসম তৃণমূল নেতা রিপুন আরও জানান, ২০১৯ সালের অগাস্ট মাসে প্রকাশিত এনআরসি-র তালিকা থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ আবেদনকারীর নাম কেটে ফেলা হয়েছে। এনআরসি প্রক্রিয়া অনুসারে আবেদনকারীদের তাঁদের নাম কর্তনের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। ফলে তাঁরা এখনও এনআরসি-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য তাঁদের মামলাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য আপিল পিটিশন দায়ের করতে সক্ষম হননি।রিপুন বরা জানান, স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, ২০০৮ সালে অসমে সীমানা পুনর্নির্ধারণের মহড়া স্থগিত রাখার কারণ ছিল এনআরসির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত না করে এবং বিদেশিদের চিহ্নিত না করে কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। সম্প্রতি বৈঠকে এই বিষয়টিই ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে রাখবেন, জানান অসম তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রিপুন।

আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাই আসলে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর রাহুল ইস্যুতে কার্যত কেন্দ্রের পাশেই আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২এপ্রিলঃ আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাই আসলে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে এভাবেই ভারত সরকারের সপক্ষে মুখ খুলল আমেরিকা। গত সোমবার সেদেশের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা থাকলে তবেই গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকবে।অপমানজনক মন্তব্য করার জন্য রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সুরাটের আদালত। তার জেরেই তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করেই আমেরিকা বিবৃতি দিয়েছে । সেদেশের বিদেশ দফতরের তরফে বেদান্ত বলেন, ভারতের আদালতে রাহুল গান্ধীর মামলার দিকে নজর রাখছে আমেরিকা। গণতন্ত্র নিয়ে আমেরিকার মতাদর্শের কথাও ভারতীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষা, বাকস্বাধীনতার মতো বিষয়গুলির মাধ্যমে দুই দেশের গণতন্ত্রই যেন সুরক্ষিত থাকে, সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে ভারতকে।তবে রাহুল গান্ধীর ঘটনায় আমেরিকা কোনও হস্তক্ষেপ করবে না বলেই জানিয়েছেন বেদান্ত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাই আসলে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। তবে রাহুল গান্ধীর ঘটনায় আমেরিকার তরফে কোনও মতামত নেই। আমরা ঘটনাবলির দিকে নজর রাখছি।তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিচারব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে আসলে সুরাট আদালতের রায়কেই সমর্থন করল আমেরিকা। রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জেরে আদৌ কারাদণ্ড দেওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

রাজ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করা নিয়ে প্রশ্ন ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাসের

কলকাতা, ২এপ্রিলঃ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করতে নয়া কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা দফতর। জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা নিয়ে রাজ্যের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস।রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, এই নীতিতে স্নাতক পাঠক্রম চার বছরে করার যে নির্দেশিকা রয়েছে, সেটা এখনই কার্যকর হচ্ছে না। এ নিয়ে আগে বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়া হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে অচিন্ত্যবাবু বলেন, নতুন নিয়মে চার বছরের স্নাতক শিক্ষা না মানলে ক্ষতি রাজ্যের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের। বেসরকারি সংস্থা (কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়) চলবে নতুন নীতিতে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা কূপমণ্ডুক হয়ে থাকবে। জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার বহু সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, অ-বিজেপি বাম ডান দলগুলি এর প্রতিরোধ করেছে।শাসকদল অপরিণামদর্শী, চৌর্যবৃত্তি ছাড়া কিছুতেই মন নেই, উপরন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারে না। বামপন্থীরা সরকারি শিক্ষা, শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ চান -- তবু তারা জাতীয় শিক্ষা নীতি চান না! এখন ইউ জি সি আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি টাকা না দেয়, কী হবে? ধনীর দুলালদের অসুবিধা হবে না। মুশকিল হবে গ্রামীণ দরিদ্র প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের।চার বছরের শিক্ষা নীতির বড় শক্তি 'ক্রেডিট সিস্টেম' আর গবেষণার সুযোগ। জীবনমুখী শিক্ষার এই সম্ভাবনা নষ্ট করে আমরা পরের প্রজন্মকে পঙ্গু করে ফেলছি। প্রসঙ্গত, জাতীয় শিক্ষানীতির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা ও জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন, সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখতে উপাচার্যদের নিয়ে গঠিত রাজ্যের নয়া কমিটির নেতৃত্ব দেবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। কমিটিতে রয়েছেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট পেশ করবে উপাচার্যদের কমিটি।

অসম সফরে আপ-প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। দলের দুই শীর্ষ নেতা আজ গুয়াহাটির ভরলুমুখে সোনারাম ময়দান থেকে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনের দামামা বাজাবেন। করার পাশাপাশি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন ভগবন্ত মান।ভগবন্ত মান তাঁর আমলে পঞ্জাব উন্নয়নের শিখরে পৌঁছচ্ছে বলে দাবি করে ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের শাসনে পঞ্জাব ছিল দেশের অন্যতম পশ্চাদপদ রাজ্য। কংগ্রেস রাজ্যের উন্নয়ন চায়নি। বিজেপিও পারবে না। তিনি কেঃেদ্রর বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারেরও সমালোচনা করছেন।পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্ষমতাসীন ভারতীয়.জনতা পার্টির (বিজেপি) একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে আপ-কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।আজ বেলা ১.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-সুপ্রিমো গুয়াহাটির বড়ঝাড় বিমানবঃদরে অবতরণ করেছেন। বিমানবঃদরে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দরেল অসম প্রদেশের নেতা-কর্মীরা।এদিকে বিমানবঃদরে আপ-এর প্রদেশ কমিটির পদাধিকারীরা বলেছেন, আজ অসমের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি তাপর্যপূর্ণ দিন। আপ-এর দুই শীর্ষ নেতার আগমনে অসমে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে।

ভারী বর্ষণ ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অসমের বিভিন্ন প্রান্তে

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল ঃ ঝড়ঝঞ্ঝা, ভারী বর্ষণ ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অসমের বিভিন্ন প্রান্তের। অসমের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার উপর গাছ উপড়ে পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধেমাজি জেলার জোনাই, কামরূপ গ্রামীণ জেলার বকো, গোলাঘাটের বৃহত্তর মরঙি অঞ্চল। আজ রবিবার ভোরে কামরপ জেলার বকো এবং দুপুরের দিকে গোলাঘাট জেলায় আচমকা প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। শিলাবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ে বকোর নারেঙা, কাইতপাড়া, আউনিআঁটি গ্রামে বহু মানুষের গাছগাছালি, সুপারি গাছ এবং বাড়িঘরের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় গাছের ডাল বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর পড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে গোলাঘাট জেলার বৃহত্তর মরঙি এলাকায় অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জেলার মরঙি মৌজার বিভিন্ন এলাকায় আজ দুপুরে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাতের ফলে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন অঞ্চলবাসী। বিশেষ করে মরঙির পোড়াবাংলা, দৈগরোং, ফলঙনি, বকিয়াল ইত্যাদি অঞ্চলে বহু পরিবারের ঘরদুয়ার, গাছগাছালি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অন্যদিকে ঝড়, ভারী বর্ষণে ধেমাজি জেলার জোনাইয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাস্তার ওপর গাছ উপড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে গেছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা থেকে দফায় দফায় ধেমাজি জেলায় অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ৫১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে শতবর্ষ পুরনো গাছ উপড়ে পড়েছে। ফলে ওই সড়কে যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তবে সাফাইয়ের কাজ শুরু করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ফসলের ক্ষতি হওয়ায়.কৃষকদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত রাত এবং আজকের ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ে জোনাইয়ের সর্বত্র কেবল ধ্বংসের স্তূপ। জোনাইয়ের ধর্মমুহায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকটি গ্রাম এই খবর লেখা পর্যন্ত বিদ্যুত্বিহীন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বিদ্যুতের লাইনগুলি পুনরায় স্থাপনের কাজ শুরু করেছেন।

'আইআইএফএল জিতো অহিংস রান'-র সূচনাকেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল ঃ রবিবার জওহরলাল নেহরু স্টেডিযাম থেকে 'আইআইএফএল জিতো অহিংস রান'-এর ফ্ল্যাগ অফ করলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাদেজা। সমস্ত দৌড়বিদদের অভিনন্দন জানিয়ে রিজিজু টুইটে লিখেছেন, তিনি জৈন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের সমস্ত সদস্যদের এই চমৎকার অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন অহিংসা এবং বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, আইআইএফএল জিতো অহিংস রান সর্বোচ্চ দৃঢ়তার সাথে শান্তি অভিযানের জন্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে প্রবেশ করেছে। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম থেকে 'আইআইএফএল জিতো অহিংসা রান'-এর পতাকা উড়িয়ে তিনি খুব খুশি। এজন্য তিনি তার লোকসভা সহকর্মী দিল্লির সাংসদ পারভেশ ভার্মা এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাদেজাকে অহিংস রান ইভেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অসম সফরে আপ-প্রধান কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল ঃ আজ রবিবার অসম সফরে এসেছেন আম আদমি পার্টি (আপ)-প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। দলের দুই শীর্ষ নেতা আজ গুয়াহাটির ভরলুমুখে সোনারাম ময়দান থেকে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনের দামামা বাজাবেন। করার পাশাপাশি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে দলীয় কর্মীসমর্থকদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন ভগবন্ত মান। ভগবন্ত মান তাঁর আমলে পঞ্জাব উন্নয়নের শিখরে পৌঁছচ্ছে বলে দাবি করে ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের শাসনে পঞ্জাব ছিল দেশের অন্যতম পশ্চাদপদ রাজ্য। কংগ্রেস রাজ্যের উন্নয়ন চায়নি। বিজেপিও পারবে না। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারেরও সমালোচনা করছেন। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলে ক্ষমতাসীন ভারতীয়.জনতা পার্টির (বিজেপি) একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে আপকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজ বেলা ১.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপসুপ্রিমো গুয়াহাটির বড়ঝাড় বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন। বিমানবন্দরে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দরেল অসম প্রদেশের নেতাকর্মীরা। এদিকে বিমানবন্দরে আপএর প্রদেশ কমিটির পদাধিকারীরা বলেছেন, আজ অসমের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আপএর দুই শীর্ষ নেতার আগমনে অসমে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩এপ্রিলঃসোমবার, ১৯ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৯ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক মেঘলা আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৩২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৩মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃসুস্বাস্থ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। শুভদিন
বৃষভ রাশিঃ আপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে
মিথুন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। নতুন চুক্তিগুলি লাভজনক মনে হতে পারে কিন্তু আকাঙ্খিত অনুযায়ী লাভ আনবে
কর্কট রাশিঃআপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা আনুন। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে আসে
সিংহ রাশিঃকাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিক সংকট হবে
কন্যা রাশিঃদাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
তুলা রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। শুভ
ধনু রাশিঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।অর্থ
মকর রাশিঃ সন্তান হতে পারে। সংসারে শান্তি হবেই। অর্থ ব্যয়।
কুম্ভ রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয়.করা এড়ানো। ।
মীন রাশিঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। দেবেন না তাহলে আপনার খরচ বাজেট

কাজিপাড়ার ঘটনা পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাতেই ঘটেছে, এখানে শান্তি বৈঠকের কোনও প্রয়োজন নেই, হাওড়ায় মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতির

কাজিপাড়ার ঘটনা পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাতেই ঘটেছে। এখানে শান্তি বৈঠকের কোনও প্রয়োজন নেই। যারা দুস্কৃতি তাদেরকে গ্রেফতার করা হোক। হাওড়ায় মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। গত রামনবমীর দিন এবং তার পরের দিন হাওড়ার শিবপুর কাজীপাড়া পিএম বস্তি এলাকায় যে দাঙ্গা এবং হামলার ঘটনা ঘটেছে তা পরিকল্পনামাফিকই করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন সুকান্তবাবু। রবিবার দুপুরে বিজেপির হাওড়া জেলা সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই কিছু হামলাকারী এবং দাঙ্গাবাজ ধর্মীয় উন্মাদ তারা এই হামলা করেছে। সুকান্তবাবু এদিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে রামনবমী হবে, রামনবমী হচ্ছে এবং আগামী বছরও হবে। এবং এর থেকে দ্বিগুণ সংখ্যায় রামনবমী হবে এবং ওই রুট দিয়েই হবে। তিনি বলেন, পুলিশ চাইলে দাঙ্গা হতো না। পুলিশের উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। রামনবমী বা তার পরের দিন যেখানে দাঙ্গা হয়েছিল সেই জায়গায়. আমরা আজকে গিয়েছিলাম। কিন্তু ১৪৪ ধারার অজুহাত দেখিয়ে.আমাদের তাদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। অথচ উল্টোদিকে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় তিনি ১৪৪ ধারা ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন লোককে ভয় দেখাচ্ছেন। পঞ্চশীল অ্যাপার্টমেন্ট, বিবেক বিহার, শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট সহ বিভিন্ন আবাসনে যেখানে হামলা হয়েছিল সেই সমস্ত আবাসনের সাধারণ মানুষ তারা গত তিনদিন ধরে প্রায় গৃহবন্দী অবস্থায় আছেন। কেউ তাঁদের খোঁজ নেবার প্রয়োজন মনে করেনি। আমরা গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পুলিশ আমাদের তাদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। গোটা ঘটনা পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাতেই ঘটেছে বলে এদিন সুকান্তবাবু দাবি করেন। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, মন্ত্রী অরূপ রায়কে যেতে দেওয়া হচ্ছে অথচ তাঁকে যেতে দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অরূপ রায়ে কাছে কি অতিরিক্ত সাংবিধানিক অধিকার আছে এই প্রশ্ন তোলেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার এদিন হাওড়ায় বলেন, রাজ্যবাসীর কাছে সিআইডির কোনও ভরসা নেই। প্রয়োজন হলে সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। এলাকার

মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভয়ে রয়েছেন। ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না। পরে দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, রামনবমী এবং তার পরের দিন শিবপুরের যে বিস্তীর্ণ এলাকায় দাঙ্গা হয়েছে আমরা সেখানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৪৪ ধারার অজুহাত দিয়ে আক্রান্তদের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। অথচ উল্টোদিকে মন্ত্রী অরূপ রায় ১৪৪ ধারাকে ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন। শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, পঞ্চশীল, বিবেক বিহারের মতো যে সকল অ্যাপার্টমেন্টে আক্রমণ হয়েছিল সেখানকার বাসিন্দারা ঘরে আটকে আছেন। তাঁরা কেমন আছেন সেই খবর জানার জন্য কোনও লোক নেই। আমরা তাঁদের কাছে পৌঁছোতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পুলিশের একতরফা আচরণ, প্রশাসনের অসহযোগিতার জন্য ওই মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করতে পারা যায়নি। যদিও ফোনে তাঁরা বারেবারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁরা একটা কথা বলেছেন তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে, ভয়ের মধ্যে রয়েছেন। কারণ এই পুলিশকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই পুলিশের উপস্থিতিতে কয়েকজন দুস্কৃতি, কিছু ধর্মীয় উন্মাদেরা আবাসনে হামলা করেছিল। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। কয়েকটি আবাসনের সামনে র‍্যাফ দাড়িয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে হামলা হওয়ার আগে র‍্যাফ সেখান থেকে সরে যায়। তারপর সেই আবাসনে হামলা হয়। পুলিশ, র‍্যাফ জানত সেখানে হামলা হবে। সামনে রামনবমীর মিছিল ছিল। তার পেছনে ছিল অঞ্জনী পুত্র সেনার মিছিল। এই দুটোর মাঝখানে দুস্কৃতিরা ঢুকে হামলা করে। এই ঘটনা পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে দেখে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি আমাদের ঠিক করে দেবেন রামনবমী পালন করব কি করব না। উনি অতবড় শাসক হয়ে যাননি যে তিনি ঠিক করে দিতে পারেন যে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা জয় শ্রীরাম বলবেন কি বলবেন না। রামনবমী হচ্ছে, আগামী বছরেও হবে এবং এর থেকে দ্বিগুন সংখ্যায় রামনবমী হবে।ওই জায়গা দিয়েই হবে। রুট পরিবর্তনের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলেছেন। যারা আয়োজক ছিলেন তাঁরা প্রমাণ সহ দেখিয়ে দিয়েছেন রুটের কথা পুলিশকে জানানো ছিল। কিন্তু পুলিশ যেভাবে আচরণ করেছে দেখে মনে হয়েছে তাঁদের ওপর কোন নির্দেশ আছে। সেই নির্দেশে পুলিশ তাদের কাজ করতে পারছে না। সুকান্তবাবু আরও বলেন, এখানে শান্তি বৈঠকের কোনও প্রয়োজন নেই। যারা দুস্কৃতি তাদেরকে গ্রেফতার করা হোক। যারা হামলা করল, যে বাড়ির ওপর থেকে ঢিল মারা হয়েছিল তাঁদের মধ্য থেকে ক'জন গ্রেফতার হয়েছে। পিএম বস্তি এবং ফজির বাজার এলাকায় এমন ঘটনা বারেবারে ঘটছে। ভিডিও দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে কারা হামলা করেছে। বেশিরভাগ দোষীদের গ্রেফতার করা হয়নি। পুরো বিষয়টি এইভাবে পুলিশ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ পুলিশের ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নির্দেশ দেওয়া আছে। পুলিশের কাছে রাজনৈতিক নির্দেশ ছিল এমন করতে হবে। না হলে পুলিশ দ্রুত এই দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। রাজ্যে যে দুর্নীতি, চুরি চলছে তা থেকে মানুশের চোখ ঘুরিয়ে দেওয়া। ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। সেই কারণে রামনবমীর দিন মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসেছিলেন। উপ নির্বাচনে দলের যে মুসলিম ভোট কমে গিয়েছে। তাদের ভয়ের পরিবেশে এনে তাদের ভোট পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে আনা এটাই ওদের উদ্দেশ্য। আমাদের শোভাযাত্রার রুট বলা ছিল, পুলিশের অনুমতি নেওয়া ছিল। আমাদের প্রশ্ন অন্যান্যরা শোভাযাত্রা বার করার সময় কোন অনুমতি নেয় ?প্রচুর ভোটে হারবেন। এখন বাজার গরম করছেন। বিভিন্ন সোসাল মিডিয়ায় বক্তব্য রাখছেন। গতবার কোনরকমে জিতেছন এবার ওনারা হারবেন। সিআইডি দিদির কুকুর। ঘেউ ঘেউ করতে বললে ঘেউ ঘেউ করবে। না বললে করবে না। তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যাতে অন্য কোনও এজেন্সি ঢুকে না পড়ে কোর্টে গেলে দেরি দেখিয়ে আমাদের উকিলরা যাতে সিবি আই, এনআইএ চেয়ে নিতে না পারে তারজন্য তড়িঘড়ি সিআইডির হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রামনবমীকে কেন্দ্র করে পরপর দু'দিন অশান্তির ঘটনা ঘটার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে হাওড়ার শিবপুর। এরই মধ্যে রবিবার সকালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে শিবপুরে আসেন। শিবপুরে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সুকান্ত মজুমদারকে আটকানোর চেষ্টা করে হাওড়া সিটি পুলিশ। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তিনি বচসায় জড়িয়ে পড়েন। শিবপুরের যেসব আবাসনে আতঙ্কে মানুষ গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছেন বলে সুকান্তবাবু দাবি করেন সেখানেও তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিযোগ তোলেন। শিবপুর জি টি রোডে শান্তা সিং মোড়েও ব্যারিকেড করে আটকানো হয় সুকান্ত মজুমদারকে। ১৪৪ ধারা রয়েছে একথা জানায় পুলিশ। সেখান থেকে কাজিপাড়ায় যেতে চাইলেও পুলিশ তাঁকে বাধা দেয়। পরে অবশ্য তিনি হাওড়ার একটি শীতলা মন্দিরে পৌঁছান। এরপর স্থানীয় বিজেপি কর্মীর সঙ্গে কথা বলেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি হাওড়া সদরের সভাপতি মণিমোহন ভট্টাচার্য সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আমি ১৪৪ ধারা আইন অমান্য করিনি, সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ উড়িয়ে জবাব মন্ত্রী অরূপ রায়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ এপ্রিল ঃ আমি ১৪৪ ধারা আইন অমান্য করিনি। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ উড়িয়ে জবাব মন্ত্রী অরূপ রায়ের। শিবপুরের কাজিপাড়ায় রামনবমীর মিছিলে গন্ডগোল ও অশান্তির ঘটনার তিনদিন পর ঘটনাস্থলে যেতে গিয়ে রবিবার সকালে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই নিয়ে সুকান্তবাবু বলেন, ১৪৪ ধারা আছে বলে পুলিশ তাকে আটকে দিচ্ছে অথচ মন্ত্রী অরূপ রায়কে যাবার অনুমতি দিচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এদিন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন তিনি কোনো উপদ্রুত এলাকায় জাননি।নবান্নে গিয়েছিলেন সকালে। সুকান্তবাবু এদিন আরও অভিযোগ করেন রাজনৈতিক দলের নির্দেশ পেয়েই নাকি পুলিশের উপস্থিতিতে ঝামেলা হয়েছিল। অরূপবাবু বলেন, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। নিজের বিধানসভা এলাকায় পরপর দু'বছর এরকম ঘটনা কেনো ঘটলো সেক্ষেত্রে কি জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার জনসংযোগে তবে কি কোনও ঘাটতি রয়েছে ?এপ্রসঙ্গে অরূপ রায় বলেন ঝামেলা গন্ডগোল কোথায় কি হবে সেটা জানা তার কাজ নয়। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতির অভিযোগ প্রসঙ্গে অরূপ রায় সাংবাদিকদের বলেন, এটা যারা খুব বোকা তাঁরা বলেন। আমরা সরকারে আছি। শান্তি বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব। এলাকার বিধায়ক হিসেবে সবসময় চাই শান্তি বজায় থাকুক। ইচ্ছাকৃতভাবে কারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরেছে তা সংবাদমাধ্যমে মানুষ দেখেছেন। সুতরাং কারা অশান্তি করতে চেয়েছে এটা

মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন যে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে তারা অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশ তাদের খোঁজ চালাচ্ছে। দোষীদের পুলিশ ধরবেই।

কাজিপাড়ার অশান্তির ঘটনায় সকল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপুরণের কথা মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

সিসিটিভির ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে প্রকৃত দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে কিনা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্ত করেছে। সেখান থেকে প্রকৃত দোষীদের সনাক্ত করে গ্রেফতার হবে।

এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এটা ষড়যন্ত্র করে বাংলায় প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। কিন্তু বংলায় যা শান্তি আছে অন্য রাজ্যে তা নেই। দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে ১৪৪ ধারা মানার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল এলাকায় ১৪৪ ধারা রয়েছে সেই সকল জায়গায় সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কোথাও যাইনি। যাতায়াতের পথে কলকাতা থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পারাপার করতে গেলে টোলট্যাক্স পেরতে হয়। টোলট্যাক্স পেরিয়ে নবান্নে গিয়েছি। আমাদের সদর কার্য্যালয় ব্যাঁটরা থানা এলাকায় যেখানে ১৪৪ ধারা নেই। সুতরাং আমি কোনও আইন অমান্য করিনি। সুতরাং যিনি বলছেন আমাকে পুলিশ দেখেনি কারণ আমি কোন আইন অমান্য করিনি। উনি (সুকান্ত মজুমদার) অসত্য কথা বলছেন। আমাকে টোল ট্যাক্স এলাকায় দেখতে পারেন। কিন্তু কখনই উপদ্রুত এলাকায় যাইনি।

উত্তর পূর্ব রেলের রেকর্ড

গোরখপুর,২ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চন্দ্র বীর রমনের নেতৃত্বে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে সুপরিকল্পিত কাজের পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসন ২০২২ সালের জন্য পরিকল্পনা করেছে ২৩টি মাল লোডিং, নির্মাণ কাজ, স্ক্র্যাপ নিস্পত্তি এবং L.H.B. কোচের পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতর এবং বিভাগগুলির সমন্বিত বিপণন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বছর ২০২১-২২২০২২-২৩ সালে ৩.৬৬ মিলিয়ন টন মাল লোডিং ২০১৪-১৫ সালে ৩.৩৬ মিলিয়ন টনচালানটি ঘটেছে যা একটি রেকর্ড। ২০১৮-১৯ সালে ১.৮৩ মিলিয়ন টন, ২০১৯-২০ সালে ২.৪০ মিলিয়ন টনমিলিয়ন টন এবং ২০২০-২১ সালে ২.৬৪ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করা হয়েছিল।

মেট্রো রেলের জিএম-র উপস্থিতিতে গ্রীন লাইনে মক ড্রিল পরিচালনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ মেট্রো রেলওয়ে সর্বদা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। যেকোনও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেলের উপস্থিতিতে গ্রীন লাইনে ০২.০৪.২০২৩ তারিখে শিয়ালদহ এবং ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনের মধ্যে মেট্রো টানেলের ভিতরে মেট্রোমেন দ্বারা যাত্রী সরিয়ে নেওয়ার মক ড্রিল করা হয়েছিল। ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে। মেট্রোম্যানদের মেট্রো আধিকারিকদের দ্বারা প্রশিক্ষিত এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে কীভাবে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওযা যায.এবং এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের উদ্ধার করার পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। এই মক ড্রিলের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে মেট্রোমেনের সতর্কতা এবং প্রস্তুতি পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরিয়ে নেওয়ার দক্ষতা উন্নত করা। এই মহড়ায় মেট্রোর বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।জেনারেল ম্যানেজারও শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন এবং স্টেশন কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

দমদম থেকে সেন্ট্রাল পর্যন্ত ১ ঘণ্টা বেশী বন্ধ থাকল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ রবিবাসরীয় সকালে মেট্রো বিভ্রাট। একঘন্টার বেশী বন্ধ থাকল দমদম থেকে সেন্ট্রাল পর্যন্ত লাইনের পরিষেবা। চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল মেট্রো পরিষেবা। কলকাতা মেট্রোর পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির জেরেই এই সমস্যা দেখা দেয়। উইকএন্ডে এই দুর্ভোগের জেরে ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। একে রবিবার দু'টি মেট্রোর মাঝে সময়ের ব্যবধান প্রায় ২০ মিনিট। তার উপর মেট্রো পরিষেবা ব্যহত হওয়ায় বিপাকে যাত্রীরা। মেট্রো সূত্রে খবর, এদিন সকাল ১০টা ৪২ মিনিট নাগাদ মেট্রোটি শ্যামবাজার থেকে শোভাবাজার ঢোকার সময় বিকট শব্দ শুনতে পান চালক। তৎক্ষনাৎ কন্ট্রোল ইউনিটে খবর দেন চালক। তারপরই দমদম থেকে কবি সুভাষগামী ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কলকাতা মেট্রোর রেলের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছে, সকাল ১০টা বেজে ৪২ মিনিট থেকে পরিষেবা বন্ধ হয়। শোভাবাজার এবং শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের মাঝে একটি অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায়। আপ লাইনের মোটরম্যান এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার পরই সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করেন। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে পরিষেবা বন্ধ করা হয়। মেট্রোর ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর এর জেরেই প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বেশ কয়েকটি স্টেশনে মেট্রো চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকে দমদম থেকে সেন্ট্রাল পর্যন্ত। আপ এবং ডাউন লাইনে যাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হন। যদিও দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম এবং সেন্ট্রাল থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ এবং ডাউন লাইনে পরিষেবা চালু ছিল। এরপর সকাল ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ আবার পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। কী ঘটেছিল, কীসের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তা জানতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বলে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ ।

আজ থেকেই ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভবনা, পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ আজ থেকেই ক্রমশ বাড়বে

তাপমাত্রা। কলকাতায. আজ আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও কাল থেকে পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আজ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের মতো উপকূলের জেলাগুলিতে দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় আজও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ অন্যান্য জেলাগুলিতে। তবে শনিবারের থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তাপমাত্রাও বাড়তে চলেছে বেশ কিছুটা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এদিন বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই অস্ত্র সহ ধৃত পিতা পুত্র কানকাটা মোড় থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বকুলতলা, ২ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিঘন্ট প্রকাশ হলো বলে। আর তার আগে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জোর তল্লাশি চলছে বিভিন্ন এলাকায়।উদ্ধার হচ্ছে অস্ত্র সহ বহু দুস্কৃতি। জয়নগরের পর এবার অস্থ সহ ধৃত দুই। ধৃত দুই জন সম্পর্কে পিতা ও পুএ। অস্ত্র সহ কানকাটা মোড় থেকে ধৃত বাবা ও ছেলেকে রবিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুরমহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।বকুলতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার কানকাটা মোড় থেকে বিকাশ হালদার ও তার বাবা বিশ্বনাথ হালদারকে অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে শনিবার সন্ধ্যায়। ধৃত দুই ব্যক্তি বকুলতলা থানার ঘোষালের চক এলাকার বাসিন্দা।ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান শাটার পিস্তল ও তিন রাউন্ড কার্তুজ।কি কারনে তাঁরাবেআইনি অস্ত্র মজুত রেখে ছিলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।ধৃতদের রবিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বকুলতলা থানার পুলিশ।

হুঁশিয়ারি অনুরাগ ঠাকুরের

১-র পাতার পর

উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যে বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও পরিস্থিতি জানতে চেয়ে ফোন করেছিলেন অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই শিবপুরের ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার দিল তিনি এলাকায় গিয়ে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সিপির কাছে গিয়ে সিডি জমা দিয়ে এসেছে। এই ঘটনার নেপথ্যে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি কাজ করছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এই নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পুরো ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিকল্পিত বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অশান্তি ছড়ানোর নেপথ্যে বিজেপির হাত রয়েছে বলে প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন। ঘটনার দিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে ছবি প্রকাশ করে দেখিয়েছিলেন, রামনবমীর দিন বন্দুক নিয়ে মিছিল করেছিল বিজেপি। অশান্তিতে প্ররোচনা দিয়েছিল তারা। সেই অশান্তি ছড়ানোর কারণেই রাম নবমীর মিছিলে অস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন মমতা।

প্রেমিককে ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরলো বধু, বদলা,বধুর শ্বশুরবাড়িতে আগুন

বনস্পতি দে, পোলবা, ২ এপ্রিল ঃ প্রেমিককে ছেড়ে ফের স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বধূ। আর তা মেনে নিতে পারেনি ওই যুবক। রাগে প্রেমিকা তথা ওই বধূর শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় সে। রাত বিরোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে সেই বাড়িতে। বরাতজোড়ে সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় তাঁরা প্রাণে রক্ষা পান। ওই প্রেমিককে আটক করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পোলবার সুগন্ধায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,পোলবার বাসিন্দা দীনবন্ধু ঢ্যাংয়ের স্ত্রীর ফেসবুকে আলাপ হয় সপ্তগ্রামের অঞ্জন পাত্রের সঙ্গে। আলাপ থেকে ফোনে যোগাযোগ,সম্পর্ক গভীর হয় দু'জনের। বছর খানেক ধরে তাদের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্প্রতি বধূ সেই সম্পর্ক ছেড়ে স্বামী সন্তানের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। এরপরেই শুরু হয় সমস্যা। বধূর অভিযোগ, অঞ্জন প্রথমে তাঁর ভালো বন্ধু ছিল। পরে সে তাঁকে একসঙ্গে থাকার জন্য

জোর করতে শুরু করে। গত জুন মাসে স্বামীর ঘর ছেড়ে অঞ্জনের বাড়িতে চলে যান তিনি। কিন্তু, সেখানে ওই যুবক তাঁর উপর অত্যাচার করত, এমনটাই দাবি ওই বধূর। তিন মাস পর তিনি স্বামীর বাড়িতে ফেরত আসেন। এরপর থেকেই তাঁকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছিল অঞ্জন, দাবি তাঁর। এর আগেও একবার প্রেমিকার শ্বশুরবাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে সে। শুক্রবার অমরপুর ফুটবল মাঠে দু'জনের দেখা হয়। সুগন্ধা দিল্লী রোডের কাছে একটি বাড়ি ছিল ওই বধূর। সেখানে এসে অঞ্জন চড়াও হয় বলে দাবি তাঁর। বধূর স্বামী দীনবন্ধুর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ওই বধূ অঞ্জনকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতে চান। কিন্তু, অঞ্জন একপ্রকাশ নাছোড়বান্দা ছিল বলেও দাবি তাঁর প্রেমিকার। দীনবন্ধুর সুগন্ধা স্কুলের সামনে আরও একটি বাড়ি রয়েছে। গভীর রাতে সেই বাড়ি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে পুলিশ ও দমকলে খবর দেন প্রতিবেশীরা। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। ওই বধূর অভিযোগ, অঞ্জনই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। সম্পর্ক রাখতে না চাওয়ায় ফেসবুকে আপত্তিকর ছবি পোস্ট করার হুমকিও দিয়েছিল অঞ্জন, দাবি ওই বধূর। বধুর শ্বশুর পরেশ ঢ্যাং জানিয়েছেন, গত দিন ১৫ ওই বাড়িতে কেউ থাকে না। রাত দেড়টার পর তাঁরা বিষয়টি জানতে পারেন। পোলবা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে।

ডাকাতির আগেই ধৃত এক দুস্কৃতি জয়নগর স্টেশনের কাছ থেকে, পাঠানো হল বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই জোর তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ এলাকায়।আর এবার ডাকাতির আগেই ধৃত এক দুস্কৃতি জয়নগর টাউন এলাকা থেকে, রবিবার পাঠানো হল বারুইপুর মহকুমা আদালতে। শনিবার রাতে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই রাজা দাস সহ পুলিশের টিমের টহলরত অবস্থায় চোখে পড়ে জয়নগর স্টেশন মোড়ের কাছে শান্তি সংঘের সামনে সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে।জয়নগর থানার পুলিশ প্রথমে তাকে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে এবং পরে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায় ।ধৃতের নাম আনসার সেখ, বাড়ি জয়নগর থানার খাকুড়দহ বাজারএলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলো।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে রেখে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

দিল্লি ক্যাপিট্যালসের হয়ে আইপিএল খেলবে চন্দননগরের অভিষেক

দুরন্ত বার্তা,চন্দননগর,২ এপ্রিল ঃ দিল্লি ক্যাপিট্যালসের হয়ে মাঠে নামার হাতছানি অভিষেকের সামনে। ক্রিকেটের মহারণে ছেলের খেলা দেখতে মুখিযে রয়েছেন তাঁর বাবা মা। উচ্ছ্বসিত পাড়া প্রতিবেশীরাও। হুগলি জেলার চন্দননগরের ছেলে অভিষেক পোড়েলের সামনে এখন স্বপ্নপূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। উইকেট কিপার হিসেবে ঋষভ পন্থের বিকল্প হিসেবে অভিষেককে বেছে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটাল। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইকেট কিপার ঋষভ পন্থের পথ দুর্ঘটনায.গুরুতরভাবে আহত হন। শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত মাঠে নামতে পারেননি ঋষভ। এখানেই ভাগ্য খুলে যায় অভিষেকের। সিলেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রিকি পন্টিং এর চোখে পড়েন অভিষেক। এবারে দিল্লি ক্যাপিটালস এর হয়ে গ্লাভস হাতে উইকেট কিপিং করতে দেখা যাবে চন্দননগরের ছেলে অভিষেক পোড়েলকে। গত বুধবার সেই সুসংবাদ এসে পৌঁছতেই আনন্দে মেতে উঠেছে তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই অভিষেক খেলাধূলায.ছিল বেশ পারদর্শী। মাত্র চার বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে টিভির সামনে খেলা দেখতে বসে হঠাৎ অভিষেককে ওইটুকু বয়সে ব্যাট করতে দেখে বিস্মৃত হয়ে পড়েন বাবা সোমনাথ পোড়েল। এরপরে ন্যাশনাল ক্লাবের ক্রিকেটার প্রদীপ মণ্ডলের কাছে ভর্তি করেন ছেলেকে। তখন থেকেই উইকেট রক্ষক হিসেবে গ্লাভস হাতে মাঠে নেমে পড়া। পরবর্তীকালে কলকাতায় বিভাস স্যারের কাছে উইকেট রক্ষক হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করে অভিষেক। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা চালিয়ে যেতে থাকে হুগলির চন্দননগরের সার্কাস মাঠ সংলগ্ন এলাকায.বাসিন্দা অভিষেক। বর্তমানে একটি আবাসনে মা বাবার সঙ্গে থাকেন বছর কুড়ির এই তরুণ ক্রিকেটার। কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে তাঁর পড়াশোনা। ২০১৯ এর অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের সদস্য ছিল অভিষেক। তারপরে রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত ফলাফল। আইপিএল বরাবরই স্বপ্ন ছিল অভিষেকের। অবশেষে মিলেছে সেই সুযোগ। অভিষেকের বাবা সোমনাথ পোড়েল জানিয়েছেন, ছেলে যত চাপে পড়ে ততই মাথা ঠান্ডা রেখে খেলতে পারে। কখনো মাঠে নামার সুযোগ পায় তাহলে অবশ্যই অভিষেক নিজের বেস্ট পারফরমেন্স দেবে। মা অনিমা পোড়েল জানান, যখন খবরটা শুনলাম তখন খুব আনন্দ হয়েছিল। ছোট থেকেই খেলার প্রতি আগ্রহ ছিল ছেলের। খেলাধূলা নিয়ে ছেলেকে কোনও সময় আপত্তি করিনি। বরং উৎসাহ যুগিয়েছি । ছোট থেকেই ও ভালো খেলত। আইপিএল যখন সুযোগ পেয়েছে আশা করি সেখানেও ভালো খেলবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২২ সংখ্যা, সোমবার, ১৯ চৈত্র ১৪২৯

ভারত এবং চিন ব্যবসা বৃদ্ধি

সম্পাদকীয় ১

ভারত চিন সীমান্ত প্রশ্নে জটিলতা থাকলেও ভারত চিন ব্যবসা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে বেজিং। তারা এখন বলতে শুরু করেছে যে নয়াদিল্লির সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে হবে। কিছু কিছু চিনা পণ্যের ওপরে ভারত নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখনও চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। চিন দেশ থেকে ওষুধ তৈরি রাসায়নিক দ্রব্য আসা শুরু করে দিয়েছে। চিনের সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি লাভ করেছে। ফলে ভারত এখনও আর চিনের সঙ্গে কোনও রকম ব্যবসায়িক বিরোধ করতে চায় না। জি-২০ বিদেশ মন্ত্রী সম্মেলনে চিনের বিদেশ মন্ত্রী নয়াদিল্লিতে এসে বলেছেন ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যাকে ভুকৌশলগত ভাবে সমাধান করতে হবে। এখন যেভাবে ভারত চিন সীমান্ত নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা আলোচনা করে তার সমাধান করতে হবে। এদিকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে চিনের সঙ্গে ভারত ব্যবসা করতে আগ্রহী। চিন সব সময়ে ভারতে আমন্ত্রিত। চিনকে বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে কোনও ব্যবসা জোরদার হতে পারছে না। কারণ চিন এখন বলতে গেলে শিল্পে এগিয়ে রয়েছে। চিনের প্রযুক্তি আজকে বিশ্বের সুনাম অর্জন করতে শুরু করেছে। ভারত চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক। চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান খুব দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। এটা করতে না পারলে কিন্তু উভয় রাষ্ট্রে পক্ষে ক্ষতি। সেই কারণে বলা যায় যে যাতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার দিকে উভয়েরই লক্ষ্য রাখা উচিত। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সম্মেলনে ভারতের জাতীয় উপদেষ্টা অজিত দোভাল বলেছিলেন চিন আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে কাশ্মীরে। কিন্তু ভারতের কাছ থেকে চিন এ ব্যাপারে কাজ করার কোনও অনুমতি নেয়নি। পাকিস্তান চিনকে অর্থিক করিডর তৈরি করতে অনুমতি দিয়েছে। মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করে বসে রয়েছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের কথা বলার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু তবুও চিন সব কিছু জেনেই পাকিস্তানের কথা শুনে আর্থিক করিডর নির্মাণ করছে এবং সেখানে চিনা সেনা উপস্থিত থাকছে এবং রেল লাইন পাতার কাজ শুরু করেছে। ভারত এ ব্যাপারে আপত্তি করলেও চিন কিন্তু ভারতের কথায় কোনও রকম কান দিচ্ছে না। সেই কারেণ চিনের সঙ্গে ভারতের মন কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছে। চিনের আগ্রাসী নীতিই ভারতকে একেবারে চিনের ব্যাপারে উদাসীন করে দিয়েছে। চিনের আচরণের ভারত সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। চিন বলতে শুরু করেছে অরুণাচল প্রদেশ তাদের। চিন অংশ। ডোকালামে তাদের অধিকার রয়েছে। চিন এখন বারতের উত্তর পূর্ব দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। চিন মুখে বলছে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু তারপরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন সেখানে সেনা পাঠাতে শুরু করেছে। আজই চিন লাদাখের বহু অঞ্চল দখল করে রয়েছে। চিন একবার কি নিজের থেকে বলেছে যে ভারতে লাদাখের অংশ তার ফিরিয়ে দিচ্ছে। সেটা চিন বলে নি। কিন্তু চিন আবার ভারতের সঙ্গে ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তেলা সম্ভব বলে মনে করেন চিনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সেলর চেন জিয়ানজুন।

রাশিয়া শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করছে

সম্পাদকীয় ২

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ইউক্রেনে টিওএস-১এ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। থার্মোবারিক রকেট বা ভ্যাকিউম রকেট ব্যবহার করে ইউক্রেনের শহরগুলিকে জনশূন্যে পরিণত করেছে। শুধু ভ্যাকিউম বোমা নয়, ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে রাশিয়া। ভারী ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কিভের দিকে তাক করে ভারী ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানতে পারা যায়। সাজানো শহরগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করে দিয়েছে রুশ সেনারা। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে রাশিয়া টিওএস-১এ অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। এবং রাশিয়া যেসব ক্ষেপনাস্ত্র গোপনে তৈরি করেছিল তা ব্যবহার করা হয়েছে ইউক্রেনের ওপরে। সেই কারণে পুতিন খুবই চাপের মধ্যে রয়েছেন। পুতিন এখন শক্তি সঞ্চয় করার জন্য চিনের হাত ধরতে শুরু করেছেন। চিন এটাই চাই ছিল। রাশিয়া চিন এবং বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট দেশগুলি যদি একটি ছাতার তলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে ইউরোপের শক্তি দমিয়ে দিতে পারবে। ইউরোপের ব্যবসার ওপরে কোপ পড়বে। এদিকে রাশিয়া কী কী অস্ত্র ব্যবহার করেছে তার কোনও তালিকা রাখছে না। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে ইউক্রেনের ব্যবহৃত অস্ত্রের কোনও তালিকা নেই। ইউক্রেনে কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনও খবর রাখেছে না রুশ প্রশাসন। ব্রিটেন এবং আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা বলতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের ওপরে রাশিয়া এমন সব অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে যা আগে কোনও সময়ে ব্যবহার করা হয়নি। প্রবল প্রতিরোধ করতে যখন শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের সেনারা। রাশিয়ার সেনারা এই সব নিষিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগ করে ইউক্রেন সেনাদের মারতে শুরু করেছে। ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে সায় দিতে শুরু করে দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম সুপার শক্তি রাশিয়া হলেও এখন চিনের সঙ্গে আঁতাত করতে চায় সেটা পরিস্কার। সেই কারণে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মস্কো সফর করেছেন।

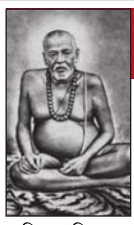

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শিশুশিল্পীদের গুরুত্ব

রবীন্দ্র কুমার শীল

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। এখনও পর্যন্ত তিন পুরুষ পার করে সন্দীপ রায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সেই একই ফল্গুধারা। থামবে না কোনও দিনও। বইয়ে চলতে থাকবে যতদিন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা থাকবেন। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ‘সন্দেশ’ পত্রিকা বের করেছিলেন শিশুদের হাতে প্রকৃত একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা তুলে দেন। সেই সময়ে কোনও সার্থক শিশু পত্রিকা ছিল না। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী নিজের হাতে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে গল্প এমনকী বিজ্ঞান বিষয় ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সবার কাছে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তারপরে তাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যই শিশু সাহিত্যের পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সুখলতা রাও এবং সুনির্মল বসু। কবি সুকুমার রায় তো আনাবিল হাসি বিতরণ করে দিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। ‘আবোল তাবোল’ থেকে শুরু করে ‘হযবরল’-এর মতো লেখা গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। তারপরে এসেছেন তাঁর পুত্র চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি এসেই ‘পথের পাঁচালি’ চলচ্চিত্র করলেন। ছবিতে শিশু অপুর চরিত্রকেপ্রাণবন্ত করে তুললেন। পিতা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি করেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনিও শিশুদের ছবি নির্মাণ করেছেন। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ পথ সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। রায় পরিবারের মধ্যে দিয়ে এখন শিশুদের প্রতি অনুরাগ এবং প্রীতির ফল্গুধারা এখনও প্রবাহিত। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেরা হলেন সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল এবং মেয়েরা হলেন সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। ছোটদের রামায়ণ দিয়ে রচনা দিয়ে শুরু করলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’, ‘টুনটুনির বই’ এবং ‘সন্দেশ’ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন সুকুমার রায়। তিনি শিশুদের জন্য একেবারে অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা করতে শুরু করে দিলেন। ননসেন্স সাহিত্য দিয়ে শিশুদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ছোটদের জন্য তিনি রচনা করে গেলেন- ‘আবোল তাবোল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি’, ‘খাই-খাই’, ‘অবাক জলপান’, ‘লক্ষণের শক্তিশেল’, ‘ঝালাপালা’ ও অন্যান্য নাটক, ‘হযবরল’, ‘শব্দ কল্প দ্রুম’, ‘চলচিত্তচঞ্চরী’, ‘বহুরূপী’, ‘ভাষার অত্যাচার’ প্রভৃতি। একেবারে ভিন্ন স্টাইলে এবং ভিন্ন স্বাদের শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন সুকুমার রায়। এর আগে ননসেন্স নিয়ে এতো সুন্দর করে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করতে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ২ মে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু কেবল শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি গোয়েন্দা ফেলুদা, বিজ্ঞানী প্রফেশর শঙ্কু সৃষ্টি করলেন না, পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন শুধু শিশুদের নির্মল আনন্দ দেওয়ার জন্য। চলচ্চিত্র

নির্মাণ করতে এসেই তিনি ‘পথের পাঁচালি’ ছবি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি শিশু অপুকে অপূর্ব রূপে এঁকে উপহার দিলেন দর্শকদের মনে যা আজও পঞ্চাশ বছর ধরে স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে চলচ্চিত্র প্রেমিরা। ‘পথের পাঁচালি’র পঞ্চাশ বছর উত্যাপন করা হয়েছিল সারা বাংলা জুড়ে। ১৯৫৫ সালে এই ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটির ডিভিডি কভারেও শিশু অপুর ছবি অঙ্কিত করে প্রচার করতে শুরু করেন। পরে সত্যজিৎ রায় ‘অপুর সংসার’ (১৯৫৯) সালে নির্মাণ করেন। সেখানেও শিশু অপুকে দেখানো হয়েছিল। তবে নিশ্চিন্তপুরের ‘পথের পাঁচালি’র শিশু অপু ‘অপুর সংসার’ ছবিতে অপু অনেকখানি বড় হয়ে গিয়েছে। শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে গিয়ে পড়েছে সে। পট পরিবর্তন হয়েছে চলচ্চিত্রের। আসলে ‘পথের পাঁচালী’ করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতার শিশুদের প্রতি যে তীব্র আকর্ষন ছিল সেটা কিন্তু ভুলে যাননি। ফলে শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি। এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। ‘পথের পাঁচালি’র পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিরকালই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন মানব দরদী। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষনকে অবলম্বন করেই একের পর এক ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। ‘পরশ পাথর’ ছবিতেও শিশু চরিত্রকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে শিশুদের মানসিকতার সঙ্গে ছবির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া গেল। শিশু মনের সঙ্গে ছবির ঘটনার মিল করিয়ে দেওয়ার কৃতৃত্ব লাভ করেন সত্যজিৎ রায়। শিশু চরিত্র তাঁর ছবিতে বহু সময়ে খুব অল্প দৃশ্য এর জন্য থেকেছে। কিন্তু শিশু চরিত্রে সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বহু ছবিতে কোনও একটি ঘটনার অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু চরিত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেখানে সঠিক সংলাপের মাধ্যমে শিশু চরিত্রটির বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়। তখনই শিশু চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করে ছবির দৃশ্যটিতে। ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ ছবিতেও দেখা গিয়েছে শিশু চরিত্রকে। বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এই চরিত্রটিকে। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শিশু চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সত্যজিৎ রায় ছবিটার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়ে দিয়েছেন একটি সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এমন একটি সংলাপ শিশু চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়েছেন তাতে পুরো ছবিটির তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছে দর্শকেরা। জলসা ঘরে জমিদারের পুত্রকে নিহত করেছেন। সংসারকে বাঁচিয়ে রেখে জমিদারতন্ত্রে ধ্বংস দেখানে একেবারে অসম্ভব ছিল জলসা ঘরে। সেই কারেণ তিনি সেখানে স্ত্রীপুত্র জলে ডুবে যাওয়ার দৃশ্যকে দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি তৈরি করলেন ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন।’ একেবারে ছোটদের জন্য ছবি। এর পরে তিনি আর বড়দের জন্য ছবি তৈরি করার দিকে মন প্রস্তুত ছিল না। ‘সোনার কেল্লা’ ছবিতে শিশু চরিত্রটি ঘটনার মূল চরিত্র। তাকে নিয়েই ছবির ঘটনা প্রবাহিত। কতখানি নিষ্ঠা নিয়ে ছবিটি নিখুঁত করে গড়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে ছোটদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। তার জন্য তিনি বেশ কিছু কৌতুক প্রিয় সংলাপ তৈরি করেছিলেন যা অতি সহজেই শিশুদের মনের গভীরে প্রবেশ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। ফেলুদাকে দেখার চেয়ে শিশুদের কাছে তপসে এবং জটায়ু চরিত্র বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার কারণ এদের মুখের যে সংলাপ তার সঙ্গে শিশু মানসিকতার মিল দেখতে পাওয়া যায়। ‘উট কি কাঁটা বেছে বেছে খায়?’ আবার কোনও সময়ে জটায়ু একটি জং ধরা ভোজালি বের করে বলেছে- ‘ইয়ে মেরা জং বাহাদুর।’ এতে শিশুরা খুব মজা পেয়েছে। তারা আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পরিচালক সন্দীপ রায়ের কয়েকটি ছবিতে সত্যজিৎ রায় সঙ্গ দিয়েছিলেন। যেমন ‘ফটিকচাঁদ’ ছবিতে। ‘ফটিকচাঁদ দেখতে কেমন হবে তার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সংলাপ তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এই ছবিটি। এবারে প্রফেশর শঙ্কু করছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনি বলেছেন, এটাও ছোটদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। ‘হীরক রাজার দেশে’ আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘হীরক রাজার দেশে’ ছোটদের জন্য ছবি হলেও তার মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে বানচাল করে দেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্ত প্রকাশিত। তবে হীরক রাজা দেশের গল্পকে এমনভাবে পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত যে আক্ষেপ ছিল তা ধরা পড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে কুঠারাঘাতকে তিনি উপলব্ধি করতে পেলে এই ধরনের ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। শাসক যখন স্বৈরতান্ত্রিক রূপে উপস্থিত হয় তরা তার রূপ কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে তারই উজ্জ্বল উপস্থাপনা ছবির মধ্যে স্পষ্ট করে প্রকাশিত। সোনার কেল্লা (১৯৭৪) সালে নির্মাণ করলেন। একেবারে ভিন্ন স্বাদের শিশু চলচ্চিত্র বলা যেতে পারে। সত্যজিৎ রায় তাঁর পরিচালিত প্রতিটি ছবি কোনও বিশেষ দৃষ্টি কোন দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে। সোনার কেল্লা ছবি ছবিটিকে একোবরে শিশুদের ছবি বলা যেতে পারে। সেখানে কোনও রকম রূপকভাবে রাজনৈতিক দর্শনকে উপস্থাপিত করেননি। যেসব কথা প্রকাশ্যে বলা ছিল একেবারে অসম্ভব সেই সব কথকে তিনি ছোটদের ছবির মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রকাশ করিয়েছেন। তিন কন্যা ছবিতেও শিশু চরিত্র রয়েছে। তিন কন্যা ছবিটি তিনটি ছোট গল্প নিয়ে ছবি করা হয়েছিল। পোস্ট মাস্টার, এবং সমাপ্তি ছবিতেও আমরা দেখতে পাই শিশু চরিত্রের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। সত্যজিৎ রায় সমাপ্তি ছবি করতে গিয়ে মানসিকভাবে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সময়কার পরিস্থিতিতে তুলে ধরতে গিয়ে এই গল্পটিকে ছবিতে পরিণত করেছিলেন। মুক্ত আকাশে খেলা হাওয়া বেড়ে ওঠা একটি কন্যাকে বিবাহ দিয়ে ঘরে বন্দি করে রাখাটা তখন সামাজিক রীতিই ছিল। মেয়েরা সেই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না এটাই স্পষ্ট করে দেখিয়ে ছিলেন। আর পোস্টমাস্টার ছবিটি সেখানে ছোদের মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা থাকতে পারে তারও চিত্র অঙ্কিত করেছেন। ছোটদের ভালোবাসার মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই। সেই ভালোবাসা এবং ভালোলাগার মধ্যে কিন্তু কোনও খাদ নেই। একেবারে নিরেট সোনা। সেই চিত্রকে অঙ্কিত করতে ভোলেননি সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের বড় সৌভাগ্য যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন। কবিগুরুর সান্নিধ্যই তাঁর জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে সমর্থ হয়েছিল।

যুদ্ধাপরাধি পুতিন, তবুও নিরাপত্তা পরিষদের মাথায় রাশিয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

রাশিয়াকে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল। তার ফলে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একজন আইসিসি’র যুদ্ধাপরাধি। অথচ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল রাশিয়াকে। ইউক্রেন এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছে। এদিকে ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্র দিমিত্র কুলেবার বলেছেন, ১ এপ্রিল একটা বাজে মশকরা করা হল। ১ এপ্রিল সারা বিশ্বকে এপ্রিল ফুল করে দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতি করা হল রাশিয়াকে। এই রকম মজার কথা ইউক্রেনবাসী শোনার জন্য আগ্রহী নয়। যে রাশিয়ার হাত রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে তাতে নিরাপত্তা পরিষদের কোনও সম্মান থাকলো না। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বেলারুশ যুদ্ধ বিরতির কথা বললেও রাশিয়া তা মানছে না। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পাঁচস্থায়ী সদস্যের মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। রাষ্ট্রপুঞ্জর নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে সারা বিশ্বে সামরিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, যে কোনও দেশের শান্তিবাহিনী নিয়োগ করতে পারে, কোনও দেশ বা কোন ব্যক্তির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যুদ্ধাপরাধের মামলা পাঠাতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সদস্যরা এই রকম ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। কিন্তু আজকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মূল আসামি। তাদের হাতে বহু ইউক্রেনীয় নিহত হয়েছে। শরনার্থী হয়েছে কয়েক লক্ষ। ইউক্রেন শিশুদের অপরহণ করতে শুরু করেছে রাশিয়া। এই সব অপরাধে অপরাধী হচ্ছে রাশিয়া। সেই রাশিয়াকে এবারে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল।

নিরাপত্তা পরিষদে ১৫ টি দেশ রয়েছে। এক একটি দেশ এক মাসে একবার করে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া সভাপতি দায়িত্বে ছিল। তারপরেই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে একটি দেশ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আছে তাকে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কীভবে করানো সম্ভব হলো? বেলারুশকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার ওপরে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছেন যুদ্ধ বিরতি করার জন্য। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ইউরোপ সহ আমেরিকার আর্থিক অবরোধ তৈরি করেছে। তার মধ্যে দিয়ে রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা টুইট করে লিখেছেন, ১ এপ্রিল রাশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি দায়িত্ব পাওযাটা বাজে মশকরা। রাশিয়া অনৈতিকভবে ওই পদ দখল করেছে। ইডক্রেনকে ধ্বংসে পরিণত করেছে। ইউক্রেন শিশুদের অপহরণে অপরাধী রাশিয়া। রাশিয়ার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে এখনও বিশ্বকে নিরাপত্তা দেবে না। এদিকে আমেরিকার প্রেস সচিব বলেছেন, আমেরিকার ধারনা রাশিয়া ওদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে থাকবে। তবে রাশিয়ার সভাপতিত্বকে কেন্দ্র করে আমেরিকা কোনও রকম বিরোধিতা করেনি বা কোনও বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করেনি। ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন যারা বিশ্বের নিরাপত্তাকে ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে তারাই এখন বিশ্বকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করছে। এর মতো বড় মজা আর হতে পারে না। রাশিয়ার পক্ষ থেকে আমেরিকার নাম করে বলা হয়েছে যে তারা একটি সুসংহত বিশ্ব তৈরি করতে চায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য রয়েছেন এদের মধ্যে হল রাশিয়া, চিন ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, তারা রাশিয়াকে ক্ষমা করতে পারবে না। রাশিয়া এখন ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্ত করতে শক্তিশালী অস্ত্র এবং বিশেষ বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইউক্রেন। এদিকে ইউরোপ বলতে শুরু করেছে যে এই রকমভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে সারা বিশ্ব আগামি দিনে আর্থিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বিপদ আরও বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত মালদা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস সংঘর্ষে উত্তপ্ত মালদার রতুয়া দু'নম্বর ব্লকের পরানপুর এলাকা। পরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান সহ আক্রান্ত উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন দুই দলের পার্টি অফিস বাইকে ব্যাপক ভাঙচুর। সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। জানা বেশ কিছুদিন ধরেই উভয় পক্ষের মধ্যে দলবদল নিয়ে বিবাদ চলছিল। সম্প্রতি বেশ কিছুদিন আগে তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদান করে। এরপরই বিবাদ চরম আকার নেয়। এরপর শনিবার কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরকে কটুক্তি করতে শুরু করে। রাতে একে অপরের উপর চড়াও হয়। শুরু হয় ইট বৃষ্টি। ছোড়া হয় বোতল। আর এতেই বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী ও কংগ্রেস কর্মী আহত হন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও কংগ্রেসের ব্লকের যুব সভাপতি রেজাউল হক বলেন, আমরা বসেছিলাম। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হামলা চালায়। ইঁট ছুড়তে থাকে। আসলে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। সেই কারনে আতঙ্কে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। তৃণমূলের ব্লকের সহ সভাপতি সইদ রিন্টু বলেন, আমাদের কটুক্তি করছিল। সেই সময় প্রতিবাদ করায় আমাদের ওপর হামলা চালায়। ওরা মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। রতুয়া ২নম্বর ব্লকের সভাপতি রকিবুল হক বলেন, পরিকল্পিত ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কংগ্রেসীরা এলাকায় একটা সন্ত্রাস তৈরি করতে চাইছে। কারণ পরানপুর অঞ্চল তৃণমূলের একটি শক্ত ঘাঁটি। তারা চাইছে এলাকাটিতে খারাপ পরিবেশ তৈরি করে আগামী দিনে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ভাঙার চেষ্টা করছে। ওদের যদি কেউ আহত হতো তাহলে তারা হসপিটালাইজ হতো। কিন্তু তারা নেই। তারা মিথ্যে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের কংগ্রেসের সভাপতি নিমাই চন্দ্র বসাক বলেন, আমাদের কংগ্রেস দল কখনোই অন্যায় কাজে সাড়া দেয় না। এটা মূলত সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেশ কয়েকজন কংগ্রেসে যোগদান করে। যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। সেই কারণেই তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যার ফলে আমাদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে। তারা পুলিশকেও ব্যবহার করছে। আমরা আশা রাখবো পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করবে।

ভোট বয়কটের ডাক বাঁকুড়ার আদিবাসী গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ এপ্রিল ঃ 'রাস্তা দাও ভোট নাও' স্লোগান তুলে এবার ভোট বয়কটে'র ডাক দিলেন বাঁকুড়ার সিমলাপালের মাচাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদাগোড়া গ্রামের মানুষ। জেলার জঙ্গল মহলের এই আদিবাসী প্রধান এই গ্রামে অনুন্নয়নের অভিযোগ তুলে সম্মিলিত গ্রামবাসীদের এই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তে বেজায় অস্বস্তিতে শাসক শিবির। গ্রামবাসীদের সূত্রে খবর, গ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল। ওই রাস্তা দিয়েই এলাকার মানুষ নিত্য যাতায়াত করেন। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল, কলেজ যেতেও ভরসা ওই একটি মাত্র রাস্তা। প্রায় দশ বছর আগে থেকে মাটির ওই রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানিয়ে প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরলেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। অতি সম্প্রতি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সারা রাজ্যের সাথে বাঁকুড়া জেলা তথা সিমলাপাল ব্লকেও 'পথশ্রী' প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। কিন্তু এতো সবের পরেও 'ব্রাত্য' আদিবাসী প্রধান এই গ্রামের রাস্তাটি। আর তাই শাসক দলের নেতাদের গালভরা প্রতিশ্রুতি নয়, প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধ্য করতেই ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের বাসিন্দারা। আর তাই পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামের দেওয়ালে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতীক সহ প্রচার নয়, ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে দেওয়াল ভরাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। বিজেপির তালডাংরা-৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুদীন মণ্ডলের দাবি, বিগত বাম ও বর্তমান তৃণমূলের আমলে আদিবাসী জনজাতির মানুষ উপেক্ষিতই থেকেছেন। শুধু সিমলাপালের সিদাগোড়া নয়, এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। শাসক দল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই ওই গ্রামের মানুষ ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। রাস্তার বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সিমলাপাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি ফাল্গুনী সিংহবাবু। তিনি বলেন, গ্রামের মানুষের দাবি ন্যায্য। বিভিন্ন জায়গায় প্রস্তাব দেওয়া আছে। তবে ভোট বয়কট সমস্যা সমাধানের পথ নয়। সমাধানসূত্র খুঁজতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। বাসিন্দারা অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শুধু প্রতিশ্রুতিতে চিড়ে ভিজবে না। রাস্তা হলে তবেই ভোট!

বেহাল সড়ক নিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ জাতীয় সড়কের নিচ দিয়ে তৈরি করা আন্ডার পাসে জল জমে থাকে সবসময়। সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু জল জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার করার কথা বলা হলেও উদ্যোগ নেয়নি স্থানীয় প্রশাসন। বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার সকাল থেকে অসম মোড়ের বৈরাগীপাড়া এলাকায .জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বৈরাগীপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থা। খানাখন্দে ভরে গেছে রাস্তার একটি বড় অংশ। সামনেই রয়েছে বর্ষাকাল। এর আগেই রাস্তার বেহাল দশার জন্য স্থানীয়দের ভোগান্তির অন্ত নেই। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া সহ সকলকেই যাতায়াত করতে হয়। অথচ রাস্তার সংস্কার নিয়ে নীরব রয়েছে প্রশাসন। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় সড়ক অবরোধের হুমকি দেন এলাকার মানুষ।

বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন আশা কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ আশা কর্মীদের পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনে কাজে লাগানো হলেও তাদের সঠিক প্রাপ্য দেওয়া হয়নি! এমনই অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক তৃতীয় সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। সম্মেলনে এসে এই অভিযোগ করেন তারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা দপ্তরে। রানু চৌধুরি ও শাহনাজ সরকার মঞ্চে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক আশা কর্মী। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের নেত্রী সরস্বতী বিশ্বাস। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ নেতা পীযুষ মিশ্র। তিনি আশা কর্মীদের সার্বিক সমস্যা ও আশা স্বাস্থ্য কর্মীদের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আশা কর্মীরা তাদের মর্যাদা আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আশা স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজ করিয়ে তাদের ন্যূনতম মজুরি দিচ্ছে না। তীব্র বঞ্চনা শিকার আশা কর্মীরা। তিনি আরও বলেন, যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তাতে আজকের দিনের স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এর জন্য ন্যূনতম মজুরি হিসেবে ২৬ হাজার টাকা মজুরির দাবি করেন তিনি। বলেন, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের আশা কর্মীরাই প্রথম বোনাসের জন্য লড়াই আন্দোলন করেছিল। সরকার সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে আশা কর্মীরা এখন বোনাস পাচ্ছেন। এই প্রাপ্তি আশা কর্মীদের আন্দোলনের ফল। সম্মেলনের বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা চুমকি দাস। তিনি বলেন, আশা স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য বহির্ভূত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনের কাজও করানো হচ্ছে তাদেরকে দিয়ে। কিন্তু ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া হচ্ছে না তাঁদেরকে। এর পাশাপাশি এদিন সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী নীহার বেগম, সিআইটিইউ নেতা কৃষ্ণ সেন, শুভাশিস সরকার, অমিত দাস প্রমুখ। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ৩০ জনের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন সরস্বতী বিশ্বাস, হৈমন্তী রায় ও ভগবতী রায়।

নির্মান কর্মীদের সম্মেলনে শতরূপ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ এপ্রিল ঃ নির্মান কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা পুনরায় চালু করা, নির্মান শ্রমিকদের নুন্যতম ৮০০ টাকা মজুরি প্রদান, অবাস যোজনায় নির্মান শ্রমিকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা সহ একাধিক দাবিতে সারা ভারত নির্মাণ কর্মী ফেডারেশন আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কুমারগ্রামে। দুদিনের কর্মসূচির রবিবার শেষ দিনের বিকেলে সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকে নির্মান কর্মীদের নিয়ে মিছিল করে সংগঠনের নেতা কর্মীরা। তারপর প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বরা। ওই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাম নেতা শতরূপ বলেন, রাজ্যের তৃণমূল দুর্নীতিতে শিল্প স্থাপন করেছে, পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ড সৃষ্টি করেছে কেন্দ্র সরকার। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে কেরোসিনের দাম ডিজেলের থেকে বেশি। দিন দিন রাজ্যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বর্তমান সরকার কোথায় নিয়ে নামিয়েছে শিক্ষার অবস্থা। পড়াশুনা ছেড়ে দলে দলে পড়ুয়ারা পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লিখিয়েছে। শাসক দল তাদের ভোট না দিলে সরকারি প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিচ্ছে,কিন্তু সবাই জেনে রাখুন সরকারি প্রকল্পের টাকা কারো বন্ধ হবে না। এছাড়াও কুনাল ঘোষকেও একহাত নেন শতরূপ। পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেককেও দুর্নীতি নিয়ে বিঁধেছেন তিনি।

কৌস্তভের আশ্বাস

গাজোল, ২ এপ্রিল ঃ গাজোলে নির্যাতিতার পরিবার চাইলে তিনি বিনা পয়সায় মামলা লড়তে রাজি। রবিবার নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে এমনই আশ্বাস দিলেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি। গাজোলে নির্যাতিতার বাড়িতে কেন্দ্র ও রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন তিনি। এনিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে আকচা-আকচির ঘটনা ঘটে তার প্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৌস্তভ। তিনি জানান, এই বাড়িতে আসার কথা না থাকলেও মানবিকতার কারণেই তিনি এসেছেন। পরিবারটি নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে বলেও তোপ দাগেন কৌস্তভ বাগচি। তার অভিযোগ। বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার জন্য পরিবারটিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তার জন্য দুই সিভিক ভলান্টিয়ার ও দুই লাঠিধারী কনস্টেবল নিয়োগের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনকে কটাক্ষ করে কৌস্তভ বলেন, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুই কমিশন আকচা-আকচিতে জড়িয়ে. পড়ল। এতে করে নির্যাতিতার পরিবারের কি লাভ হলো। এরপরই কৌস্তভের আশ্বাস, নির্যাতিতার পরিবার যদি চায় আমি বিনা পয়সায় ওদের হয়ে মামলা করব। দরকার হলে হাইকোর্টে এই কেস তুলবো।

ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ এপ্রিল ঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্রাক্টর থেকে পড়ে মৃত্যু ৯ বছরের শিশুর। ট্রাক্টরের চাকায় পিষে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ। শোকের ছায়া এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। ট্রাক্টরটিকে আটক করেছে পুলিশ। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিশ্রপাড়া গ্রামের ঘটনা। রবিবার একটি ট্রাক্টর কৃষি কাজের জন্য চাষের জমিতে যাচ্ছিল। সেই সময় জমির মালিকের ছেলে দেব মাহাড়া তার আরেকজন সহপাঠীর সাথে ট্রাক্টরে উঠতে চায়। ট্রাক্টরের চালক তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। নয় বছরের ছোট্ট দেবের হাতে একটি কেক ছিল। কেক খেতে গিয়েই ট্রাক্টর বাঁক নেওয়ার সময় ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় দেব।ওই ট্রাক্টারেরই চাকায় পিষে যায় তার দেহ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দেবের। জানা গেছে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল দেব। তার মৃতদেহ উদ্ধার করে এই মুহূর্তে মালদা মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সমগ্র ঘটনায় শোকে কাতর এলাকাবাসী। পরিবারের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে তাদের বাচ্চা ছেলের মৃত্যু হল। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সকলে। মাহারা বলেন, পুলিশ ট্রাক্টরটিকে আটক করেছে। আমাদের যেটা মনে হচ্ছে কেক খাওয়ার জন্য সে হয়তো ধরে বসে ছিল না ট্রাক্টরে। ফলে রাস্তার বাঁকে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায়। বলার মত কিছু ভাষা নেই আমাদের।

আদালতের নির্দেশে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা জমা করলো বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২ এপ্রিল ঃ আদালতের নির্দেশ মেনে একলক্ষ টাকা জরিমানা আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করলো বিশ্বভারতী। সুদেষ্ণা সাহা নামে বিশ্বভারতীর সমাজকর্ম বিভাগের এক মহিলা অধ্যাপিকার যমজ সন্তান প্রতিপালনের জন্য মোট ১৩২ দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভ দেওয়া নিয়ে বিভাগীয় প্রধান দেবতোষ সিনহাকে প্রথমে দোষ কবুল করে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া এবং ক্রমান্বয়ে চার্জশিট দেওয়া হয়। তারপরই বিভাগীয় প্রধান দেবতোষ সিনহা আদলতের দ্বারস্থ হন। ২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর কলকাতা উচ্চ আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চ বিশ্বভারতীকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে আবেদনকারীকে মিটিয়ে দিতে বলে। বিশ্বভারতী এই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। ২০২৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এপিল কোর্ট সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রাখে। তারপর ২৪ মার্চ বিশ্বভারতী এবং আবেদনকারী উভয়পক্ষ জাস্টিস কৌশিক চন্দর এজলাসে জানায় যে আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক লক্ষ টাকা বিশ্বভারতীর তরফে জমা পড়েছে। বিশ্বভারতীর ভিবিউফা সংগঠনের তরফে বলা হয় যে এই জরিমানা সাধারণ মানুষের ট্যাক্স পুষ্ট বিশ্বভারতী থেকে না নিয়ে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর পকেট থেকে নেওয়া উচিৎ ছিল। এভাবেই মামলাবাজ একের পর এক মামলা করে আইনজীবীদের পকেট ভারি করছে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করছে। এরও তদন্ত হওয়া দরকার। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা সাহা দুই যমজ বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৪ মে পর্যন্ত মোট ১৩২ দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভের অনুমতি পান। সেই মঞ্জুরি দেওয়া নিয়ে এক বছর বাদে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান দেবতোষ সিনহাকে প্রথমে শোকজ নোটিশ এবং পরে চার্জসিট দেয় বিশ্বভারতী। দেবতোষ সিনহা তাঁর জবাবে জানান যে, মানবিক কারনে ২০২১ সালের দুই নভেম্বরের আবেদন করা দরখাস্ত ওই দিনই মঞ্জুরি করা জন্য প্রস্তাব দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দেন। ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর তদানীন্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার সেই চিঠির জবাবে বিশ্বভারতীর সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা সাহাকে তাঁর দুই যমজ বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৪ মে পর্যন্ত মোট ১৩২ দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভের অনুমতি দেন। এখানে তাঁর দোষ কোথায়? পরবর্তীতে চাপে পড়ে দেবতোষ সিনহা ২০২২ সালের ২৫ নভেম্বর প্রায় মুচলেকার মতো এক চিঠিতে দোষ কবুল করে বলেন, ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তার এই কাজ করা উচিৎ হয় নি। ভবিষ্যতে এমনটি আর করবেন না। তারপর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ২৯ নভেম্বরে অধ্যাপক সিনহা শোকজ এবং ক্রমান্বয়ে চার্জসিট দেয়। এরপর অধ্যাপক সিনহা কলকাতা উচ্চ আদালতের স্মরণাপন্ন হলে, বিচারপতি কৌশিক চন্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে এবং আবেদনকারীকে এক মাসের মধ্যে তা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেন।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২ এপ্রিল ঃ কালনা থানার আশ্রমপাড়ায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। শনিবার ঝুলন্ত অবস্থায় গৃহবধূকে ঝুলতে দেখে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি নিয়ে আসা হলে ডাক্তার বাবুরা পরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার কালনা মহকুমা হাসপাতাল মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে নিয়ে এলে ময়নাতদন্ত হয়নি। সোমবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হবে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত। মৃত ওই গৃহবধূর নাম বর্ষা দেবনাথ ওরফে মনীষা (১৯)। তার বাপের বাড়ি পূর্বস্থলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ শ্রীরামপুর গ্রামে। মাস দেড়েক আগে কালনার আশ্রমপাড়া এলাকার বাসিন্দা শুভ হালদারের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বর্ষা। মৃতার বাপের বাড়ির লোকের অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালাত, মৃত গৃহবধূর স্বামী বাপের বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে আসার জন্য গৃহবধূকে নিয়মিত চাপ দিত। শনিবার বিকেলেও এই নিয়ে ঝগড়া অশান্তি হবার পরই ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে। তাদের বাড়ির মেয়ের মৃত্যুর পিছনে রয়েছে রহস্য বলে মনে করছেন মৃতের বাপের বাড়ির লোকেরা। বিষয়টা নিয়ে ময়নাতদন্তের পরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছে মৃতের পরিবার-পরিজনরা। যদিও গৃহবধূর উপর টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপের বিষয়টি মানতে নারাজ মৃতের শাশুড়ি। ছেলে বৌমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যায়নি বলেই রাগ ও অভিমানে গলায় দড়ি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মোহনবাগান ক্লাবের নামে রাস্তার নামকরণ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ রবিবার শিলিগুড়ি পৌর নিগম এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল। মোহনবাগান ক্লাবের নামে একটি রাস্তা নামকরন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। 'মোহনবাগান এভিনিউ' নামক লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট থেকে সূর্য সেন পার্ক অবধি রাস্তাটি ঐতিহাসিক মোহনবাগান ক্লাবের নামে নামকরণ করা হল। রবিবার সকালে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিষ দত্ত। এদিন মোহনবাগানের নামাঙ্কিত ফলকের উদ্বোধন করেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিষ দত্ত এবং মেয়র গৌতম দেব। মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবাশীষ বাবু জানান, শিলিগুড়ির মেয়রের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এছাড়া কলকাতা থেকে এসেছিলেন বেশ কিছু মোহনবাগান অফিসিয়াল এবং ক্রীড়া সাংবাদিক।

অস্ত্র কারখানার হদিশ মুর্শিদাবাদে

এজাজ আহম্মেদ, মুর্শিদাবাদ, ২ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে ফের বসত বাড়িতে খোঁজ পাওয়া গেল অস্ত্র কারখানার। শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে অভিযান চালিয়ে প্রচুর অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেন পুলিশ আধিকারিকরা। মুর্শেদ শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে এই অস্ত্র কারখানার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই কারবারে আর কে কে যুক্ত জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ বীরভূম সীমানায় কালীদহ সেতুর কাছে এক মোটরসাইকেল আরোহীর কাছ থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তাকে জেরা করেই মুর্শেদ শেখের সন্ধান পান গোয়েন্দারা। শনিবার রাতে মাড়গ্রাম থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শেদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। শৌচাগারের পাশে একটি গোপন ঘর থেকে উদ্ধার হয় ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকবছর আগে একটি ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল মুর্শেদ। জেলে থাকার সময় অন্য দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। জেল থেকে বেরিয়ে অস্ত্র তৈরির কারবার শুরু করে সে। তার বাড়িতে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে পাচার হত। কিছু অস্ত্র বাংলাদেশে গিয়েছে বলে অনুমান। এর আগেও মুর্শিদাবাদে বসতবাড়িতে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বাড়িতে গোপন কুঠুরি তৈরি করে সেখানে অস্ত্র কারখানা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। ফের একই ধরণের অস্ত্র কারখানার সন্ধান মেলায় পুলিশি নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্ত্রী-পুত্রকে ফিরে পেতে চেয়ে ধরনা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ এপ্রিল ঃ স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই নদীয়ার হবিবপুরের বাসিন্দা অনুপ কুমার মজুমদারের। তাঁর অভিযোগ, স্ত্রী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত। তার কাছ থেকে খোরপোষের মামলা বাবদ বেশ কিছু টাকাও নিয়েছে। আটকে রেখে দিয়েছে তার গাড়ি। দেখা করতে দেয় না সাত বছর বয়সী একমাত্র ছেলের সঙ্গে। বারবার বলেও হয়নি কোনও কাজ। তাই শেষ পর্যন্ত শান্তিপুর দু'নম্বর কলোনিতে স্ত্রীর বাড়ির সামনে রবিবার সকাল থেকে ধরনায় বসেছেন তিনি। রবিবার বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে যাওয়ার পরও বুকে পোস্টার লাগিয়ে তিনি বসেই রয়েছেন তার স্ত্রীর বাড়ির সামনে। এ প্রসঙ্গে অনুপবাবু বলেন, লোকের বাড়ি বাড়ি গ্যাস দেওয়ার কাজ করতাম আমি। কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বউকে ম্যানেজমেন্ট এবং এমএ পাস করাই। আমার সুপারিশের তার বেসরকারি একটি কোম্পানিতে চাকরি হয়। সেখানে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। তখন থেকে শুরু। পরবর্তীতে প্রতিবেশী একটি ছেলের সাথে গোপন সম্পর্ক হোয়াটসঅ্যাপে দেখে ফেলি আমি। বিষয়টি শ্বশুরবাড়ি-সহ স্থানীয় কাউন্সিলর, বিধায়ক সকলকে জানিয়েও মেলেনি কোনও ফল। ইতিমধ্যেই অনুপের স্ত্রী খোরপোষের মামলা করেছেন আদালতে। সেই খোরপোষ মামলা তুলে নেওয়ার জন্য লিখিত ১ লক্ষ টাকা নিয়েও তাকে আইনি সমস্যায় জর্জরিত করে রাখার প্রতারণার জন্য তিনি এই ধরনা থেকে উঠতে চান না বলে জানিয়েছেন। এদিকে, অনুপের স্ত্রী সুচন্দা বিশ্বাসের কোন হেলদোল নেই। নানান অভিযোগ তুলেছেন স্বামীর বিরুদ্ধে, এমনকি স্বামীর তোলা অভিযোগ সাজানো বলে জানিয়েছেন। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায় প্রতিবেশীরা সকলেই আসেন বিষয়টি নিস্পত্তি করতে কিন্তু তাতেও কোনো সমাধান সূত্র বেরোয় না। খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে গিয়েছেন শান্তিপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উৎপল সাহা। তিনি জানিয়েছেন, আমার ওয়ার্ডের মেয়ে সুচন্দার সঙ্গে হবিবপুরের বাসিন্দা অনুপের বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের ছয় বছরের একটি সন্তান রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ার কারণে তৈরি হয়েছে দূরত্ব। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। খবর পেয়ে আমি এসেছি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যই আমরা তাদেরকে জানিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে, তা জানি না।

জলস্বপ্নের আওতায় পশ্চিম মেদিনীপুর

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের জলস্বপ্ন প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৮ হাজার বাড়িকে যুক্ত করা গিয়েছে। আর তার জেরে জেলার প্রায় ১১ লক্ষ বাসিন্দা উপকৃত হয়েছেন। প্রতিটি বাড়িতেই পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ। ফলে এখন আর দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হচ্ছে না বাসিন্দাদের। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। লোকসভা ভোটের আগেই প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ। এর জন্য বাসিন্দাদের কোনও আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হবে না। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এই জলপ্রকল্পে রাজ্যের অনান্য জেলার থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। মাত্র ২৪ শতাংশ পরিবারে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ ছিল। জেলার প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৫ হাজার ৩৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। নারায়ণগড় ও চন্দ্রকোণা-২ ব্লক বাদে জেলার সমস্ত ব্লকেই এই প্রকল্পে কাজ চলছে এখন জোরকদমে। এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৮ হাজার বাড়িতে এই প্রকল্পে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। জেলার মধ্যে এখন সবচেয়ে এগিয়ে আছে সবং ব্লক। এই ব্লকের দেভোগ পঞ্চায়েতের সব বাড়িতেই পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। তাই খুব শীঘ্রই এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে 'সজল পঞ্চায়েত' হিসেবে ঘোষণা করা হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসেই এই ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা জেলার আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যেসব এলাকায় আগে থেকে প্রকল্প ছিল সেখানে কেবলমাত্র বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য বাড়ি প্রতি খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার টাকা। কিন্তু বেশির ভাগ এলাকায় প্রকল্প তৈরি করে সংযোগ দিতে হচ্ছে। এরজন্য প্রতি প্রকল্পে খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি টাকা। মাটির নীচ থেকে জল উত্তোলন করে তা ওভারহেড ট্যাঙ্কে ধরে রাখা হচ্ছে। সেখান থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জেলায় এইরকম ২৮৯টি প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। এতে প্রায় ৫০ লক্ষ বাসিন্দা উপকৃত হবেন। একটি পরিবারে ৫ জন বাসিন্দা ধরে নিয়ে মাথাপিছু ৫৫ লিটার করে জল দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এক একটি প্রকল্পের আওতায় এক থেকে দেড় হাজার পরিবারকে যুক্ত করা হচ্ছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VI/060/041/2022-2023/D
Name of work : **Restoration of I.P. Passage at 98 Linton Street, 36, Gorachand Road, 6 Beniapara Lane and Adjacent Area in Wd-060.** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 2,79,229.45**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VI/046/054/2022-2023/D
Name of work : **Restoration of Paverblock Footpath, Asphaltum Road and Concrete Footpath Disturbed by Tata Tele Service Ltd. and Tata Communication at Meredith Street, Bentick Street in ward no. - 46.** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 1,86,633.96**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **40 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VI/047/028/2022-2023/D
Name of work : **Restoration of Road Surface (Disturbed by W/S Deptt. & CESC Ltd.) at Gangadhar Babu Lane and Surrounding area in Wd No.- 047.** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 2,10,509.79**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **25 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VI/052/023/2022-2023/D
Name of work : **Restoration of I.P.S. Passage and Concrete Surface (Disturbed by CESC Ltd.) at 4, 5 Uma Das Lane, 24 Market Street and Adjacent Area in ward no. - 52.** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 2,27,500.41**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.04.2023** at **11 a.m.** (for sl.no. 1 to 4). Tender will be opened on: **19.04.2023** at **11 a.m.** (for sl.no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **05.04.2023** at **5 p.m.** (for sl.no. 1 to 4), from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EEC/VII/65/65/22-23/D
Name of work : **Repairing of passage at B/2A/H/12 Tiljala Lane, 46 Shamsul Huda Road, 135 Tiljala Road and its surrounding in W/65.** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs. 2,82,693.49**. Earnest Money: **Rs. 5,680.00.** Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.04.2023** up to **12 noon.** Tender will be opened on: **19.04.2023** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.04.2023** at **6.55 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **CME (SWM), KMC** invites tender online item rate two bid system for following works:
1. NIT No. : SWM-II/SRC/48/2022-23
Tender ID: 2023 KMC 501652_I
Name of work : **Repairing and Overhauling of TPS make 01 no. Portable Compactor machine vide no. TPS/PC/145 at NRS Medical College under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount: **Rs. 2,24,200.00**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **10 Days**.
2. NIT No. : SWM-II/SRC/49/2022-23
Tender ID: 2023 KMC 501668_I
Name of work : **Repairing and Overhauling of TPS make 02 no. Portable Compactor machine vide no. TPS/PC/148 and TPS/PC/123 under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount: **Rs. 2,95,590.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **11.04.2023** up to **1 p.m.** (for sl.no. 1&2). The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023** at **5 p.m.** (for sl.no. 1&2). from the website : **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (for sl.no. 1&2).

The **Ex. Eng. (W/S), Br-XIV/S.S.U.,** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : EE/WS/SSU/W-128/02/22-23 (1st call)
Name of work : **Installation of Air Valve on 600MM dia F/W reserve main pipe near 12/1, Parui Daspara Rd., and 91/1, Benimaster Ln. in ward no. 128 (Br-XIV).** Estimated cost(including GST & CESS): **Rs. 2,66,119.94**. Earnest Money: **Rs. 5,350.00.** Period of Completion: **10 Days.**
2. NIT No. : EE/WS/SSU/W-129/06/22-23 (1st call)
Name of work : **Replacement of a portion of 600MM dia pipeline by M.S. pipe near 26/A G.M. Road, Senpally BPS in W-129.** Estimated cost(including GST & CESS): **Rs. 2,71,719.08**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **7 Days.**
3. NIT No. : EE/WS/SSU/W-128/03/22-23 (1st call)
Name of work : **Installation of Air Valve on 600MM dia F/W reserve main pipe near 137, Biren Roy Rd. (West) and 1/2, Shakuntala Park (Biren Roy Rd. West) in ward no. 128 (Br-XIV).** Estimated cost(including GST & CESS): **Rs. 2,58,175.28**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **10 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **11.04.2023** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Documents download/sell start date (online): **11.04.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Documents download/sell end date (online): **27.04.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Bid submission start date (online): **11.04.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Bid submission closing date (online): **27.04.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Bid opening date for Technical Proposals (online): **29.04.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/SD/MDPS/D/1/23-24
Name of work : **Urgent manufacturing, supply, fitting and fixing of impeller, key, shaft coupling & other necessary components of LT pump no. 1 at Duttabagan Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **Rs. 9,750.00.** Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.04.2023** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.04.2023** from the website : **https://wbtenders.gov.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

03/23-24

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

কোলন ক্যান্সার থেকে বাঁচার উপায়

দুরন্ত বার্তা ঃ একটা সময় ছিল, যখন মনে করা হতো 'ক্যান্সার হ্যাজ নো অ্যান্সার' বা ক্যান্সার রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। কিন্তু সময় ও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে। শরীরের অনেক ক্যান্সারই ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা বা 'প্রাক-ক্যান্সার (প্রি-ম্যালিগন্যান্ট)' পর্যায়ে নির্ণয় সম্ভব। কোলন ক্যান্সার তেমনই এক ক্যান্সার, যা সরাসরি ক্যান্সার হওয়ার আগে প্রাক-ক্যান্সার পর্যায় পার হয়ে ক্যান্সারে পরিণত হয়। আর এই প্রাক-ক্যান্সার পর্যায়ে চিকিৎসা করলে ক্যান্সার হওয়াকেই প্রতিরোধ করা যায়। যেহেতু এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ, এর সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্য জরুরি। আমরা যেসব খাবার খাই, তা পরিপাকতন্ত্রে হজম, শোষণ ও বর্জ্য অংশ মল হিসেবে পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে যায়। পরিপাকতন্ত্রের সর্বশেষ ছয় ফুটের মতো দীর্ঘ যে অংশে খাবারের বর্জ্য অংশ সংরক্ষিত হয় এবং মল পরিত্যাগ হয় তাকে বৃহদন্ত্র বলে। আর এই বৃহদন্ত্রের ক্যান্সারকেই কোলন ক্যান্সার বলে।

চাই সচেতনতা ঃ ক্যান্সার রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্যান্সার কোষ শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়া। ক্যান্সার যখন শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা তখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে অনেক অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি তো থাকেই। অন্যদিকে শরীরের সব ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য নয়। নিয়মিত স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে যেসব ক্যান্সারকে প্রতিহত করা যায়, কোলন ক্যান্সার তার অন্যতম। কোলন ক্যান্সার খুব ধীরগতির ক্যান্সার। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তথা শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার আগেই এই রোগ ধরা পড়লে তা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় সম্ভব।

লক্ষণ-
-পায়ুপথে রক্তপাত।
-মলের সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
-কোষ্ঠকাঠিন্য।
-পেট ব্যথা।
-ওজন কমে যাওয়া।
-পেটে চাকা অনুভব হওয়া।

ওপরের লক্ষণগুলো কারো দেখা দিলে নিকটস্থ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বা পরিপাকতন্ত্র রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

রক্তশূন্যতা ও কোলন ক্যান্সার ঃ প্রায় সময়ই দেখা যায়, কারো রক্তশূন্যতা ধরা পড়েছে। তখন শরীরে রক্ত ভরা অথবা শিরাপথে আয়রন ইনজেকশন দিয়েই চিকিৎসা শেষ বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রক্তশূন্য রোগীদের শরীরে রক্ত দেওয়াই শেষ কথা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তশূন্যতার কারণ জানা হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা অসম্পূর্ণ। তাই আপনার চিকিৎসককে রক্তশূন্যতার কারণ জিজ্ঞেস করুন। অনেক সময় পেটের কোনো উপসর্গ ছাড়াই শুধু রক্তশূন্যতা নিয়ে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী হাজির হয়ে থাকে। রক্তশূন্যতার অন্যান্য কারণের পাশাপাশি কোলন ক্যান্সারের পরীক্ষাও করানো উচিত।

কোলন ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব কেমন ঃ নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সারা পৃথিবীতে যত মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তার দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ হচ্ছে কোলন ক্যান্সার, যদিও এই রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সঠিক ডাটা নেই। তবে মনে করা হয়, প্রথম পাঁচটি প্রধান ক্যান্সারের অন্যতম এই কোলন ক্যান্সার।

বেশি ঝুঁকিতে যারা-
-৪৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে সব ব্যক্তি।
-যাঁদের অতি নিকট আত্মীয়ের (মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে, মেয়ে) কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আছে।
-আগে কোনো ব্যক্তি যদি নিজে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।
-ক্রোনস ডিজিজ বা আলসারেটিভ কোলাটিস নামক ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজে আক্রান্ত রোগী।
-ফ্যামিলিয়াল এডিনোমেটাস পলিপোসিস সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগী।
-ক্ষেত্রবিশেষে ব্রেস্ট ক্যান্সার ও সারভাইকেল ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তি।
-গ্রোথ হরমোন আধিক্যের কারণে এক্রোমেগালি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

যেসব কারণে বাড়ে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি-
-অতিরিক্ত রেড মিট বা লাল মাংস গ্রহণ।
-প্রক্রিয়াজাত মাংস গ্রহণ।
-ধূমপান।
-শারীরিক স্থূলতা।
-নিয়মিত অতিরিক্ত মদ্যপান (প্রতিদিন ৩০ গ্রামের অধিক)।

যেসব কারণে কমে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি-
-আঁশজাতীয় খাবার গ্রহণ।
-নিয়মিত ব্যায়াম করা।
-স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করা।

কোলন ক্যান্সারে কোলনিক পলিপের গুরুত্ব কতটুকু ঃ কোলনিক ক্যান্সার অন্যান্য ক্যান্সারের মতো নয়। সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'কোলনিক পলিপ' থেকে হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, সব রকম পলিপই কিন্তু কোলন ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু সব কোলনিক ক্যান্সারই কোলনিক পলিপ থেকে হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পলিপ থেকে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে প্রায় পাঁচ থেকে ১০ বছর লেগে যায়। পলিপ হচ্ছে ছত্রাকসদৃশ অথবা সমতল আকারের কোলনের দেওয়ালের এক ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। পলিপ সাধারণত ধীরে ধীরে কয়েক বছরব্যাপী কোলনের গায়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সব রকমের পলিপের ক্যান্সারে রূপান্তরিত হওয়ার সমান ঝুঁকি থাকে না। শুধু প্রি-ক্যান্সারাস পলিপেরই (এডিনোমেটাস এবং সিরেটেড) কোলন ক্যান্সারে রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অন্য সব পলিপের (হাইপারপ্লাস্টিক, ইনফ্লেমেটরি পলিপ) ক্যান্সারে রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না।

কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব ঃ 'প্রি-ক্যান্সারাস পলিপ' ক্যান্সারে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই কোলনোস্কোপির মাধ্যমে কেটে ফেলে দিলে কোলন ক্যান্সারকে প্রতিহত করা যায়। অন্যদিকে ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং ক্যান্সার রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ প্রকাশের আগেই রোগটি ধরা পড়লে সার্জারির মাধ্যমে কোলন ক্যান্সারকে নির্মূল করা সম্ভব। কোলন ক্যান্সার কোলন থেকে শরীরের অন্য কোনো অংশে ছড়িয়ে পড়লে এটির চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। ইদানীং সারা বিশ্বেই আগের তুলনায় কম বয়সীদের মাঝে কোলন ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। আগে ৫০ বছর বয়স থেকে কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের নির্দেশনা থাকলেও ইদানীং ৪৫ বছরের ওপর বয়সীদের নিয়মিত কোলনোস্কোপি পরীক্ষার মাধ্যমে কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোলন ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা গেলে এবং চিকিৎসা করালে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। এ জন্য ৪৫ থেকে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকেই নিয়মিত বিরতিতে কোলনোস্কোপি পরীক্ষার মাধ্যমে কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা উচিত। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই বয়সের আগেও কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং তাঁদের বয়স ৪৫ হওয়ার আগেই স্ক্রিনিং কোলনোস্কোপি পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষত কারো যদি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ইতিহাসে কোলন ক্যান্সার, কোলনিক পলিপ, ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ, ডিম্বাশয় বা এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার থাকে।

যে যে উপায়ে কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা হয় ঃ কোলন ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও কোলনোস্কোপিই সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে সাধারণত এই পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা-
-সার্জারি
-কেমোথেরাপি
-রেডিওথেরাপি

আগাম সতর্কবার্তা

দুরন্ত বার্তা ঃ মধ্যবয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। কান পাতলেই এমন কথা শোনা যাচ্ছে চারদিকে। শুধু কি তাই? চিকিৎসা শুরুর আগেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা মনে ভয় বাড়াচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কোনো লক্ষণ আগে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে না। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বয়স ৪০ পেরোনো বহু মানুষের শরীরেই লুকিয়ে থাকতে পারে হার্টের অসুখের নানা লক্ষণ। হঠাৎ কারও হার্ট অ্যাটাক হলো মানেই এমনটা নয় যে, রোগটি তৎক্ষণাৎ উদয় হলো। আক্রান্ত হওয়ার বহু দিন আগে থেকেই রোগের বীজ শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তা খালি চেখে ধরা পড়ে না। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে 'অ্যানাল্স অফ ইন্টারনাল মেডিসিন'-এ প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে, ৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিয়ে করা এই গবেষণায় দেখা গেছে, ৪০ পেরোনো বেশির ভাগ মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো উপসর্গ রয়েছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই পরবর্তীতে 'ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ্'-এ আক্রান্ত হতে পারেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত ধমনীর গায়ে ছোট ছোট 'প্লাক' বা মেদের অংশ জমতে শুরু করলে হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের গতি খানিকটা রুদ্ধ হয়। দীর্ঘদিন ধরে তা জমতে জমতেই ধমনীতে 'ব্লকেজ' তৈরি হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। আর সেখান থেকেই হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। গবেষকদের প্রধান ক্লজ.কোফোয়েড বলেন, এই ধরনের গবেষণা এ যাবৎ কালে প্রথম। ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার পর আমরা হার্ট অ্যাটাকের বিষয়টি নিয়ে আশাবাদী। গবেষকদের মতে, এই ধরনের রোগ যত আগে ধরা পড়ে, ততই ভালো। কারণ, বয়স বাড়লে এমনিতেই অন্য নানা রকম রোগ শরীরে বাসা বাঁধে। তখন জটিলতা আরও বেড়ে যায়। হৃদরোগ এবং ক্যানসার দ্রুত ধরা পড়ে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ গত কয়েক দিন ধরে সবুজ পায়খানা হচ্ছে। এর কারণ কী?
উত্তর ঃ পিত্তথলি বা যকৃতের সমস্যায় এমন হতে পারে। আবার কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও হতে পারে। বাচ্চাদের ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সবুজ পায়খানা হয়।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২২ বছর, হাত ও পায়ের তালু খুব ঘামে। কাজ করতে গেলে বারবার ঘামের সমস্যায় পড়তে হয়।
উত্তর ঃ থাইরয়েডের সমস্যার জন্য হতে পারে কিন্তু সঙ্গে ওজন কমা, বুক ধড়ফড়, ডায়রিয়া ইত্যাদি থাকার কথা। তা না হলে অতিরিক্ত উদ্বেগ এই বয়সে বেশি হাত-পা ঘামার জন্য দায়ী। আপনি একজন মেডিসিন বা হরমোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৩ বছর ৯ মাস, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ওজন ১০৫ কেজি। ব্যস্ততার কারণে খাওয়ার শিডিউল ঠিক রাখা কিংবা ডায়েট করা সম্ভব হয় না। প্রতিদিনের খাবার থেকেই কীভাবে ডায়েট করা যায়?
উত্তর ঃ প্রতিদিনের খাবার ক্যালরি মেপে সারা দিনে অল্প অল্প করে খেতে হবে। শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার কমান। আমিষ, সবজি, তাজা ফলমূল, দুধ বা দই, বাদাম খান। একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে ক্যালরি অনুযায়ী খাবার তালিকা নিন।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২২ বছর, ওজন ৭৬ কেজি, উচ্চতা ৫.৬ ফুট। আমার বাবা ৫.৭ ফুট ও মা ৫.৬ ফুট লম্বা। আমি কি আর লম্বা হতে পারব?
উত্তর ঃ ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হাড়ের বৃদ্ধি সমাপ্ত হয়ে যায় ও লম্বা হাড়ের বাড়ন্ত অংশ ফিউজ হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই বয়সের পর আর লম্বায় বড় হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩১ বছর। র‍্যান্ডম সুগার ৮.১ মিলিমোল পেয়েছি। আমার কি ডায়াবেটিস আছে?
উত্তর ঃ র‍্যান্ডম সুগার দিয়ে সব সময় ডায়াবেটিস ও প্রি-ডায়াবেটিসের পার্থক্য করা যায় না। প্রথমবার নির্ভুলভাবে ডায়াবেটিস নির্ণয় করার জন্য আপনার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে খালি পেটে এবং ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার দুই ঘণ্টা পর রক্তে শর্করা নির্ণয় করতে হবে। এতে আপনার সত্যি ডায়াবেটিস হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ বেশ কিছুদিন থেকে আমার দেহের ত্বক লাল হয়ে চাকা চাকা হয়ে চুলকানি হচ্ছে। চুলকানির ওষুধ খেয়ে কমছে না।
উত্তর ঃ আপনার রোগটির নাম এলার্জিক আরটিক্যারিয়া। এর কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৬ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, ওজন ৫৮ কেজি। আমার নাকের হাড় বাঁকা ধরা পড়েছে। বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস নিতে সমস্যা হতো, এখনো হয়। চিকিৎসক বলেছেন, অপারেশন না করে ওষুধ চালিয়ে যেতে। এতে নাকি তেমন কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু অপারেশন করালে যদি একেবারে ভালো হয়ে যাই, তবে আমি অপারেশন করাতে চাই। এই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।
উত্তর ঃ আপনার যা সমস্যা, তা অনেকেরই আছে। তবে ভালো কোনো চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন করালে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। অপারেশন না করিয়ে ওষুধ দিয়ে সাময়িকভাবে হয়তো আরাম পেতে পারেন। আপনি ভালো কোনো ইএনটি সার্জনের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমি নববিবাহিত। বয়স ৩১। আমি স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশায় ব্যর্থ হচ্ছি। আমার দ্রুত স্খলন হয়ে যাচ্ছে। আমি দুর্বলতা বোধ করছি।
উত্তর ঃ আপনার সমস্যাটি মানসিক অথবা পুরুষত্বহীনতা। আপনার দেহের সেক্স-হরমোন পরীক্ষা প্রয়োজন। একজন যৌনরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তিনি আপনার স্থায়ী চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ঃ আমার মুখের ত্বক নষ্ট হয়ে সৌন্দর্যহানি হচ্ছে ও মুখে বলিরেখা পড়েছে।
উত্তর ঃ অত্যাধুনিক মেসোথেরাপি, কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই এক সেশন চিকিৎসায় মুখের ত্বক নমনীয় ও কমলীয় করা সম্ভব। প্রতিদিন একটি সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৬ বছর। গত দুই মাস থেকে ভাত, তরকারি, ফলমূল, সাবান, মধুসহ সবকিছুতে দুর্গন্ধ পাচ্ছি। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ দেখালে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট ভালো হওয়ায় ওষুধ দেন। কিন্তু তাতে কোনো উন্নতি হয়নি। কি করতে হবে?
উত্তর ঃ সাইনাসজনিত সমস্যায় এই রকম হতে পারে। একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞকে দেখানো প্রয়োজন।

রক্তের একটি বিশেষ জন্মগত বা জিনগত রোগ

দুরন্ত বার্তা ঃ হিমোফিলিয়া রক্তের একটি বিশেষ জন্মগত বা জিনগত রোগ যেখানে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। আমাদের শরীরে কোথাও কেটে গেলে সাধারণত কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিকভাবে রক্তজমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হিমোফিলিয়া রোগীর রক্তক্ষরণ দীর্ঘসময় চলতে থাকে। কারণ রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে বিশেষ প্রোটিন প্রয়োজন হয় তার ঘাটতি থাকে। এই দুটি ফ্যাক্টরের জিন মানুষের এক্স ক্রোমোজমে থাকে। জানা যায়, উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ রাজপরিবারের রানী ভিক্টোরিয়া ছিলেন হিমোফিলিয়া জিনের বাহক। তার পুত্র সন্তান লিওপোল্ডের ছিল হিমোফিলিয়া রোগ। আর রাজকন্যা অ্যালিস ও বেয়াত্রিস এরা ছিলেন বাহক। এটি রক্তক্ষরণ রোগ যা পরবর্তীতে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। লিওপোল্ডের মা তাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকতেন এবং তাকে খুব সুরক্ষিত রাখতেন। তারপরও খেলতে গিয়ে মাথায় সামান্য আঘাতে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে ছেলেটি মারা গিয়েছিল। এরপর রানীর উত্তরসূরিদের বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ইউরোপ ও রাশিয়ার রাজপরিবারেও এই জিন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালে ওই একই ব্রিটিশ রাজপরিবারের স্টিফেন ক্রিসমাস একই ধরনের হিমোফিলিয়া-বি রোগে আক্রান্ত হন। তার নাম অনুযায়ী হিমোফিলিয়া বি কে ক্রিসমাস ডিজিজ বলা হয়। মোদ্দাকথা ওই সময়ে হিমোফিলিয়াকে রয়েল ডিজিজ বলা হতো। এখন বিশ্বের সবদেশেই এই রোগ দেখা যায়।

কাদের হয়, কেন হয় ঃ সাধারণত ছেলেরা আক্রান্ত হয়, আর মেয়েরা এই হিমোফিলিয়া জিনের বাহক হয়। কারণ বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় এক্স-লিংক ডিজিজ যা শুধু এক্সক্রোমোজমের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। ছেলেদের একটি মাত্র এক্স ক্রোমোজম থাকে যা মায়ের কাছ থেকে আসে। তাই মা যদি তার এক্স ক্রোমোজমে এই ত্রুটিপূর্ণ জিন বহন করে তবে তার পুত্র সন্তানরা হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। মেয়ে সন্তানরা বাহক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জিনেটিক ত্রুটির কারণে রক্ত জমাট বাঁধার প্রোটিন বা ফ্যাক্টর স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম থাকে। তাই রোগীর বেশি ও দীর্ঘ রক্তক্ষরণ হয়। পারিবারিক ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ, আক্রান্তের নিজের ভাই, মাসতুতো ভাই, মামা, মামাদাদু এদের ইতিহাস জানা জরুরি। তবে ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো পারিবারিক ইতিহাস নাও থাকতে পারে, অর্থাৎ নতুন মিউটেশন থেকেও হতে পারে।

হিমোফিলিয়ার ধরন ও লক্ষণ ঃ সাধারণত দুই ধরনের হয়। যেমন-হিমোফিলিয়া A : FVIII এর ঘাটতি। হিমোফিলিয়া B : FIX এর ঘাটতি। রোগের তীব্রতা ও ফ্যাক্টরের মাত্রা অনুযায়ী এদের তিনভাগে ভাগ করা হয়।

-মৃদু ফ্যাক্টর ঃ মাত্রা > ৫-৪০ শতাংশ। এদের তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে কোথাও কেটে গেলে বা আঘাত পেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়।

-মাঝারি ঃ ফ্যাক্টর মাত্রা ১-৫ শতাংশ। মাঝে মাঝে মাংসপেশি, হাড়ের জয়েন্ট ও অন্যান্য টিস্যুতে রক্তক্ষরণ হয়।

-মারাত্মক ঃ ফ্যাক্টর মাত্রা < ১ শতাংশ। এখানে কোনো রকম আঘাত ছাড়াই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে। জন্মের পর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হতে পারে। এ ছাড়াও মাংসপেশি, হাড়ের জয়েন্ট বিশেষত হাঁটু, কুনুই, পায়ের গোড়ালি এসব স্থানে ফুলে যেতে পারে ও ব্যথা হয়। জয়েন্ট ফুলে গিয়ে গরম হয়ে তীব্র ব্যথা হতে পারে। ত্বকের নিচে আঘাত বা bruise, মাড়ি দিয়ে রক্তক্ষরণ এসবও হতে পারে। মারাত্মক ক্ষেত্রে শিশু অবস্থাতেই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এ ছাড়াও দাঁত পড়া, কাটা-ছেঁড়া, যেকোনো সার্জারি বা আঘাতের কারণে অতিরিক্ত রক্ত পড়তে পারে।

শনাক্তকরণ ঃ যথাযথ ইতিহাস ও লক্ষণ জানার পর রক্তের স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে APTT নামক পরীক্ষার ফল বেশি। এর পরে নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর পরীক্ষা A(Factor VIII or IX Assay) করে হিমোফিলিয়া রোগ নির্ধারণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এই পরীক্ষাগুলো করা হয়। যদিও এই শনাক্তকরণ সুবিধা দেশের মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে আছে যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

চিকিৎসা ঃ ফ্যাক্টর ইঞ্জেকশন (FVIII or FIX concentrate replacement), প্লাজমা পরিসঞ্চালন (Fresh frozen Plasma or cryoprecipitate) রক্ত পরিসঞ্চালন ক্ষেত্র বিশেষে, ইনহিবিটর বা অ্যান্টিবডি শনাক্তকরণ ও জটিলতার চিকিৎসা

বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ আক্রান্ত স্থানকে বিশ্রাম দেওয়া ও সম্ভব হলে উঁচু করে রাখা। রক্তক্ষরণের স্থানকে চেপে ধরে রাখা। দ্রুত বরফ বা ঠান্ডা জল দেওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ সাবধানতা ঃ যা রোগীদের মেনে চলতে হবে, যেকোনো ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করা। শিশুকে সুরক্ষিত রাখা। মাংসপেশিতে ইনজেকশন না দেওয়া। ছেলে শিশুদের সার্জারির আগে পারিবারিক ইতিহাস নেওয়া, চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যথার ওষুধ না খাওয়া। বাড়িতে সবসময় বরফ রাখা।

বসন্তকালে বাড়ে মাম্পসের প্রকোপ

দুরন্ত বার্তা ঃ প্যারামিক্সো ভাইরাস শ্রেণির অন্তর্গত মাম্পস ভাইরাসের সংক্রমণে মাম্পস রোগ হয়। প্যারোটিড নামক কানের নিচের লালাগ্রন্থিতে মাম্পস ভাইরাস সংক্রমণের ১৮-২১ দিনের মধ্যে সাধারণত উপসর্গ দেখা যায়। যে কোনো বয়সে, যে কারও মাম্পস হতে পারে। তবে সাধারণত ৫-৯ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে শীত ও বসন্তকালে এই রোগের সংক্রমণের হার বেশি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র মানুষের শরীরেই মাম্পস রোগ হয়।

যেভাবে ছড়ায় ঃ মাম্পস একটি ছোঁয়াচে রোগ, যা মূলত আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে হাঁচি, কাশি, সর্দি, মুখের লালা, প্রস্রাব ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়। এ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা কাপড় থেকে, খাবার ও পানীয় ভাগাভাগি করার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। মাম্পস ভাইরাস বাতাসে কিছুক্ষণ ভেসে থাকতে পারে বা কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থেকেও বেঁচে থাকতে পারে এবং সেখান থেকে অন্যের সংস্পর্শে আসতে পারে। আক্রান্ত সাধারণত উপসর্গ শুরু হওয়ার ৭ দিন আগে থেকে এবং ৭ দিন পর পর্যন্ত ভাইরাসটি ছড়াতে পারে। ভাইরাস শ্বাসনালী সংক্রমণের পরে রক্তে যায় এবং সেখান থেকে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, টেস্টিস, ওভারি, প্যানক্রিয়াস এমনকি মেনিনজেসকেও আক্রান্ত করতে পারে।

উপসর্গ ঃ আক্রান্ত ব্যক্তি বিশেষ করে বড়দের প্রায় ৩০-৪০ শতাংশের কোনো উপসর্গ থাকে না বা খুব মৃদু উপসর্গ যেমন-জ্বর, গায়ে ব্যথা এবং খাবারে অরুচিজনিত সমস্যা হয়ে থাকে। ৬০-৭০ শতাংশের সংক্রমণের ক্ষেত্রে জ্বর, মাথাব্যথা, গায়ে ব্যথা, দুর্বলতা, বমি, সর্দি-কাশির পরে কানের নিকটবর্তি প্যারোটিডগ্রন্থি ফুলে গিয়ে বেশ ব্যথা অনুভূত হয়, বিশেষ করে কিছু চিবানোর সময়। এটা মুখের একপাশে হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুপাশই আক্রান্ত হয়ে ফুলে যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরে ১০-১৪ দিনের মধ্যে রোগী সাধারণত ভালো হয়ে যায়।

জটিলতা ঃ ছেলেদের অর্কাইটিস বা অণ্ডকোষ ফুলে ব্যথা হতে পারে। তবে বয়ঃসন্ধি পার হওয়া পুরুষদের মাম্পস হলে অর্কাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। বয়ঃসন্ধির পরে অর্কাইটিস (দুইপাশে) হলে ভবিষ্যতে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। তবে একপাশে অর্কাইটিসে ব্যথা হলেও এই ধরনের সমস্যা হয় না। মৃদু টাইপ মেনিনজাইটিস হতে পারে। তবে এনকেফালাইটিস বা মস্তিষ্কের প্রদাহ খুব মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্যানক্রিয়াসের ইনফেকশন হতে পারে। ফলে ইনসুলিন-নির্ভর ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ভবিষ্যতে কানে না শোনার মতো সমস্যাও হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ কোনো সুনির্দিষ্ট মাম্পস ভাইরাসবিরোধী ওষুধ নাই। ফোলা স্থানে হালকা গরম সেঁক খুব কার্যকারী। দিনে ৫-৭ বার কুসুম গরম জলে লবণ দিয়ে গার্গল করলে, পুষ্টিকর নরম খাবার খেলে, বেশি বেশি তরল ও ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেলে দ্রুত উপশম সম্ভব। অণ্ডকোষ ফুলে গেলে বরফ নরম সুতি কাপড়ে পেঁচিয়ে দিনে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করতে বলা হয়। ব্যথা, জ্বর বা অন্যান্য উপসর্গের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ছোঁয়াচে বলে এই রোগ হলে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে। রোগীকে আলো-বাতাসপূর্ণ নির্দিষ্ট একটা ঘরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রাখতে হবে এবং নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে হবে। সাতদিন স্কুল বা অফিস যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হাঁচি-কাশির সময় নাক মুখ ঢেকে রাখতে হবে। টিকা হলো এই রোগের উত্তম প্রতিষেধক। শিশুর ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সে এক ডোজ মাম্পস ভ্যাক্সিন এবং পরবর্তী সময়ে ৪ থেকে ৬ বছর বয়সে ভ্যাক্সিনের আরেক ডোজ বুস্টার হিসেবে নিতে হবে। ভ্যাক্সিন খুব কার্যকরী (৯৫ শতাংশ)। একবার আক্রান্ত হলে বা ভ্যাক্সিন নিলে শরীরে যে এন্টিবডি তৈরি হয় তা সাধারণত সারাজীবন মাম্পস ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে। তবে কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং গর্ভবতীদের এই টিকা দেওয়া যাবে না।

ব্রেস্ট ইনফেকশন হয়েছে কি না নিজে পরীক্ষা করুন

দুরন্ত বার্তা ঃ এটা স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থান বিশেষ করে ক্রাক নিপেল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে পুজ তৈরি করে। এটি খুব ব্যথাযুক্ত হয়। আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ব্রেস্ট লাম্প বা ব্রেস্টে চাকা অনুভূত হওয়া মেয়েদের জন্য একটি বড় শঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ব্রেস্ট লাম্প মানেই কিন্তু ক্যান্সার নয়। ক্যান্সার ছাড়াও ব্রেস্টে বিভিন্ন কারণে চাকা হতে পারে। ব্রেস্টে চাকা হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। যা বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো-

ফাইব্রএডিনসিস ঃ সাধারণত ২২-২৩ বছর বয়সে হয়ে থাকে। এর কারণে মাসিকের আগে বুকে চাকা চাকা এবং ব্যথা অনুভব হয়, যা মাসিক হওয়ার পর কমে যায়। মাসিকের সময় যে হরমোন নিঃসরিত হয় তার কারণে ব্রেস্টের টিস্যুতে কিছু পরিবর্তন হয়, ফলে এই ধরনের অনুভূতি হয়।

ফাইব্রএডিনোমা কি ঃ এটি একটি বিনাইন লাম্প। ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সে বেশি হয়। সাধারণত হঠাৎ করে বুকে এই চাকা ধরা পরে যা সহজেই নড়াচড়া করে এবং ব্যথাহীন হয়ে থাকে। এজন্য এই ধরনের চাকাকে ব্রেস্ট মাউস বলা হয়। সাইজ ছোট হলে আপনা আপনি মিলিয়ে যেতে পারে, তবে বড় হলে অপারেশন করে অপসারণ করতে হয়।

ব্রেস্ট সিস্ট ঃ সিস্ট হচ্ছে জল ভর্তি টিউমার। এগুলো যে কোন বয়সে হতে পারে, তবে নারীদের মেনপোজের আগে বেশি হয়। সিস্টগুলো মসৃণ ও গোলাকার হয়ে থাকে। এর চিকিৎসা হচ্ছে নিডেলের মাধ্যমে জল অপসারণ করা।

ব্রেস্ট এবসেস বা ইনফেকশন ঃ এটা স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থান বিশেষ করে ক্রাক নিপেল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে পুজ তৈরি করে। এটি খুব ব্যথাযুক্ত হয়। চিকিৎসা হিসেবে ব্যথার ওষুধ, এন্টিবায়োটিক, গরম কমপ্রেশন দেয়া হয়। পুজ বা এবসেস বড় থাকলে সার্জারির মাধ্যমে ড্রেইন করে নিয়মিত ড্রেসিং করার দরকার হয়।

ফ্যাট নেক্রসিস ঃ কোন কারনে ব্রেস্ট আঘাতপ্রাপ্ত হলে ব্রেস্টের ফ্যাটি টিস্যু নেক্রসিস হয়ে চাকা তৈরি করে। এগুলো সাধারণত ধীরে ধীরে অপসারিত হয়, কিছু ক্ষেত্রে সার্জারি করার দরকার হয়।

লাইপোমা কি ঃ এটা ফ্যাটি টিস্যুর টিউমার, যা ক্যান্সার নয়। সাইজ বড় হলে সার্জারি করা অপসারণ করা লাগে।

ব্রেস্ট ক্যান্সার ঃ ব্রেস্টে চাকার একটি কারণ হচ্ছে ক্যান্সার। অন্যান্য চাকার সঙ্গে এর পার্থক্য হলো এটি সহজে নড়াচড়া করানো যায় না, উপরিভাগ অমসৃণ ও সাধারণত ব্যথাহীন হয়ে থাকে।

যেভাবে ব্রেস্টের চাকা বুঝতে পারবেন ঃ সেলফ এক্সামিনেশন এর মাধ্যমে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করে দেখা যায়। প্রতি মাসে মাসিকের পর আপনি ঘরে বসেই আপনি এই পরীক্ষা করতে পারেন।

চিকিৎসকের কাছে যাবেন ঃ যে কোন চাকা অনুভব হলে অবশ্যই ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে এর ধরন নির্ণয় করতে হবে, বিশেষ করে চাকাটি যদি মাসিক হওয়ার পরও মিলিয়ে না যায়, আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে অথবা ব্যথা থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

চামড়ায় কোন পরিবর্তন ঃ ব্রেস্টের চামড়ায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলে যেমন, কুঁচকানো ভাব, লোমকূপের ছিদ্র বড় হয়ে যাওয়া। নিপেল ভেতরের দিকে ঢুকে গেলে অথবা এ থেকে কোন অস্বাভাবিক ডিসচার্জ বা রস বের হলে। কি কি পরীক্ষার দরকার হতে পারে? চাকার কারণ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার হয়, যেমন আল্ট্রাসনোগ্রাম, এফএনএসি, বায়োপসি, ম্যামোগ্রাফি ইত্যাদি।

ক্যান্সার প্রতিরোধের কিছু উপায় ঃ যাদের ফ্যামিলিতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের হিস্ট্রি আছে তাদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এছাড়া সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ওজন নিয়ন্ত্রণ, হরমোনাল পিল ৩-৫ বছরের অধিক গ্রহণ না করা এবং শিশুকে সঠিকভাবে বুকের দুধ পান করালে ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এসব বিষয়ে সচেতনার বিকল্প নেই। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বসন্তকালে সুস্থ থাকতে যা করতে হবে

দুরন্ত বার্তা ঃ দেখতে দেখতে শীত প্রায় চলে গেছে। আবহাওয়া এখন কখনও ঠাণ্ডা, তো কখনও বা হালকা গরম। ঋতু পরিবর্তনে তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে সৃষ্টি হয় নানা রকম রোগের। তাই এই সময়টায় তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে অনেকটা সাহায্য করে।

জলবসন্ত ও অন্যান্য চর্মরোগ ঃ শীতে চামড়া শুস্ক হয়ে যায় বলে এই সময় বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দেয়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা-গরমের তারতম্যের কারণে পক্স ও জলবসন্ত এই মরশুমে বেশি ছড়ায়। জলবসন্ত একটি ভাইরাস জীবাণুবাহিত রোগ। ভ্যারিসিলা জোস্টার ভাইরাসের দ্বারা মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ এসব রোগে আক্রান্তদের খাবার হতে হবে সহজপাচ্য, কম মসলা ও কম লবণযুক্ত। ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতে হবে। তাই মিল্ক শেক, কাস্টার্ড, ঠাণ্ডা দই, মাছ, মুরগির মাংস, ডিম, দুধ, স্যুপ, ফলের রস, ডালের জল ইত্যাদি বেশি করে খেতে দিতে হবে রোগীকে। রোগী একবারে বেশি খেতে না পারলে অল্প করে বারবার খেতে হবে। এ ছাড়া অনেকে আক্রান্ত শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখেন, যা ঠিক নয়। শিশুকে অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

খাবারে বিশেষ সতর্কতা ঃ চর্বিযুক্ত খাবার, বিশেষ করে নারকেল, মাখন, চকোলেট, বাদাম ও পনির শরীরের প্রদাহ বাড়ায়। অতিরিক্ত ঝাল ও মসলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত লবণ শরীরের জন্য সব সময়ই ক্ষতিকর। জলবসন্তের সময় এই ধরনের খাবার মুখের ক্ষত বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া আরজিনিনসমৃদ্ধ খাবার যেমন-বিভিন্ন রকমের বাদাম, বিচি, চকোলেট, মাখন ও কিশমিশে প্রচুর পরিমাণ আরজিনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে, যা জলবসন্তের জীবাণুর বংশবিস্তার ঘটায়। জলবসন্তের রোগীকে লেবু বা লেবুজাতীয় ফল না খাওয়ানোই ভালো। কারণ উচ্চমাত্রায় সাইট্রিক অ্যাসিডের কারণে লেবুর রস মুখের ভেতরে গেলে ক্ষতস্থানে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয়।

সর্দি, নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ ঠাণ্ডা-গরম তারতম্যের কারণে এই জাতীয় রোগ হয়। তবে ছোট শিশু এবং বৃদ্ধ, যাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, তাঁদের ঘন ঘন এসব রোগ হয়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ দৈনন্দিন খাবারে ভাত, মাছ, ডিমের পাশাপাশি অবশ্যই প্রতিদিন টাটকা রঙিন শাক-সবজি খেতে হবে। ভিটামিন 'সি' যুক্ত ফল যেমন-আমলকি, পেয়ারা, বরই ইত্যাদি প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখা প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্তত দু'বার কুসুম গরম জল খেতে হবে এবং কখনই ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল খাওয়া যাবে না। শুকনো খাবার যেমন-খেজুর, ডালের বড়ি, শুঁটকি মাছ, রোদে শুকানো আচার ইত্যাদি খাওয়া উচিত। কারণ এসব খাবারে ভিটামিন 'ডি' ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান ঘনীভূত থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ করতে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখতে হবে, বিশেষ কোনো শারীরিক অবস্থা বা অসংক্রমিত রোগ যেমন-উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং কিডনি জটিলতা থাকলে পুষ্টি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

মিলল বিরল মাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ সময়ের সাথে বহু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। যত সময় এগিয়েছে ততই বিভিন্ন প্রাণীর মতোই কয়েক'শো প্রজাতির মাছ হারিয়ে গেছে। আমরা সাধারণত সেইসব মাছকেই চিনি যাদের আমরা সচরাচর দেখতে পাই। এমন অনেক ধরনের মাছ আছে যেগুলি সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু সেগুলি বহু প্রাচীন প্রজাতির মাছ। এমনই এক প্রজাতির মাছ হল চেকা মাছ। ২৫ হাজার বছর পুরনো এই মাছের সম্প্রতি দেখা মিলেছে জলপাইগুড়ির করলা নদীতে। এই মাছটিকে যারা প্রথম দেখছেন তারা রীতিমতো অবাক হচ্ছেন। করলা নদীতে কয়েক হাজার বছর পুরনো এই মাছের সন্ধান মিলতেই সাড়া পড়ে গেছে। করলা নদীর বুকে নতুন ভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে এই চেকা মাছ। কয়েকজন জেলে নিজেদের জীবিকার উদ্দেশ্যে করলা নদীতে প্রতিদিনই মাছ ধরতে যান। তাদের জলে সাধারণত ধরা পড়ে নানা প্রজাতির ফলি, টেংরা, শোল মাছ। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও কয়েকজন জেলে মাছের সন্ধানে গিয়েছিলেন করলা নদীতে। সেদিন তাদের জালে অন্যান্য মাছের সাথে ধরা পড়ে এই অদ্ভুত আকৃতির মাছটি। এরপর তারা জানিয়েছেন যে ধরা পড়া এই অদ্ভুত আকৃতির মাছের নাম চেকা। এই মাছটির অপর নাম হল গ্যানগ্যানে বা গন গইন্যা। এই মাছটি গ্যান-গ্যান করে শব্দ করার কারণে এই ধরনের নাম দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ির সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ড. রাজা রাউত এই বিষয়ে বলেছেন, এই মাছটি ২৫ হাজার বছর পুরনো। আগে এর আকৃতি অনেক বড় ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি ছোট হয়ে গিয়েছে। করলা নদী ও তার সংলগ্ন জায়গায় দূষণের মাত্রা বেশি থাকার কারণে এমনটা ঘটেছে বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগে এই মাছটি বিভিন্ন পুকুর ও বিলে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এই মাছের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। এই মাছটি সর্বোচ্চ ২০ সেমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এই মাছের শরীর অমসৃণ ও কালো রংয়ের। এই মাছটি খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। অ্যাকোরিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই মাছকে রাখা হয়। সাধারণত কুৎসিত চেহারার জন্য এই মাছটিকে খাওয়া হয় না।

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ২ এপ্রিল ঃ যখন যখন যেখানে দরকার আসছে আপনার দুয়ারে সরকার, বুথে বুথে দুয়ারে সরকার নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করে চলেছেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে এই দুয়ারে সরকার। সব রকম সুযোগ-সুবিধা যাতে মানুষ পায় সেই বিষয়ে প্রচার করে চলেছেন মন্ত্রী মশাই। রবিবার সারাদিনই অবিরাম প্রচার করছেন মন্ত্রী। পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড় পঞ্চায়েত এলাকার নিচু চাপাহাটি কুটিরডাঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকারের কোন প্রকল্প থেকে যাতে মানুষ বাদ না পড়ে সেই বিষয়ে নজর রেখে চলেছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

নন্দীগ্রামে আসছেন না মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ এপ্রিল ঃ রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন। আটঘাট বেঁধে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। এরই মধ্যে সোমবার চার দিনের পূর্ব মেদিনীপুর সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েতের ঠিক আগেই মমতার এই সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। তৃণমূল সুপ্রিমোর এই ৪ দিনের সূচিতে পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কিছু জায়গা রয়েছে। নন্দীগ্রাম লাগোয়া খেজুরিতেও প্রশাসনিক সভা করার কথা রয়েছে মমতার। তবে সেই জায়গা থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নন্দীগ্রামের উল্লেখ তার সফর সূচিতে নেই। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে। সূত্রের খবর, আগামী ৩ এপ্রিল দিঘা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন বিকেলে হেলিকপ্টারে কলকাতা থেকে দিঘায় পৌঁছে যাবেন তিনি। রাতে থাকবেন দিঘায়। পূর্ব মেদিনীপুরে তার জনসংযোগ কর্মসূচি রয়েছে। এরপর খেজুরিতে প্রশাসনিক সভা করবেন। এর পরের দিন দিঘায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন করার কথা রয়েছে। ৫ তারিখ সেখানে থাকবেন এবং ৬ তারিখ কলকাতায় ফিরবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে মেদিনীপুর গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামে কেন যাচ্ছেন না? প্রসঙ্গত, বর্তমানে নন্দীগ্রামের বিধায়ক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই শুভেন্দুর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। সেই হারের পর থেকে দুবার পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে একবারও তিনি নন্দীগ্রাম মুখো হননি। যেখানে রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেখানে এই সময়ে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রাম গেলে অনেকটাই ভোট টানতে পারতেন। তাতে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের লাভ হতো বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। অন্যদিকে, বিজেপির কটাক্ষ বিধানসভা ভোটে হেরে যাওয়ার কারণেই লজ্জায় আর নন্দীগ্রাম যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী।

রাস্তা সমস্যা মিটল না আমানিডাঙাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল ঃ রাস্তার দাবীতে বিগত ৮ বছর ধরে ভোট বয়কট করছেন গ্রামবাসীরা। আংশিক কংক্রিট হলেও, জমি জটে উধাও প্রায় ৩ হাজার ফুট রাস্তা। ফলে দুর্ভোগ মেটেনি। সমস্যা সেই তিমিরেই ঝুলে রয়েছে আউশগ্রামের আমানিডাঙাবাসীর। গ্রামের রাস্তায় মোরামটুকুও জোটেনি। শীত, গ্রীষ্ম কিম্বা বর্ষা কাদামাখানো আলপথই একমাত্র ভরসা। পথশ্রী, রাস্তাশ্রী সূচনায় গোটা বাংলা যখন মাতোয়ারা, তখনও চরম বঞ্চনায় ক্ষোভে ফুঁসছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের আমানিডাঙ্গা, বাবলাবনি, ধডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা। কুনুর নদীর পাড়ে বহু পুরোনো গ্রাম আমানিডাঙা, বাবলাবনি, ধডাঙ্গা গ্রাম। আউশগ্রামের দেবশালা পঞ্চায়েতের ওই গ্রাম তিনটির ৬৫টি পরিবারের বসবাস। বেশীর ভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের দিনমজুর। গ্রামের ভেতর রাস্তার অবস্থা বেহাল। মোরামের দানাটুকুও পড়েনি। গ্রাম থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ। সদর বাজারে যেতে হলে কর্দমাক্ত আলপথ দিয়ে পিয়ারীগঞ্জ যেতে হয় বাসিন্দাদের। বছর কয়েক আগে বীরভূম থেকে ফেরার পথে পিয়ারীগঞ্জ স্কুলের সামনে ক্ষুদে পড়ুয়াদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। সেখান থেকেই রাজ্যে ক্ষুদে পড়ুয়াদের জুতো দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো জুতো পেলেও বর্ষাকালে মেঠো আলপথে হাতে জুতো নিয়ে স্কুলে যেতে হয় আমানিডাঙ্গা, বাবলাবনির পড়ুয়াদের। পায়ে পরার উপায় নেই। পড়ুয়াদের সবুজ সাথীর সাইকেলও জুটেছে। তবে বর্ষাকালে সেটা চালিয়ে

স্কুলে যাওয়ার উপায় নেই। কাদা মাখানো মেঠো আলপথে জুতো পরে চলা দায়। তেমনই সাইকেল চালানো দায়। গ্রামের মধ্যে মোটরগাড়ী তো দুর অস্ত সাইকেল রিক্সা যাতায়াতের রাস্তাটুকু নেই। এমনকি গ্রামের রাস্তাতেও মোরামের দানা পর্যন্ত পড়েনি। গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট করেছিল। ২০১৯ ও ২০২১ সালেও ভোট বয়কট করে গ্রামবাসীরা। তারপর কুনুর নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। যদিও খবর চাউর হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সাংসদ তহবিলের টাকায় প্রায় ১৪০০ ফুট রাস্তা কংক্রিট করা হয়। তবে গ্রামের রাস্তা আগের মতই বেহাল রয়েছে। তারপরও এখনও প্রায় ৪ হাজার ফুট মেঠো আলপথ রয়েছে। ফলে সমস্যা সেই তিমিরেই রয়েছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তার নতুন করে নির্মান ও পুনঃ সংস্কারের সূচনা করেন। তাছাড়াও গ্রামীন সড়ক তৈরীতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারই তৎপর। আদিবাসী গ্রামে ঢালাও উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনা যায়। কিন্তু তারপরও কেন দুর্দশায় আমানিডাঙা, বাবলাবনি, ধলডাঙ্গা গ্রামবাসী? প্রশ্ন থেকেই যায়। স্থানীয় বাসিন্দা তাপস সোরেন, গনেশ মুর্ম্মু, সনাতন সোরেন, প্রমুখ তরুণরা জানান, উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। ২০১৬ সালে ভোট বয়কটের পর বছর খানেক হল বিদ্যুৎ পেয়েছি। রাস্তার দাবীতে বহুবার আবেদন করেছি। এক চতুর্থাংশ রাস্তা ঢালাই হয়েছে। এখনও অনেকটাই রাস্তা নেই। মেঠো পথ। বর্ষায় চরম সমস্যায় পড়তে হয়। গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে খাটিয়াতে করে নিয়ে যেতে হয়। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়। প্রশাসনকে বলেছি, ঢালাই কিম্বা পিচ রাস্তার দরকার নেই। রিক্সা, ভ্যান ঢোকার মত মোরামের রাস্তা হলেও চলবে। জমি দিন, আমরা এক'শ দিনের কাজে রাস্তা তৈরী করে নেব। আউশগ্রামের বিজেপি নেত্রী কলিতা মাজি জানান, পথশ্রীর নামে মানুষের সঙ্গে প্রতারনা করছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে মানুষের মন জয় করতে নতুন কৌশল তৃণমূলের। ৩৪ বছর বামেরা বঞ্চনা করেছে আদিবাসীদের। আবার গত ১২ বছরে তৃণমূল বঞ্চনা করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে গরিব মানুষদের তপশীলি মানুষদের সম্মান ফিরিয়ে দেব। নতুন রাস্তা হবে। সোনার বাংলা গড়ব। প্রশ্ন, কেন বাকি রাস্তা কংক্রিট হল না? জানা গেছে, গ্রাম থেকে ২ হাজার ফুট পুর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ব্লকের অধীনে। বাকি জমি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের অধীনে। এছাড়াও মাঝপথে প্রায় ২ হাজার ফুট রাস্তা উধাও। চাষ জমি। মানচিত্রে রাস্তা নেই। সব মিলিয়ে জমি জটে রাস্তা অমিল আমানিডাঙাবাসীর। এক জেলার বাসিন্দা হলেও, আর এক জেলার রাস্তার নির্মানের সদিচ্ছার ওপর ঝুলে রয়েছে গ্রামবাসীদের সমস্যা। বিজেপি নেত্রী কলিতা মাজি জানান, জেলা বিভাজনে সমস্যা থাকলে, তার সমাধানের উপায় রয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকে ওই আদিবাসী গ্রামে যাওয়ার রাস্তা করা যেতেই পারে। তবে সব কিছু নির্ভর করছে রাজ্য সরকার ও শাসকদলের সদিচ্ছার ওপর। আউশগ্রাম-২ বিডিও গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গ্রাম যাওয়ার কিছুটা রাস্তা কংক্রিট হয়েছে। বাকি রাস্তা স্কিমে ধরা আছে। খুব শীঘ্রই সেটা কংক্রিট করা হবে।

উত্তপ্ত হচ্ছে চালসা

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীর বিরসা মুন্ডার মূর্তি ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েই চলছে। গত বুধবার বিজেপি বীর বিরসা মুন্ডাকে নিয়ে রাজনীতি করছে এই অভিযোগ তুলে চালসা গোলাইয়ের বিরসা মুন্ডা মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন আদিবাসী জনজাতির তৃণমূলের নেতৃত্ব। যদিও ওই দিন অরাজনৈতিকভাবে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয় বলে আদিবাসী নেতারা দাবি করেন। সেই বিক্ষোভের পালটা হিসাবে রবিবার একই জায়গায় সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি। ওইদিনের তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্যের এদিন পালটা দেন নাগরাকাটার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা। এদিন বিজেপি বিধায়ক বলেন, বিরসা মুন্ডা আদিবাসী সমাজের ভগবান। তাঁর মূর্তি ভাঙা হয়েছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এটাকে নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূলই। আমরা প্রথম থেকেই অরাজনৈতিকভাবে ঘটনার প্রতিবাদ করছি। আগামীতেও করব। প্রশাসন এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। দ্রুত ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার না করা হলে তরাই ডুয়ার্সের আদিবাসী জনজাতির মানুষকে নিয়ে ধর্নায় বসতে বাধ্য হব আমরা।

নদী থেকে আটক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ নদীতে অবৈধ খননের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪টি ট্রাক, ২টি ট্রাক্টর আটক করলো ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার ২ জন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই নদী থেকে বালি তোলার সময় বালি চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ কিশোরের। এই ঘটনার পর অবৈধ খননের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন।বর্তমানে অনির্দিষ্টকালের জন্য নদী থেকে বালি পাথর তোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন নদীঘাটে চলছে নজরদারি। এরপরও প্রশাসনের নির্দেশিকাকে আমান্য করে রাতের অন্ধকারে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাথর তুলছে কিছু মানুষ।

সিপিএমের সঙ্গে জোট করার চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট করার চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। রবিবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শঙ্কর মালাকার। শুধু তাই নয়, প্রতিটি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সাগরদিঘি উপ-নির্বাচন যে কংগ্রেসের পালে হাওয়া দিয়েছে এবং কর্মীদের চাঙ্গা করছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন শঙ্কর মালাকার। পাশাপাশি এদিনের কর্মী সম্মেলন থেকে শাসকদলকেও একহাত নেন তিনি। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে যে কংগ্রেস পাখির চোখ করেছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন শঙ্কর মালাকার। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকার দিয়েছে। বিজেপি, তৃণমূল নয়, কংগ্রেস পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা দিয়েছে। তাই আবার কংগ্রেস মানুষের কাছে যাচ্ছে। এপ্রসঙ্গে উপ-নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, মানুষ চাইছে কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াক। সাগরদিঘি নির্বাচন এই বার্তাই দিয়েছে। একইসঙ্গে তৃণমূলকে তোপ দেগে প্রবীণ কংগ্রেস বলেন, জয়ী হই বা না হই, আমরা মানুষের হয়ে কথা বলব। তৃণমূল এটা বুঝতে চায় না যে, শাসক ও বিরোধী উভয় দলই থাকবে। যদিও নির্বাচনে জয় পাওয়া যে সহজ নয়, তা প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মন্তব্যেই স্পষ্ট। তবে জয়ী হোক বা না হোক, কংগ্রেস জোর লড়াই দেবে বলেও দাবি জানান শঙ্কর মালাকার। এপ্রসঙ্গেই বামেদের সঙ্গে জোট বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি ভোটেই আমরা অংশগ্রহণ করব। জয়ী হই বা পরাজিত হই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবই। জোট নিয়ে বামেদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সব কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করছি। এদিন দুপুরে রাজগঞ্জের ধর্মশালা ময়দানে কর্মী সম্মেলন করে কংগ্রেস। দীর্ঘদিন পর এই জাতীয় সভায় ব্যাপক কর্মী সমাগম লক্ষ্য করা গেল। এই জনসমাগম সাগরদিঘি উপ নির্বাচনের সাফল্য বলে দাবি কংগ্রেস নেতাদের। শঙ্কর মালাকারের কথায়, আমাদের দলের ঘটি-বাটি সব চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলের নিয়োগ দুর্নীতি এবং সাগরদিঘি উপ নির্বাচনে আমাদের সাফল্য আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে অনেকটা সাহায্য করছে। যারা আমাদের দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার ফিরতে শুরু করেছে। তাই আজকে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম। বিরিয়ানি প্যাকেট ছাড়া, লক্ষ্মীশ্রী, যুবশ্রী ছাড়া এত মানুষ বসে রয়েছেন, এর থেকে এটাই প্রমাণিত। এদিনের সম্মেলনে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শঙ্কর মালাকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, রাজগঞ্জের ব্লক সভাপতি দেবব্রত নাগ সহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

বেহাল রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, সামসী, ২ এপ্রিল ঃ প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে বেহাল সামসী স্টেশন রোড। শিলান্যাসের দশ মাস পরও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তার কাজ শুরু না হলে আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। রতুয়া-১ ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সামসী ৪২০ মোড় (৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক) থেকে সামসী স্টেশন পর্যন্ত মোট ২৩০ মিটার রাস্তার জন্য একশো দিনের প্রকল্প থেকে বরাদ্দ হয় ৩৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৮১ টাকা। গত বছর ৩ জুন স্টেশন রোডের কাজের শিলান্যাস করেছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। রাস্তাটি কংক্রিট ঢালাই করার কথা। দু'ধারে যেসব অবৈধ জবরদখল করে দোকান রয়েছে সেগুলিও প্রশাসনের নির্দেশে ইতিমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিন্তু শিলান্যাসের পর দশ মাস পেরিয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বর্তমানে রাস্তাটি বড় গর্ত ও খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। ফলে যাতায়াতে খুব সমস্যা হয়। শুধু বর্ষাকালে নয়, শুখা মরশুমেও ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা সমস্যার। বারবার বলার পরও রাস্তাটি মেরামতের বিষয়ে হেলদোল নেই প্রশাসনের। স্টেশন রোডের কাজ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য অভিষেক সিংহানিয়া জানান, শাসকদলের লোকজন কাটমানি পাচ্ছেন না। তার জন্যই হয়তো রাস্তার কাজ আটকে রেখেছেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তার কাজ শুরু না হলে বিজেপির তরফে পথ অবরোধে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের প্রাক্তন রতুয়া-১ ব্লক সভাপতি সুভাষ মিশ্র জানান, রাস্তা করার ক্ষমতা না থাকলে লোক দেখিয়ে শিলান্যাস করার কি দরকার ছিল। শাসকদল ভোটের রাজনীতি করছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে সিপিএম। সিপিএমের সামসী অঞ্চল নেতা রফিকুল আলম বলেন, সামসীর সবচেয়ে বড় সমস্যা বেহাল স্টেশন রোড। এটি সংস্কার হওয়া দরকার। এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক তথা মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, জেলা পরিষদের উদ্যোগে ওই বেহাল রাস্তার জন্য একশোদিন প্রকল্প থেকে টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি একশোদিন প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই রাস্তার কাজে বিলম্ব হচ্ছে। শীঘ্রই রাস্তাটি পাকা করা হবে। বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন চাঁচলের মহকুমা শাসক কল্লোল রায়।

বালিবোঝাই গাড়ি যাতায়াতে নষ্ট হচ্ছে রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২ এপ্রিল ঃ বালিবোঝাই গাড়ির যাতায়াতে নষ্ট হচ্ছে রাস্তা। বাড়ছে পথ দূর্ঘটনা। চরম সমস্যায় পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন চালকরা। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বালিয়া থেকে রান্টুয়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিমি দীর্ঘ রাস্তাটি বালিবোঝাই গাড়ির চলাচলে নষ্ট হতে বসেছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই রাস্তা দিয়ে বালিয়া, নোটা, বাজনাগুড়ি প্রভৃতি গ্রামের কয়েক হাজার লোকজন চলাচল করেন। এই রাস্তাটির তাঁদের চলাচলের একমাত্র উপায়। গ্রামবাসীর অভিযোগ, কাছেই বয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখা নদী। নদীর বেশ কয়েকটি খাদান থেকে বালি তুলে ভারী গাড়িগুলি এই পথেই চলাচল করছে। ফলে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে পিচ রাস্তার। এলাকার বাসিন্দারা আরোও জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় রাস্তার মধ্যে তৈরি হয়েছে ছোট-বড় গর্ত। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তাটির সংস্কার করা হয়। এখন বালিবোঝাই গাড়ির চাপে রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাসপাতাল থেকে শুরু করে অফিস, কলেজে গেলে ও ওই রাস্তাটা একমাত্র ভরসা। তাই স্থানীয়রা সকলে চাইছেন, বালির গাড়ি অন্য রাস্তা দিয়ে চলাচল করুক। কবে হবে রাস্তা মেরামতের কাজ সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তা সংস্কার না হলে তার প্রভাব ভোটবাক্সে পড়তে পারে বলে ধারণা।

হাতির গতিবিধি রুখতে আন্ডার পাস

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২ এপ্রিল ঃ নিত্যদিন হাতির দল জাতীয় সড়কে যাতায়াতের ফলে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ি। আর হাতির দল শুঁড় গলিয়ে খাবারের সন্ধান চলায় পন্যবাহী বা যাত্রীবাহী গাড়ি গুলিতে। এবার সেই জাতীয় সড়কের উপর হাতির গতিবিধি রুখতে তৈরি হচ্ছে আন্ডার পাস। জাতীয় সড়কের নিচ দিয়ে যাতে পরিচিত পথে চলাচল করতে পারে সেই জন্য এই আন্ডার পাস তৈরির একটা প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে বলে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রামের গুপ্তমনিতে জাতীয় সড়কের নিচে তৈরি হবে এই আন্ডার পাস। একশো মিটার লম্বা এবং সাত মিটার উচ্চতা হবে এই আন্ডার পাসের। বনদফতর জানিয়েছে ইতিমধ্যে বনদফতর এই কাজের জন্য ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটিকে অনুমোদন দিয়েছে। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে এই আন্ডার পাস। এই বিষয়ে মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) অশোক প্রতাপ সিং বলেন বনদফতর ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটিকে গুপ্তমনি জাতীয় সড়কে আন্ডার পাস করার অনুমোদন দিয়েছে। কাজটি তারই করবে। এই আন্ডার পাস হলে দলমা দলের হাতি ওই পথ দিয়ে যেতে পারবে। জাতীয় সড়কের উপরে হাতির যাতায়াত বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে সারা বছর দলমা দলের হাতির গতিবিধি লেগেই রয়েছে। পরপর হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শহরে ঢুকেও হাতি মারছে মানুষকে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে হাতির সংখ্যাও বাড়ছে।এদিকে ঝাড়খন্ড রাজ্যে হাতির খাদ্য সংস্থান দিনে দিনে কমেছে। এদিকে এ রাজ্যে তথা ঝাড়খন্ড রাজ্য লাগোয়া জেলা গুলিতে জল ও খাদ্য সংস্থান বেড়েছে। ঝাড়গ্রাম সহ পাশের জেলা গুলিতে দু থেকে তিন বার চাষ হয়। যা আগে হত না। জঙ্গলগুলিতে ওয়াটার বডি রয়েছে। এর ফলে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে হাতির দল ঝাড়খন্ড বা ওড়িশা রাজ্যের দিকে যেতে চাইছে। মাঠভরা সবুজ ফসল আর গাছের আম কাঠাল খেয়ে সারা বছর থেকে যাচ্ছে। বনদফতর চেষ্টা করছে হাতি থেকে মানুষকে দূরে রাখতে। জঙ্গলের জন্তুটি যাতে জঙ্গলেই থাকতে পারে সেই কারনে জঙ্গলে অবাদে যাতায়াত বন্ধ করতে মানুষকে সচেতন করছে বনদফতর।অন্যদিকে হাতি আটকাতে শহরকে ট্রেঞ্চ এবং পাওয়ার ফেনসিং দিয়ে ঘিরে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা ক্রমে আরো বাড়ানো হবে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের দিকেও বলে বনদফতর জানিয়েছে। নয়াগ্রাম ব্লকের তপোবনে দু'হাজার হেক্টর জঙ্গল ঘিরে হাতিদের অস্থায়ী বাসস্থান করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর সাথে লোনার তথা দল ছুট হাতির আক্রমণ আটকাতে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখার কথাও ভাবছে বনদফতর। সেই জন্য জেলার বিভিন্ন জঙ্গল গুলি সনাক্ত করার প্রক্রিয়া নিয়েছে বনদফতর। এরপর এবার জাতীয় সড়কে হাতির আবাদ যাতায়াত আটকাতে আন্ডার পাস হবে। এটা হলে জাতীয় সড়কে দলমা দলের গতিবিধি আটকানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে ৭০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এতদিন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কোনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এবার এই ছবি বদলাতে চলেছে দ্রুত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই ৭০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুতের সংযোগ হলেই প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লাগানো হবে এলইডি টিভি, পরিস্রুত পানীয় জলের ফিলটার, লাইট ও পাখা। তীব্র গরমে গ্রীষ্মকালে শিশু থেকে প্রসূতিরা কষ্ট ভোগ করেন। অনেক সময় তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। লাইট, পাখা না থাকায় তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তার জেরেই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন, জেলার যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুতের সংযোগ নেই সেখানে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হবে। সেই মতো নবান্ন থেকে নির্দেশ চলে আসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের কাছে। সেই নির্দেশের জেরেই এখন শুরু হয়ে গিয়েছে জেলার প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দ্রুত বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার কাজ। এতদিন মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ছাড়া কোথাও বিদ্যুতের সংযোগ ছিল না। কিন্তু এবার জেলার সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুতের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী জেলার ৭০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধানের নামে থাকবে বিদ্যুৎ সংযোগ। প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল দেবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত। এই প্রসঙ্গে জেলা শিশু সংহতি বিকাশ কেন্দ্রের আধিকারিকদের দাবি, আজকের জামানায় বিদ্যুৎ না থাকলে সমস্যা তো হয়েই থাকে। যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অফিসের কাজ করেন, কেন্দ্রে গিয়ে তাঁদেরকেও দুর্ভোগে পড়তে হয়। এখন থেকে শিশু ও প্রসূতিদের জন্য পাখার ব্যবস্থা করা হবে। সঙ্গে এলইডি টিভির মাধ্যমে শিশুদের ভিজুয়াল মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে গেলেই পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের পুষ্টি বাগান করার নির্দেশ রয়েছে। এজন্য সাব মার্সিবল পাম্প দেওয়া হবে। পুষ্টিবাগানের সব্জি নিয়ে শিশু ও প্রসূতিদের জন্য পুষ্টিকর খাবার রান্না করা হবে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ফাঁকা জায়গাতে পুষ্টি বাগান করা হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের পুষ্টি বাগান তৈরি করে শিশু ও প্রসূতিদের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

সীমান্তের মহিলাদের স্বনির্ভর করছে তেজপাতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল ঃ পেটের রসদ যোগাতে চোরাচালানই ছিল যাদের একমাত্র পেশা, আজ তারাই সেসব ভুলে স্বনির্ভর হচ্ছে। তেজপাতা ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ করে তাঁরা মাসে আয় করছেন হাজার হাজার টাকা। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে সতীশ চন্দ্র চা বাগানের পাশেই একদল মহিলা তেজপাতা বাছাইয়ের কাজ করেই প্রতিপালন করছেন তাদের সংসার। সৎপথের এই আয়ে খুশি মহিলারা। চোরাচালান ভুলে আত্মনির্ভর হয়েছেন ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী অসংখ্য মহিলা। পেটের ভাত জোগাতে এক সময় সীমান্তবর্তী এলাকার প্রচুর সংখ্যক মহিলা চোরাপথে মটর, সুপারি সহ নানান সামগ্রী আনতে যেতেন নেপালে। মেচি নদী পার করতে এই সুপারি কখনও পেটে বেঁধে আবার কখনও সীমান্ত প্রহরীদের নজর এড়িয়ে মাথায় তুলে এপারে আনতে হত। তারপরেই পরিবারের সারাদিনের খাবার জোগাড় হত। এই কাজ করতে গিয়ে কখনও কখনও উর্দিধারীদের লাঠি পেটা, ধমক খেতে হয়েছে। আবার অনেকেরই রাত কেটেছে জেলে। খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকার বাসিন্দা প্রভা রায়, লক্ষ্মী রায়, সুমীত্রা রায়, মধুবালা কর্মকার চোরাপথে পণ্য আনতে নিয়মিত যেতেন মেচি পেরিয়ে নেপালে। এখন আর তাদের যেতে হয় না নেপালে। তাঁরা খুঁজে নিয়েছেন রোজগারের বিকল্প পথ। এলাকার প্রায় একশো মহিলা প্রতিদিন তেজপাতা বাছাইয়ের কাজে নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছেন। রন্ধন প্রক্রিয়ার এক অন্যতম উপকরণ হল তেজপাতা। অত্যন্ত জরুরি এই উপকরণটি স্বল্প দামে মেলে পাড়ার দোকান থেকে হাট-বাজারে সর্বত্র। আর এই তেজপাতাই বর্তমানে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে খড়িবাড়ি ব্লকের একাধিক বাসিন্দাদের। খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি ব্লকে চা বাগানের পাশাপাশি তেজপাতা বাগানের সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুতগতিতে। দুই ব্লকের বেশ কিছু চা বাগানে ছায়াপ্রদানকারী হিসেবে তেজপাতার গাছকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থকরী ফসল হিসেবে তেজপাতার চাষ করা হয়। গাছ থেকে পাতা কেটে বাছাই করে তা শুকিয়ে প্যাকেটজাত করে পাঠানো হয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। পাশাপাশি এই তেজপাতা রাজ্য ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তেও রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এই কাজে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও যুক্ত হয়েছেন। শিলিগুড়ি চম্পাসারির বাসিন্দা নীতু সিং-এর পানিট্যাঙ্কিতে তিনটি তেজপাতার গোডাউন রয়েছে। তিনি জানান এই তিনটে গোডাউনে প্রায় ৬০ জনের উপরে মহিলা প্রতিদিন কাজ করেন। এর বাইরে অন্যান্য গোডাউনে প্রায় দুশো মহিলাকে তিনি কাজে রেখেছেন। নীতু দেবী জানান, আগে শিলিগুড়িতেই তেজপাতা বাছাইয়ের কাজ হত। গাড়িতে করে নকশালবাড়ি খড়িবাড়ি থেকে তেজপাতা যেত শিলিগুড়িতে। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বেড়েছে। এর ফলে যাতায়াতের খরচের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যায়। তাই গ্রামীণ এলাকায় থেকে গোডাউনে তেজপাতা প্যাকেটজাত করা শুরু করেন তিনি। প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ কুইন্টাল তেজপাতা আসে এই গোডাউনগুলিতে। সারা বছরই তেজপাতা শুকানো, প্যাকেট জাত করা হয় এই গোডাউনগুলিতে। অর্ডার অনুযায়ী তা প্যাকেটজাত করে পাঠানো হয় বিভিন্ন জায়গায়। পানিট্যাঙ্কি গৌরসিং জোতের বাসিন্দা মধুবালা কর্মকার বলেন, আট বছর আগে স্বামী মারা গেছেন দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে পাঁচ জনের অভাবের সংসার। এখানে ১২ মাস কাজ করে দুশো টাকা হাজিরা পাই। তা দিয়েই সংসার চলে আমাদের। এভাবে সারা বছর কাজে পেলে কেউই 'দুই নম্বরি' কাজ করতে যাবে না। নীতু দেবী আমাদের কর্মসংস্থানের জোগান দিয়ে নতুন দিশা দেখিয়েছেন।

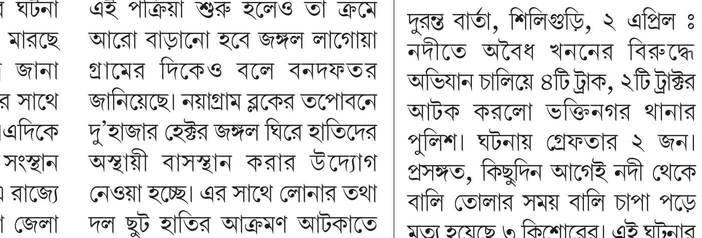

নির্মিত হল না বৃদ্ধাবাস-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২ এপ্রিল ঃ বৃদ্ধাবাস এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল অনেক আগেই। তাই ২০০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কালনা শহরে শিলান্যাস হলেও আজও পর্যন্ত রূপায়িত হয়নি উদ্যোক্তাদের অনীহার কারণে। তাই অভিভাবক এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য ছুটে যেতে হয় বনহুগলী, নবদ্বীপ, ব্যান্ডেলের মতো স্থানগুলোতে। হয়রানির শেষ নেই প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের। কালনা জেলখানার লাগোয়া পূর্বদিকে বৃদ্ধাশ্রম ও প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন তৎকালীন প্রাক্তন জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের মন্ত্রী অঞ্জু কর। তিনি বলেন, কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে ওই বৃদ্ধাশ্রম ও প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিলান্যাস করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ওই বেসরকারি সংস্থা অনীহা দেখানোয় প্রকল্পটি রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পটি রূপায়ণের মুখ দেখতে না পেলেও, সেই সময় কালনা ২ ব্লকে ২টি অনুরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। একটি দত্ত-দাড়িয়াটন স্বামী বিবেকানন্দ মনন কল্যাণ কেন্দ্র, যেখানে মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা প্রশিক্ষণ পেয়ে আসছে। আর একটি হল বৈদ্যপুর মূক-বধির বিদ্যালয়। যেখানে মূক ও বধির ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে। কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের কানে কথাটি গেলে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিলান্যাস হওয়া কালনার বৃদ্ধাশ্রম ও প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নথিপত্র পেলে আমি রূপায়ণের প্রাণপণে চেষ্টা করবো। আমি এখনও মনেপ্রাণে চাই কালনা শহরের চালু হোক, গড়ে উঠুক। কোন কাজের মানুষ এই প্রকল্পটি রূপায়ণে এগিয়ে এলে ভালো লাগবে, আমি বিশেষভাবে খুশি হব।

Name Change

I PINTU ALI ASGAR ALI SHEIKH ALICE SHEIKH PINTU ALI ASGAR ALI S/O ASGAR ALI ASRAF ALI SHEIKH R/O VILL-SAIBANA, PO-PANDUA, HOOGHLY-712149 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAIDUL ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/03/2023.

Name Change

I MADHUMALA MUKHERJEE D/O LATE GOUR DAS MUKHERJEE R/O URBASHI-402, 3RD FLOOR,329 INDIRA GANDHI ROAD, KONNAGAR, UTTARPARA, HOOGHLY-712235 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALA CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/03/2023.

মেসিকে 'নষ্ট করছে' পিএসজি

বুয়েনস আইরেস, ২ এপ্রিলঃ লিওনেল মেসির ভবিষ্যৎ কী? এটা সম্ভবত মেসি ছাড়া আর কেউই জানেন না এই মুহূর্তে। বর্তমান ক্লাব পিএসজির সঙ্গে তাঁর চুক্তি এই বছরের জুন পর্যন্ত। সেই চুক্তি নবীকরণ হবে কি হবে না, এ নিয়ে অনেক দিন ধরেই নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে। তবে প্রাক্তন আর্জেন্টাইন উইঙ্গার পাবলো মওচে মনে করেন, মেসির জন্য সবচেয়ে ভালো হবে চুক্তি শেষেই পিএসজি ছেড়ে দেওয়া। কেন, সেটাও বলেছেন মওচে। তিনি মনে করেন, পিএসজি বিশ্বসেরা এই খেলোয়াড়কে নষ্ট করছে। আর্জেন্টাইন ক্রীড়া দৈনিক ওলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মওচে বলেছেন, ''আমার সব সময়ই মনে হয়, পিএসজি ক্লাবটা ওর জন্য অনেক ছোট। ও যে ক্লাবেই খেলুক, যদি দলটা ওকে ঘিরে না খেলে, মানে ওরা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়কে নষ্ট করছে।'' বোকা জুনিয়র্সের প্রাক্তন এই উইঙ্গার পিএসজির খেলার ধরনেরও কড়া সমালোচনা করেছেন, ''আমি মনে করি না যে মেসির যে রকম দল দরকার, সেটা পিএসজির আছে। ওরা ওর সামর্থ্যের মানের নয় যে চ্যাম্পিয়নস লিগের জন্য লড়বে।'' যদি শেষ পর্যন্ত পিএসজি ছেড়ে দেন মেসি, তাহলে কোথায় যেতে পারেন, এ নিয়েও নানা গুঞ্জন চলছে। সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে তাঁর প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনার নামটাই সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে। বার্সেলোনার সহসভাপতি রাফায়েল ইয়ুসতেকে সম্প্রতি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁরা মেসিকে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরাতে চান কি না। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, ''হ্যাঁ, অবশ্যই। লিও ও তাঁর পরিবার জানে, আমরা ওকে কতটা পছন্দ করি। আমার এখনো কষ্ট লাগে যে ওকে এই ক্লাব থেকে চলে যেতে হয়েছিল।'' এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামিও পেতে চায় মেসিকে। এর জন্য দরকার হলে এমএলএসের সব ক্লাব মিলে মেসির বেতন দেবে, এ রকম একটা উদ্যোগের কথাও শোনা গেছে। তবে মওচে মনে করেন, পরবর্তী গন্তব্য ঠিক করার আগে মেসির আরেকটু ভাবা উচিত, ''তার এমন একটা ক্লাবে যাওয়া উচিত, যেখানে দলটা তাকে ঘিরে খেলবে। ও সর্বোচ্চ সামর্থ্যের খেলোয়াড়। লিওনেল স্কালোনি সবচেয়ে ভালো বোঝে কীভাবে জাতীয় দলের হয়ে তার সেরাটা বের করে আনা যাবে। সে এমন একটা দল তৈরি করেছে, যারা সবাই মেসির সেরাটা বের করে আনার জন্য খেলে।''

স্পোর্টস ড্রাগ ব্যবসার রমরমা ভারত থেকে, দাবি জার্মানির টিভি চ্যানেলের তথ্যচিত্রে

মুম্বই, ২ এপ্রিলঃ বিশ্বব্যাপী স্পোর্টস ড্রাগ ব্যবসার কিংপিন নিজের মুম্বই-ভিত্তিক ফার্মা কোম্পানি আলফা ফার্মা থেকে তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেন। জার্মানির একটি বিখ্যাত টিভি চ্যানেল এআরডি-র তৈরি তথ্যচিত্রে এই দাবি করা হয়েছে। সেখান থেকে অবৈধভাবে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে পদার্থ সরবরাহ করেন। ব্যক্তির নাম জ্যাকব-স্পোরান-ফিডলার। ভারতে বসবাসকারী জ্যাকব অবৈধভাবে ইউরোপ থেকে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড আমদানি করে তাঁর মুম্বই-ভিত্তিক কোম্পানি আলফা ফার্মার সঙ্গে অপারেশনের পরিকল্পনা করেন। এআরডি-এর স্পোর্টস ওয়েবপেজ www.sportschau.de-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গ্লোবাল ড্রাগস ইন্ডাস্ট্রির রমরমার পিছনে এই আলফা ফার্মার বড় হাত রয়েছে। এআরডি সর্বপ্রথম ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে পদ্ধতিগত ডোপিংয়ের অভিযোগ জানায়। যে কারণে হুইসেল ব্লোয়ার ভিটালি স্টেপানোভ নামে একজন প্রাক্তন রাশিয়ান অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি কর্মকর্তা এবং তার স্ত্রী ইউলিয়া, যিনি একজন ৮০০ মিটার দৌড়বিদ, শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ২০১৫ সালে। 'ডোপিং টপ সিক্রেটঃ ডিলার' শিরোনামের ডকুমেন্টারিটি ছিল বিখ্যাত সাংবাদিক ভন হাজো সেপেল্টের। তিন আরও সাংবাদিককে নিয়ে যিনি প্রথম রাশিয়ান ডোপিংয়ের বিষয়টি সামনে এনেছিলেন। সেপেল্ট এবং তাঁর টিম সারা বিশ্বে ভ্রমণ করেছে। ভারত, ডেনমার্ক এবং সিঙ্গাপুর থেকে উত্তর আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং প্যারাগুয়ে। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা আন্ডার কভার তদন্তের পর আন্তর্জাতিক ডোপিং ব্যবসার ভেতরের রহস্য ফাঁস হয়। যার আনুমানিক বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ১৫ বিলিয়ন ইউরো। ওই তথ্যচিত্রে বলা হয়েছে, 'ভারতের পোর্ট সিটি মুম্বইতে ডোপিং পদার্থ তৈরি এবং ইউরোপীয় বাজারে তাদের অবৈধ বিতরণের জন্য সম্ভাব্য অংশীদার খুঁজে পায় এআরডি-র টিম। সাংবাদিকরা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে স্পোরান-ফিডলার ডোপিং ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। মিথ্যা পরিচয় ও গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে ফিডলারের কীর্তি ফাঁস করে দেয় এআরডি টিম। ব্রিটিশ ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির তদন্তকারী জন ম্যাকলাফলিন ২০১৮ সালে স্পোরান-ফিডলারকে গ্রেফতার করেন।'

রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে

আইপিএলে বড় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল গতবারের রানার-আপ রাজস্থান রয়্যালস

হায়দরাবাদ, ২ এপ্রিল ঃ আইপিএলে বড় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল গতবারের রানার-আপ রাজস্থান রয়্যালস। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সঞ্জু স্যামসনরা জিতলেন ৭২ রানে। জয়ের জন্য ২০৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছিল ভুবনেশ্বর কুমারের দল। ১৩১ রানের বেশি তুলতে পারেনি। যুজবেন্দ্র চাহাল চার উইকেট নিয়ে লাসিথ মালিঙ্গার কীর্তি স্পর্শ করলেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হোম গ্রাউন্ডে গ্যালারিতে কমলা রঙের আধিপত্য থাকলেও মাঠে আগাগোড়া দাপট বজায় রাখল গোলাপিই। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এদিনই গোলাপি রঙের জার্সি পরে হায়দরাবাদ অধিনায়ক এইডেন মার্করাম নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ১২৫ বলে ১৭৫ রান করেছেন। তিনি এবার অরেঞ্জ আর্মির অধিনায়কও। কিন্তু আইপিএলে ভুবনেশ্বর কুমারের নেতৃত্বে হায়দরাবাদ আজ

সব বিভাগে পিছিয়েই থাকল। প্রথম ওভারই ০ রানে ২ উইকেট হারায় সানরাইজার্স। অভিষেক শর্মা ও রাহুল ত্রিপাঠী ট্রেন্ট বোল্টের শিকার। পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে স্কোর ছিল ২ উইকেটে ৩০। স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটে তা হয় ৪ উইকেটে ৩৯। হ্যারি ব্রুক ২১ বলে ১৩ করে বোল্ড হন চাহালের বলে। ৫ বলে ১ রান করে ওয়াশিংটন সুন্দর শিকার হন জেসন হোল্ডারের। ময়াঙ্ক আগরওয়াল ২৩ বলে ২৭, গ্লেন ফিলিপস ৬ বলে ৮, আদিল রশিদ ১৩ বলে ১৮ রান করেন। ১১ ওভারে ৫২ রানে পড়েছিল ষষ্ঠ উইকেট। ১৪ ওভারে ৮১ রানে সপ্তম ও ১৭.৫ ওভারে ৯৫ রানে অষ্টম উইকেটের পতন হয়। শেষ অবধি ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান তোলে সানরাইজার্স। ফজলহক ফারুকির পরিবর্তে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা আবদুল সামাদ ৩২ বলে সর্বাধিক ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন। ভুবনেশ্বর কুমার ৬ রান করেন। উমরান মালিক ৮ বলে ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন। যুজবেন্দ্র চাহাল এদিন টি ২০তে তিনশোটি উইকেট দখল করলেন। সেই সঙ্গে ৪ ওভারে ১৭ রান খরচ করে ৪ উইকেট নিয়ে আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারীদের তালিকায় উঠে এলেন যুগ্ম দ্বিতীয় স্থানে। লাসিথ মালিঙ্গা ও চাহালের আইপিএল উইকেট সংখ্যা এখন ১৭০। সামনে শুধু ডোয়েইন ব্র্যাভো (১৮৩ উইকেট)। ট্রেন্ট বোল্ট একটি মেডেন-সহ ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ২টি উইকেট নিলেন। জেসন হোল্ডার ৩ ওভারে ১৬ ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ১টি করে উইকেট পান। কেএম আসিফ ৩ ওভারে ১৫ রান দিয়ে উইকেট পাননি। যশস্বীর পরিবর্তে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে বোলিংয়ের সময় রাজস্থান রয়্যালস নামায় নভদীপ সাইনিকে। তবে তিনি ২ ওভারে ৩৪ রান দেন, উইকেট পাননি। এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে রাজস্থান রয়্যালস ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন করেন ৫৫ রান। জস বাটলার ও যশস্বী জয়সওয়াল দু'জনেই আউট হন ব্যক্তিগত ৫৪ রানে। সানরাইজার্সের বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট ফজলহক ফারুকি ও টি নটরাজনের। উমরান মালিক নেন ১ উইকেট।

গুজরাট টাইটান্সে উইলিয়ামসনের পরিবর্ত স্মিথ!

মুম্বই, ২ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ বারের উদ্বোধনী ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। গত বারের চ্যাম্পিয়ন তারা। ম্যাচ জিতলেও অস্বস্তি বাড়িয়েছে কেন উইলিয়ামসনের চোট। বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ নেওয়ার চেষ্টায় অনেকটা লাফিয়েছিলেন উইলিয়ামসন। দু রান বাঁচালেও বেকায়দায় পড়েন উইলিয়ামসন। সাইডলাইডে তাঁর চিকিসার পরই আন্দাজ করা গিয়েছিল চোট গুরুতর। কেন উইলিয়ামসনের পরিবর্তে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে সাই সুদর্শনকে নামায় গুজরাট টাইটান্স। উইলিয়ামসনের খেলা নিয়ে ব্যাপক ধোঁয়াশা রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ বারের মতো আইপিএল সফর শেষ 'ফ্যাব ফোর'-র একজন কেন উইলিয়ামসনের। সেক্ষেত্রে গুজরাট টাইটান্স কাকে সই করাবে! এখানেই নাম ভাসছে স্টিভ স্মিথের। তিনিও ফ্যাব ফোর-এর অংশ। আদৌ কি স্মিথের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হার্দিক পান্ডিয়ার দলে? কয়েক দিন আগেই আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের কথা ঘটা করে জানিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। প্রাথমিক ভাবে খোলসা করেননি কোন ভূমিকায়। অনুমান ছিল, ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাবে। শেষ অবধি ক্রিকেট এক্সপার্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে। নতুন ভূমিকায় অভিষেক হয়েছে স্টিভ স্মিথের। তবে এই ভূমিকা থেকে আবারও কি বাইশ গজে দেখা যাবে তাঁকে! ২০২১ সালে শেষ বার আইপিএলে খেলেছিলেন এই অজি ব্যাটার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি এবং ওডিআই সিরিজ খেলতে ভারতে এসেছিলেন স্মিথ। তাঁর নেতৃত্বে ওডিআই সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি হওয়ায় দেশে ফেরেননি। তাঁর সতীর্থরা অবশ্য আইপিএলে খেলছেন। নিলামেও অংশ নেননি স্মিথ। তাহলে কি স্মিথ ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে ফিরছেন! সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মঞ্জরেকর নিজের মত প্রকাশ করেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন, স্মিথকে নিতে পারে গুজরাট টাইটান্স। সঞ্জয় মঞ্জরেকরের কথায়, ''আমার মতে এটাই দারুণ সিদ্ধান্ত হবে। টাইটান্সের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য যোগ্য প্লেয়ার স্মিথ। পাশাপাশি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মের দিক থেকেও ওকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।'' স্টিভ স্মিথ অবশ্য আইপিএলে ক্রিকেটার হিসেবে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলেছেন, 'আমি খেলার যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে কোনও ধারনা নেই। আমি নিলামেও যোগ দিইনি। সে কারণেই মনে হচ্ছে, আমার কোনও সম্ভাবনা নেই। দেখা যাক, আগামী বছর কী হয়।''

'ভিশন ২০২৪'-এ হার্দিকের ভাবনাতে গিল-রাজ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুধুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নয়। এখান থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটের নতুন অনেক প্রতিভাও উঠে আসেন। ধারাবাহিকতার সৌজন্যে পরবর্তীতে জাতীয় দলের দরজাও খোলে তাঁদের জন্য। আবার অনেকে জাতীয় দলে জায়গা মজবুত করেন। শুভমন গিল জাতীয় দলে এখন নিয়মিত। অন্য দিকে, জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও জায়গা মজবুত নয় ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের। এ বারের আইপিএল ঋতুরাজের ভাগ্য খুলে দিতে পারে। এর আগে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেও ছাপ ফেলতে পারেননি। কখনও বা চোটের জন্য সুযোগ পাননি। কিন্তু এ বারের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ অনবদ্য দুটি ইনিংস দেখেছে ক্রিকেট প্রেমীরা। ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ট্র্যাজিক নায়ক হলেও তাঁর ইনিংস নজর কেড়েছে। তেমনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মতো আইপিএলেও ধারাবাহিকতা দেখালেন শুভমন। 'ভিশন ২০২৪'-এ এই জুটি নিয়ে ভাবা যেতে পারে? এ বারের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে নজর ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির দিকেই। আমেদাবাদের দর্শকরা গ্যালারিতে বসে আর ধোনির খেলা দেখতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। তাঁর মাত্র ৭ বলে ১৪ রানের ক্যামিও নজর কাড়ল। তবে ম্যাচের দুই নায়ক নিঃসন্দেহে ঋতুরাজ গায়কোয়াড় এবং শুভমন গিল। প্রথম জন অল্পের জন্য শতরান

হাতছাড়া করেন। মাত্র ৫০ বলে ৯২ রানের অনবদ্য ইনিংস। অন্য দিকে, শুভমন গিল ৩৬ বলে ৬৩ রান করেন। দু-জন আইপিএলে ভিন্ন দলের। তবে জাতীয় দলের নির্বাচকরা উচ্ছ্বসিত হতেই পারেন। রোহিত শর্মা ক্রমশ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। ২০২৪ সালে ফের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপও রয়েছে এ বছরই। ওডিআইতে খেললেও পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিত, বিরাটদের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে হার্দিক পান্ডিয়াকে। শুভমন গিল ইতিমধ্যেই তিন ফরম্যাটে জায়গা মজবুজ করেছেন। বড় কোনও অঘটন না হলে শুভমনই গিলই প্রথম পছন্দের ওপেনার থাকবেন। রোহিত না খেললে তাঁর জায়গায় কে? এই দৌড়ে অনেকেই। ঈশান কিষাণকে বেশ কিছু সুযোগ দেওয়া হলেও এখনও ভরসা দিতে পারেননি। এ বারের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিতের সঙ্গে ঈশানই ওপেন করবেন। সাফল্য না পেলে জাতীয় দলে রোহিত পরবর্তী টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে দৌড়ে থাকবেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ই। হতেই পারে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম পছন্দের ওপেনিং জুটি হল শুভমন গিল-ঋতুরাজ গায়কোয়াড়! উদ্বোধনী ম্যাচের পর হার্দিক পান্ডিয়াও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ঋতুরাজকে। রোহিত আর টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন কিনা, আইপিএলের পরই পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরবর্তী সিরিজ থেকেই হয়তো গিল-রাজ দেখা যেতে পারে। তার জন্য আইপিএলেও ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।

ব্রাজিলের কোচের প্রস্তাব পেয়ে কী বললেন আন্সেলোত্তি?

মাদ্রিদ, ২ এপ্রিলঃ রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে কি ব্রাজিলের জাতীয় দলে যাচ্ছেন কার্লো আন্সেলোত্তি? জল্পনা আরও জোরালো হল। রবিবারই লা লিগায় রিয়াল ভায়াদোলিদের বিরুদ্ধে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। সেই ম্যাচের আগে রিয়াল কোচের সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাজিল যাওয়ার জল্পনা অনেকটাই বাড়ল। বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর তিতেকে নিয়ে বিরক্তি বেড়েছিল ব্রাজিলে। রামোন মেনজেস এখন নেইমারদের অন্তর্বর্তী কোচ। কয়েক দিন আগেও এক ফ্রেন্ডলি ম্যাচে মরক্কোর কাছে ১-২ গোলে হেরে যায় ব্রাজিল। ২০ বছর বিশ্বকাপ জেতেনি সেলেকাওরা। সময়টাও ভালো যাচ্ছে না ব্রাজিলের। কাতার বিশ্বকাপে প্রত্যাশা জাগিয়েও কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন নেইমাররা। ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হারে ব্রাজিল। বিশ্বকাপ অবধিই চুক্তি ছিল তিতের সঙ্গে। বিশ্বকাপ শেষের সঙ্গে ব্রাজিল কোচ তিতেরও বিদায় হয়। এখনও নতুন কোচের নাম ঘোষণা করেনি ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, নেইমারদের হেড স্যারের দায়িত্বে দেখা যেতে পারে কার্লো আন্সেলোত্তিকে। ইতালিয়ান কোচ সে প্রসঙ্গে নিজেই বলেন, ''সত্যিটা হল, ব্রাজিলের জাতীয় দল আমাকে ভীষণ ভাবে চাইছে। এই প্রস্তাব পেয়ে আমি অবশ্যই খুশি। তবে এখন আমি রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

রিয়ালের প্রতি আমার সম্মান এবং ভালোবাসা রয়েছে।'' প্রশ্ন, তাহলে কি রিয়াল ছাড়ছেন তিনি? জবাবে আন্সেলোত্তি বলেন, ''আমি এখনই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। যতক্ষণ রিয়ালের সঙ্গে আমার চুক্তি রয়েছে, আমি এই ক্লাবে আছি।'' এখনও পরের বছর রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে আন্সেলোত্তির। ২০২৪ সালের জুন মাসেই চুক্তি শেষ হচ্ছে। আন্সেলোত্তি ব্রাজিলের প্রস্তাবে খুশি ঠিকই, তবে চুক্তি শেষ হওয়ার আগেও আদৌ তিনি সেলেকাওদের দায়িত্ব নেবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এডার, রড্রিগোরা খেলেন রিয়াল মাদ্রিদে। ফলে আন্সেলোত্তি জাতীয় দলের কোচ হলে বরং সুবিধাই হবে ব্রাজিলের। এখন দেখার, চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই ব্রাজিলের জাতীয় দলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তিকে দেখা যায় কিনা! মাঝে ব্রাজিল কোচের পদে জিদানের নামও শোনা গিয়েছিল।

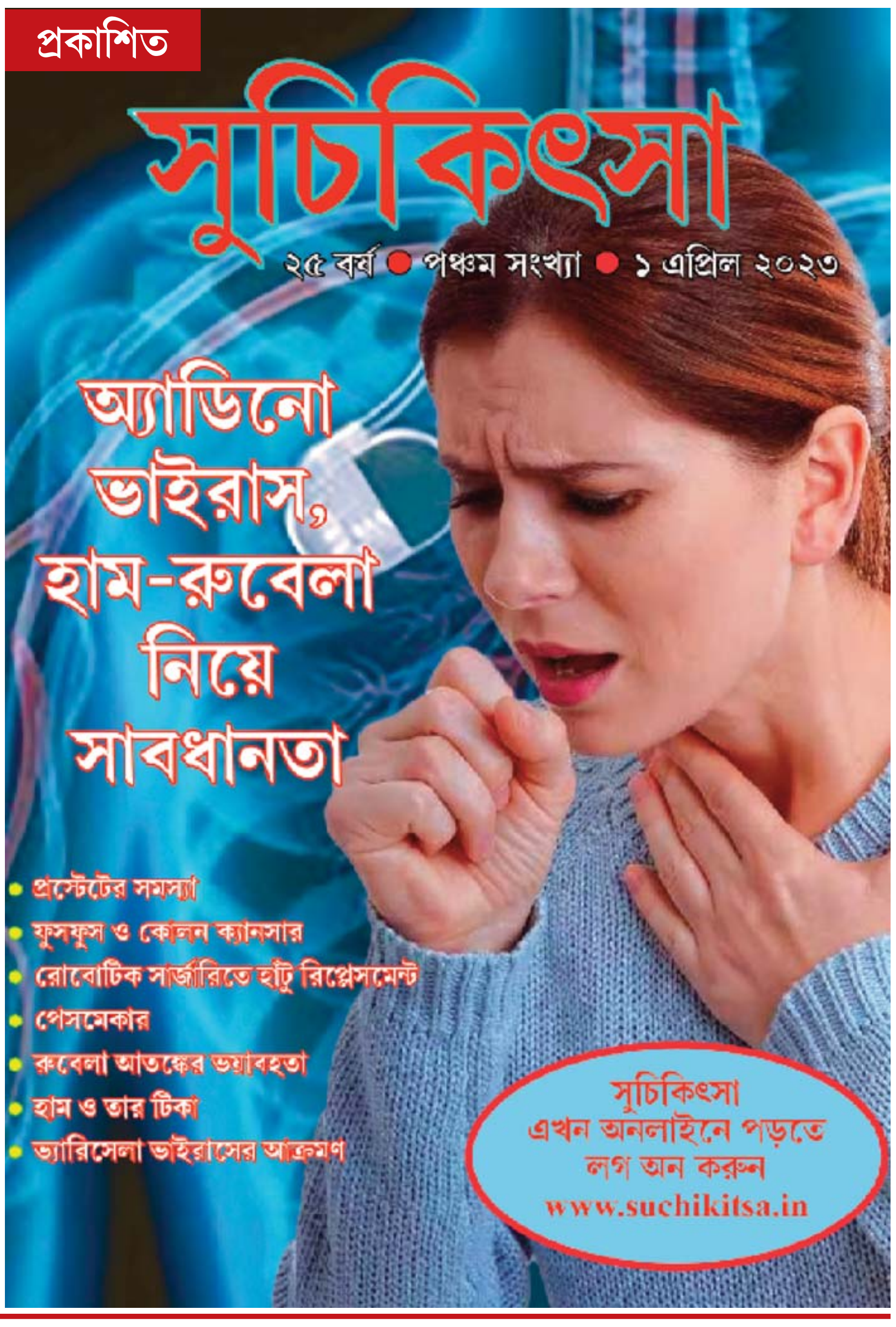

গোল উৎসব! এলচেকে উড়িয়ে ১৫ পয়েন্টে এগিয়ে গেল বার্সেলোনা

পয়েন্ট টেবিলের তলানির দলের মাঠে শীর্ষ দলের খেলা। সবচেয়ে কম গোল করা ও হজম করা দুই দলের ম্যাচ। মাঠের খেলায় পড়ছিল না এর ছাপ। তবে শেষ পর্যন্ত জ্বলে উঠলেন রবার্ট লেভানডফস্কি, আনসু ফাতি, ফেররান তরেসরা। এলচেকে উড়িয়ে দিয়ে শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল বার্সেলোনা।

অ্যালিকান্তে, ২ এপ্রিলঃ প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে ৪-০ গোলে জিতেছে জাভি হার্নান্দেসের দল। জোড়া গোল করেছেন লেভানডফস্কি। জালের দেখা পেয়েছেন ফাতি ও তরেস। বল দখলে রেখে শুরু থেকেই এলচেকে চেপে ধরে বার্সেলোনা। কিন্তু আয়োজকদের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না কাতালান ক্লাবটি। ২০তম মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগে এগিয়ে যায় জাভির দল। মার্কোস আলোনসোর ফ্রি কিকে চমৎকার হেডে রোনালদ আরাউহো খুঁজে নেন লেভানডফস্কিকে। পোলিশ এই স্ট্রাইকার শুরুতে বাঁ পায়ে শট নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। পরে ডান পায়ের শট দূরের পোস্ট দিয়ে খুঁজে নেন জাল। পিছিয়ে পড়লেও রক্ষণে গুটিয়ে যায়নি এলচে। অনেকটা সময় ধরে বার্সেলোনাকে চাপে রাখা তারা। একে একে আদায় করে নেয় ছয়টি কর্নার। তবে সেভাবে মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের পরীক্ষা নিতে পারেনি আয়োজকরা। ৪০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন লেভানডফস্কি। স্পর্শে জোর একটু বেশি থাকায় শেষ পর্যন্ত আর বলের নাগাল পাননি তিনি। তিন মিনিট পর আবার দলকে হতাশ করেন পোলিশ এই স্ট্রাইকার। তরেসের দারুণ ক্রসে খুব কাছ থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ৪৫তম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন জুলস কুন্দে। গাভির ক্রসে তার বুলেট গতির শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ওমার

মাসকারেল। প্রথমার্ধে বার্সেলোনার ৫ শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে। ২৯ শতাংশ সময় বল দখলে রাখা এলচের চার শটের একটি ছিল লক্ষ্যে, সেটিও খুব একটা ভাবাতে পারেনি সফরকারী গোলরক্ষককে। ৫১তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে গিয়েছিলেন লেভানডফস্কি। গোলের জন্য শট না নিয়ে তিনি কাট ব্যাক করেছিলেন ফাতিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু পার করতে পারেননি ডিফেন্ডারদের। একটু পরে প্রতি আক্রমণে দারুণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন হোসে আনহেল কারমোনা। কিন্তু দৌড় শুরু করার একটু পরেই চোট পান পায়ে। নষ্ট হয় সুযোগ, সঙ্গে মাঠও ছাড়েন কারমোনা। ৫৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফাতি। প্রতি আক্রমণে তরেসের কাছ থেকে নিজেদের অর্ধে বল পেয়ে অনেকটা এগিয়ে যান তিনি। এই সময়ে কেউ সেভাবে চ্যালেঞ্জ জানায়নি তাকে। অন্য প্রান্তে জায়গা করে নিয়েছিলেন লেভানডফস্কি। তবে তাকে না বাড়িয়ে ডি বক্সের বাইরে থেকে আড়াআড়ি শটে জাল খুঁজে নেন ফাতি। অক্টোবরের পর এই প্রথম লিগে জালের দেখা পেলেন তিনি। ৬৬তম মিনিটে স্কোর লাইন ৩-০ করে ফেলেন লেভানডফস্কি। মাঝমাঠে এলচের একজনের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বাড়ান গাভি। বল পায়ে ডি বক্সে ঢুকে সঙ্গে লেগে থাকা দুই জনকে এড়িয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে জাল খুঁজে নেন লেভানডফস্কি। চলতি আসরে এটি তার সপ্তদশ গোল। ৭০তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান তরেস। নিজেদের অর্ধ থেকে লেভানডফস্কি বাড়ানো বল ধরে, ডি বক্সের ঢুকে পোস্ট ঘেঁষে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। ঝাঁপিয়েও নাগাল পাননি এলচে গোলরক্ষক। ৮৩তম মিনিটে জালে বল পাঠান লেভানডফস্কি। তবে আক্রমণের শুরুতে তিনিই একজনকে ফাউল করায় গোল মেলেনি। দুই মিনিট পর এলচে অধিনায়ক ফিদেলের হেড ফেরে ক্রসবারে লেগে। যোগ করা সময়ে হোসানের বুলেট গতির শট ঠেকিয়ে দেন টের স্টেগেন। এতে আসরে ২০তম ম্যাচে জাল অক্ষত রাখতে পারল কাম্প ন্যুয়ের দলটি। ২৭ ম্যাচে ২৩ জয় ও দুই ড্রয়ে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও সুসংহত করেছে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501